মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com
১৫তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে ২০১২
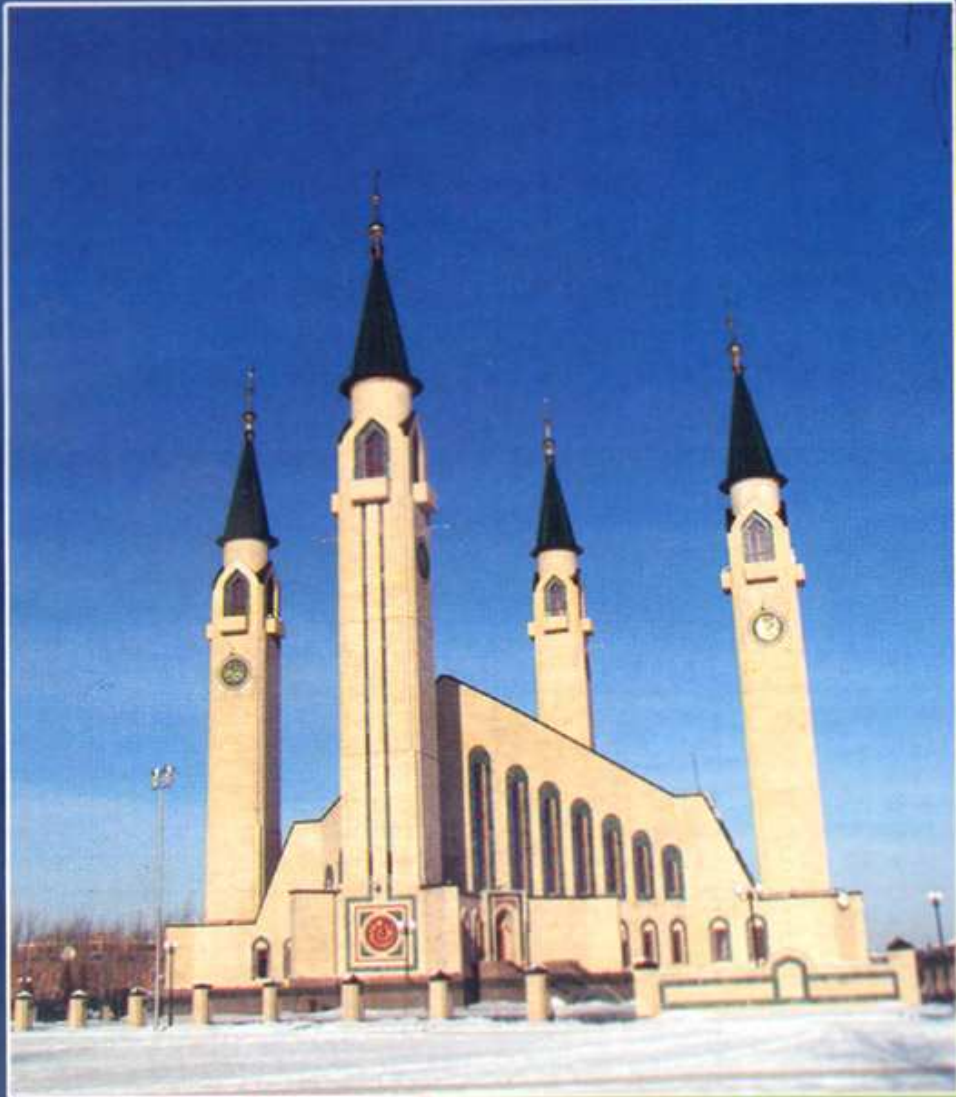
মাসিক
আত-তাহরীক

১৫তম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

নেতৃবৃন্দের সমীপে

দেশে চলছে চরম অরাজকতা। সর্বত্র আতংক। কারু জান-মাল ও ইযযতের নিরাপত্তা নেই। এক দল অপর দলকে দায়ী করেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। কিন্তু ফলাফল একটাই, মরছে মানুষ, পুড়ছে গাড়ী, চলছে গুম-খুন-অপহরণ। শিল্প কারখানায় দৈনিক ১২ ঘণ্টা করে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে বলে সরকারী নির্দেশ জারি হয়েছে। বিদেশী কূটনীতিক নিহত হচ্ছেন। স্বদেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বলতে গেলে শূন্য। চালু কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মূল্যস্ফীতি উপমহাদেশের সব দেশের চাইতে বেশী, যা এখন ১৪ শতাংশে পৌঁছে গেছে। অর্থনীতি কার্যতঃ স্থবির। সামনে সচল হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এর মূল কারণ কি?

সমস্যার গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে যে, মানুষ যখনই আল্লাহকে ভুলে যাবে ও আখেরাতে জওয়াবদিহিতার কথা বিস্মৃত হবে, তখনই সে শয়তানের খপ্পরে পড়ে যাবে। আর একবার শয়তানের কব্জায় চলে গেলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব হবে, যদি না আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত থাকে। এজন্যই বলা হয়েছে 'শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ২/২০৮)*। সে মানুষের রগ-রেশায় প্রবেশ করে ধোঁকা দেয়। অথবা মানুষের বেশে এসে ধোঁকা দেয়। শয়তানের লোভনীয় ফাঁদে পড়ে মানুষ বুঝতে পারে না কোন্ পথে তার মুক্তি নিহিত। আর এখানেই তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয় একটি সার্বভৌম সত্তার কাছে। যাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। যার বিধান শাশ্বত সত্য ও অপরিবর্তনীয়। মানুষ যখন সেই সত্যকে আঁকড়ে ধরে, তখন সে একটি মযবুত হাতল করায়ত্ত করে, যা ভাঙবার নয়। সেই হাতল হ'ল ঈমান। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ যার বুনিয়াদ। যখনই মানুষ উক্ত হাতল কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরে, তখনই শয়তান তাকে ছেড়ে যায়। যেমন আযান শুনে শয়তান বায়ু নিঃসরণ করতে করতে পালিয়ে যায় *(বুখারী, মুসলিম)*। মুমিন যখন

সিজদার আয়াত পড়ে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, তখন শয়তান কেঁদে উঠে বলে, হায়! বনু আদমকে সিজদার আদেশ দিলে সে সিজদা করল ও জান্নাতী হ'ল। আর আমাকে সিজদার আদেশ দিলে আমি অবাধ্যতা করলাম ও জাহান্নামী হ'লাম *(মুসলিম)*।

ছালাত অবস্থাতে শয়তানের উপস্থিতি বুঝতে পারলে বাম দিকে তিনবার থুক মেরে নাঊযুবিল্লাহ বলে আল্লাহ্র আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *(মুসলিম)*। ব্যবহারিক জীবনেও মানুষ যদি শয়তানকে থুক মেরে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও তওবা করে আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে, তাহ'লে সমাজে হিংসা ও অরাজকতা হ্রাস পাবে। যিয়াদ বিন হুদায়েরকে একদিন ওমর ফারূক (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান কোন কোন্ বস্তু ইসলামকে ধ্বংস করে? তিনি বললেন, না। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তিনটি বস্তু ইসলামকে ধ্বংস করে? ১. আলেমের পদস্খলন ২. আল্লাহ্র কিতাবে মুনাফিকদের বিতণ্ডা ৩. পথভ্রষ্ট নেতাদের শাসন (দারেমী)। বর্তমানে আমাদের সমাজে উক্ত তিনটি কারণ প্রকটভাবে বিরাজ করছে। ইহুদী আলেমদের মত মুসলিম আলেমরা ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী ইসলামের ব্যাখ্যা না দিয়ে নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা পেশ করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন। দুনিয়াপূজারী কপটবিশ্বাসী লোকেরা কুরআনের অপব্যাখ্যায় লিপ্ত হয়েছে। পথভ্রষ্ট শাসকরা আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী দেশ শাসন না করে নিজেদের খেয়াল-খুশীমত বিধান রচনা করে সে অনুযায়ী দেশ শাসন করছেন ও জনগণের উপর যুলুম চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ আমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে ক্বিয়ামতের দিন স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে *(মুসলিম)*। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের কান, চোখ ও হৃদয় প্রত্যেকে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে *(ইসরা ১৭/৩৬)*। ৩য় খলীফা হযরত ওছমান (রাঃ) যখন বিদ্রোহী দল কর্তৃক স্বগৃহে অবরুদ্ধ হন, তখন তাঁর পক্ষে অস্ত্র ধারণের জন্য ছাহাবীগণ বারবার তাঁর অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু অন্যূন চল্লিশ দিন অবরুদ্ধ থাকার পরেও তিনি আল্লাহ্র কসম দিয়ে তাদেরকে নিষেধ করেছিলেন। যাতে মুসলমানদের মধ্যে ফিৎনা ছড়িয়ে না পড়ে *(আল-বিদায়াহ)*। শেষ পর্যন্ত তিনি শহীদ হলেন। কিন্তু ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনার অনুমতি দিলেন না। অতএব দেশে শান্তি রক্ষার জন্য শাসকদের দায়িত্ব সবচাইতে বেশী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন আল্লাহ কাউকে জনগণের নেতৃত্বে আনেন, অতঃপর যদি সে তার দায়িত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দেন *(মুসলিম)*। তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর শ্রেষ্ঠ ভুলকারী হ'ল তওবাকারীগণ *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)*।

অতএব আসুন! আমরা ধৈর্য্যশীল হই এবং আমরা যে যে পর্যায়ে আছি, নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করি। আসুন, আমরা স্ব স্ব পাপের জন্য অনুতপ্ত হই ও তওবা করি। অতঃপর নিজেদের জীবন, পরিবার ও সমাজ এবং আমাদের এ প্রিয় দেশটিকে শান্তি, সৌহার্দ্য ও সমৃদ্ধিময় দেশে পরিণত করি। ঐ শুনুন আল্লাহ্র ওয়াদা- 'যদি জনপদের অধিবাসীরা বিশ্বাসী ও আল্লাহভীরু হয়, তাহ'লে অবশ্যই আমরা তাদের উপর আসমান ও যমীনের সমৃদ্ধির দুয়ার সমূহ খুলে দেব... *(আ'রাফ ৭/৯৬)*। অতএব হে মানুষ! আল্লাহকে ভয় কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ক্ষমা কর ও আমাদের দেশকে শান্তির দেশে পরিণত কর- আমীন! *(স.স.)*।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২৫/২৩ কিস্তি)

২৫. হযরত মুহাম্মাদ
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

বিদায় হজ্জ (حجة الوداع) :

মূলতঃ সূরা নছর নাযিল হওয়ার পর থেকেই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) দুনিয়া থেকে বিদায়ের আশংকা করছিলেন। এরি মধ্যে রাষ্ট্রীয় সব কাজকর্ম করে যাচ্ছিলেন। ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি-বিধান সমূহ নাযিল ও তার বাস্তবায়ন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়ে চলছিল। যেহেতু তিনি শেষনবী এবং বিশ্বনবী, তাই শুধুমাত্র জান্নাতের সুসংবাদদাতা বা জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে নয়, বরং আল্লাহ্র দ্বীনের বাস্তব রূপকার হিসাবে তাঁর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ মানব জাতির জন্য একটা আদর্শ সমাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করাও সম্ভবতঃ আল্লাহ পাকের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেই মডেল সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে তাঁর যোগ্য উত্তরসুরী খলীফাগণ উক্ত কাঠামোকে ভিত্তি করে আরও সুন্দররূপে ইসলামী খেলাফত ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবেন, এ আশা রেখেই তিনি উম্মতকে বললেন, عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ 'তোমাদের উপরে অবশ্যপালনীয় হ'ল আমার সুন্নাত এবং সুপথপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাত অর্থাৎ রীতি-পদ্ধতি'।[1] ইতিমধ্যে উম্মতের সংখ্যা বেড়ে গেছে আশাতীতভাবে। তাদের সবাইকে বা অধিকাংশকে একত্রিত করে তাদের সম্মুখে সর্বশেষ উপদেশবাণী প্রদান করা এবং সেই সাথে চির বিদায় নেবার আগ্রহে তিনি হজ্জে গমনের আকাংখা ব্যক্ত করলেন। সেই সাথে তিনি উম্মতের কাছ থেকে এ সাক্ষ্য নিতে চাইলেন যে, তিনি তাদের নিকটে আল্লাহ প্রেরিত পবিত্র দ্বীন যথাযথরূপে পৌঁছে দিয়েছেন। যদিও আল্লাহ বড় সাক্ষী। রাসূল (ছাঃ) হজ্জে যাবেন এবং তিনি উম্মতের সামর্থ্যবান সবাইকে শেষবারের মত একবার পেতে চান ও দেখতে চান- এ ঘোষণা প্রচারের সাথে সাথে চারদিকে ঢেউ উঠে গেল। দলে দলে লোক মক্কা অভিমুখে ছুটলো। মদীনা ও আশপাশের লোকেরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথী হ'ল। এই সময়েও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য দেখাননি। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনের গবর্ণর নিয়োগ দিয়ে পাঠালেন এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দান শেষে বললেন, يَا مُعَاذُ، إِنَّكَ عَسَى أَنْ لاَ تَلْقَانِيْ بَعْدَ عَامِيْ هَذَا، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِيْ وَقَبْرِيْ 'হে মু'আয! এ বছরের পরে তোমার সঙ্গে আমার হয়ত আর সাক্ষাত নাও হ'তে পারে। তখন হয়ত তুমি আমার এই মসজিদ ও কবরের পাশ দিয়ে গমন করবে'। অর্থাৎ জীবিত রাসূলকে আর দেখতে পাবে না। মৃত রাসূলের কবর যেয়ারতে হয়ত তোমরা আসবে'। রাসূল (ছাঃ)-এর মুখে এই কথা শুনে ভক্ত ছাহাবী মু'আয রাসূল (ছাঃ)-এর বিচ্ছেদ ব্যথায় হু হু করে কেঁদে উঠলেন। রাসূল (ছাঃ) তাঁকে বললেন, لاَ تَبْكِ يَا مُعَاذُ إِنَّ الْبُكَاءَ مِنَ الشَّيْطَانِ. 'হে মু'আয! কেঁদ না। কারণ কান্না তো শয়তানের পক্ষ থেকে আসে'।[2]

হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা :

১০ম হিজরী সনের যুলক্বা'দাহ মাসের চারদিন বাকী থাকতে শনিবার যোহরের পর রাসূল (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরাম সমভিব্যাহারে মদীনা হ'তে মক্কার পথে রওয়ানা হ'লেন। অতঃপর মদীনার অনতিদূরে 'যুল-হুলায়ফা' নামক স্থানে আছরের পূর্বে যাত্রাবিরতি করেন। এটা হ'ল মদীনাবাসীদের জন্য হজ্জের মীক্বাত। গলায় মালা পরানো কুরবানীর পশু সমূহ সঙ্গে ছিল। এখান থেকেই তিনি সফরের ক্বছর ছালাত শুরু করেন এবং দু'রাক'আত আছর পড়েন। এখানে তিনি রাত্রি যাপন করেন। পরদিন দুপুরের পূর্বে এখানে ইহরামের জন্য গোসল করেন এবং গোসল শেষে হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজ হাতে তাঁর সারা দেহে ও পোষাকে সুগন্ধি মাখিয়ে দেন। অতঃপর তিনি ইহরামের পোষাক পরে যোহরের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন এবং মুছাল্লায় থাকা অবস্থাতেই হজ্জ ও ওমরাহ্র জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধেন ও সেমতে 'তালবিয়া' পাঠ করেন। অর্থাৎ 'লাব্বায়েক হাজ্জান ও ওমরাতান' ধ্বনি উচ্চারণ করেন ও হজ্জে ক্বেরান-এর নিয়ত করেন।[3] দূরের মুসাফিরের জন্য এটি খুবই কঠিন।

প্রথমে ওমরাহ পালন অতঃপর হালাল হয়ে পুনরায় হজ্জের ইহরাম বাঁধাকে হজ্জে তামাত্তু বলা হয়। এটি সহজ। শুধুমাত্র হজ্জের ইহরাম বাঁধাকে হজ্জে ইফরাদ বলা হয়। সময় স্বল্পতার জন্য এটা অনেকে করে থাকেন। শরী'আতে তিনটিরই সুযোগ রাখা হয়েছে।

অতঃপর তিনি বের হ'লেন এবং স্বীয় ক্বাছওয়া (القصواء) নামক উটনীর উপরে সওয়ার হয়ে পুনরায় 'তালবিয়া' পাঠ করলেন। অতঃপর খোলা ময়দানে এসে পুনরায় 'তালবিয়া' পড়লেন।[4] অতঃপর মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন এবং মধ্যম গতিতে চলে ৩রা যিলহাজ্জ শনিবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে

---

১. *আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৫।*

২. *আহমাদ হা/২২১০৭, ছহীহাহ হা/২৪৯৭।*

৩. *এতে প্রমাণিত হয় যে, মীক্বাত থেকেই ইহরাম বাঁধতে হয়, তার পূর্বে থেকে নয় এবং ইহরামের জন্য পৃথক কোন নফল ছালাত নেই। একই ইহরামে হজ্জ ও ওমরাহ দু'টিই সম্পন্ন করাকে 'হজ্জে ক্বেরান' বলা হয়।*

৪. *এতে বুঝা যায় যে, তিনি তাঁবুতে ইহরাম পরে একাকী যোহর পড়ে বের হন।*

মক্কার নিকটবর্তী 'যূ-তাওয়া' (ذو طـــوى) নামক স্থানে অবতরণ করেন ও সেখানে রাত্রিযাপন করেন। রাস্তায় যতবার উঁচুস্থান অতিক্রম করেছেন, প্রতিবারে তিনবার করে উচু স্বরে 'আল্লাহু আকবর' বলেছেন। রাস্তায় তিনি আট রাত্রি কাটান এবং এটি ছিল তাঁর মধ্যম গতির সফর।

মক্কায় প্রবেশ :

পরদিন ৪ঠা যিলহাজ্জ রবিবার সকালে গোসল শেষে রওয়ানা হন ও মক্কায় প্রবেশ করেন। মাসজিদুল হারামে প্রবেশের পর শুরুতে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করেন। অতঃপর ছাফা ও মারওয়া সাঈ করেন। এভাবে ওমরাহ শেষ করে হালাল না হয়েই মক্কার উপরিভাগে 'হাজূন' (الحجـــون) নামক স্থানে অবস্থান করেন।

মিনায় গমন :

অতঃপর ৮ তারিখ তারবিয়ার দিন (يـــوم الترويـــة) সকালে তিনি মিনায় গমন করেন ও সেখানে গিয়ে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেন এবং ৯ তারিখ সুর্যোদয় পর্যন্ত অবস্থান করেন।

আরাফাতে অবস্থান ও ১ম ভাষণ :

৯ যিলহাজ্জ শুক্রবার সকালে তিনি মিনা হ'তে আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ওয়াদিয়ে নামেরাহ'তে (وادي نمرة) অবতরণ করেন। যার একপাশে আরাফাত ও অন্যপাশে মুযদালিফাহ অবস্থিত। অতঃপর সূর্য ঢলে পড়লে তিনি ক্বাছওয়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আরাফাত ময়দানের বাতনে ওয়াদীতে (بطن الوادي) আগমন করলেন। এটি ছিল একটি পাহাড়ী টিলা। যা জাবালে রহমত (جبل الرحمة) বলে খ্যাত। তার উপরে উটনীর পিঠে সওয়ার অবস্থায় তিনি সম্মুখে উপস্থিত ১ লক্ষ ২৪ হাযার অথবা ১ লাখ ৪৪ হাযার ভক্ত মুসলমানের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। আরাফাতের ময়দানের উক্ত ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوْا قَوْلِيْ، فَإِنِّيْ لَا أَدْرِيْ لَعَلِّيْ لاَ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِيْ هَذَا بِهَذَا الْمَوْقِف أَبَدًا–

(১) 'হে জনগণ! তোমরা আমার কথা শোন! কারণ আমি জানি না এরপর আর কোনদিন তোমাদের সঙ্গে এই স্থানে মিলিত হ'তে পারব কি-না'।[৫]

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا، فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا،

(২) 'নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত ও মাল-সম্পদ, তোমাদের পরস্পরের উপরে এমনভাবে হারাম, যেমনভাবে তোমাদের আজকের এই দিন, এই মাস, এই শহর তোমাদের জন্য হারাম' (অর্থাৎ এর সম্মান বিনষ্ট করা হারাম)।

أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوْعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِى بَنِى سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ–

(৩) 'শুনে রাখ, জাহেলী যুগের সকল কিছু আমার পায়ের তলে পিষ্ট হ'ল। জাহেলী যুগের সকল রক্তের দাবী পরিত্যক্ত হ'ল। আমাদের রক্ত সমূহের প্রথম যে রক্তের দাবী আমি পরিত্যাগ করছি, সেটি হ'ল রাবী'আহ ইবনুল হারেছ-এর শিশু পুত্রের রক্ত; যে তখন বনু সা'দ গোত্রে দুগ্ধ পান করছিল, আর হোযায়েল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করেছিল'।

وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ–

(৪) 'জাহেলী যুগের সূদ পরিত্যক্ত হ'ল। আমাদের সূদ সমূহের প্রথম যে সূদ আমি শেষ করে দিচ্ছি সেটা হ'ল আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্ত্বালিবের পাওনা সূদ। সূদের সকল প্রকার কারবার সম্পূর্ণরূপে শেষ করে দেওয়া হ'ল'।

فَاتَّقُوا اللهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَّ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ–

(৫) 'তোমরা মহিলাদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্‌র আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ্‌র কালেমার মাধ্যমে তাদেরকে হালাল করেছ। তাদের উপরে তোমাদের প্রাপ্য হক হ'ল এই যে, তারা তোমাদের বিছানা এমন কাউকে মাড়াতে দেবে না, যাদেরকে তোমরা অপসন্দ কর। যদি তারা সেটা করে, তবে তোমরা তাদের প্রহার করবে যা গুরুতর হবে না। আর তোমাদের উপরে তাদের প্রাপ্য হক হ'ল সুন্দর রূপে খাদ্য ও পরিধেয়।

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللهِ.

(৬) 'আর জেনে রাখ, আমি তোমাদের মাঝে ছেড়ে যাচ্ছি এমন এক বস্তু, যা মযবুতভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না। আর সেটি হ'ল আল্লাহ্‌র কেতাব'।[৬]

৫. *দারেমী হা/২২৭, ফিক্বহুস সীরাহ পৃঃ ৪৫৬, সনদ ছহীহ।*

৬. *মুসলিম হা/১২১৮, মিশকাত হা/২৫৫৫ 'মানাসিক' অধ্যায়।*

أَيُّهَا النَّاسُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ، وَلاَ أُمَّةَ بَعْدَكُمْ؛ فَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ، وَأَقِيْمُوْا خَمْسَكُمْ، وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ، وَأَعْطُوْا زَكَاتَكُمْ، وَأَطِيْعُوْا وُلاَةَ أَمْرِكُمْ؛ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ–

(৭) 'হে জনগণ! শুনে রাখ আমার পরে কোন নবী নেই এবং তোমাদের পরে কোন উম্মাত নেই। অতএব তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর, রামাযান মাসের ছিয়াম রাখো, সন্তুষ্ট চিত্তে তোমাদের মালের যাকাত দাও, তোমাদের প্রভুর গৃহে হজ্জ কর, তোমাদের শাসকদের আনুগত্য কর, তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ কর'।[৭]

وَأَنْتُمْ تُسْأَلُوْنَ عَنِّىْ فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُوْنَ. قَالُوْا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِه السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ، اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ–

(৮) আর তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তখন তোমরা কি বলবে? লোকেরা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি সবকিছু পৌঁছে দিয়েছেন, দাওয়াতের হক আদায় করেছেন এবং উপদেশ দিয়েছেন'। অতঃপর তিনি শাহাদাত অঙ্গুলি আসমানের দিকে উঁচু করে ও সমবেত জনমণ্ডলীর দিকে নীচু করে তিনবার বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক'।[৮]

উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর উক্ত ভাষণ উচ্চ কণ্ঠে জনগণকে শুনাচ্ছিলেন রাবী'আহ বিন উমাইয়া বিন খালফ। আল্লাহ্র কি অপূর্ব মহিমা![৯] মক্কায় হযরত বেলালের উপরে লোমহর্ষক নির্যাতনকারী, রাসূলকে হত্যার ষড়যন্ত্রকারী ১৪ নেতার অন্যতম নিকৃষ্টতম নেতা ও বদর যুদ্ধে নিহত উমাইয়ার ছেলে আজ রাসূল (ছাঃ)-এর দেহরক্ষী ছাহাবী।

ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার সনদ নাযিল :

সারগর্ভ ও মর্মস্পর্শী বিদায়ী ভাষণ শেষে জনগণের নিকট থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ অতঃপর আল্লাহকে সাক্ষী রাখার এই অনন্য মুহূর্তের পরপরই আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নাযিল হয় এক ঐতিহাসিক দলীল, ইসলামের সম্পূর্ণতার সনদ, যা ইতিপূর্বে নাযিলকৃত কোন এলাহী ধর্মের জন্য নাযিল হয়নি। 'অহি' নাযিলের ভার বহনে অপারগ হয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর বাহন 'ক্বাছওয়া' আস্তে করে বসে পড়ে। এ সময় 'অহি' নাযিল হ'ল-

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْناً–

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপরে আমার নে'মতকে পরিপূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর মুখে এই আয়াত শ্রবণ করে ওমর ফারূক (রাঃ) কেঁদে উঠলেন। অতঃপর লোকদের প্রশ্নের জওয়াবে বললেন, إِنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ الْكَمَال إِلاَّ النُّقْصَانُ 'পূর্ণতার পরে তো কেবল ঘাটতিই এসে থাকে'।[১০] বস্তুতঃ এই আয়াত নাযিলের পর আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) মাত্র ৮১ দিন ধরাধামে বেঁচে ছিলেন।

'আজ' (اليوم) শব্দের ব্যাখ্যা :

মানছূরপুরী বলেন, কুরআনে বর্ণিত اليوم বা 'আজ' শব্দ দ্বারা কেবল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅতকালকেই বুঝানো হয়নি বরং তা কয়েক হাযার বছর পূর্বেকার মূসা ও ঈসার নবুঅতকালকেও শামিল করে'।[১১] কেননা মূসা ও ঈসা প্রত্যেকের নিকটে নাযিলকৃত কিতাবে শেষনবী হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। অতএব শেষনবীর আবির্ভাব কুরআনের অবতরণ ও ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা লাভ ও তাকে মানবজাতির জন্য সর্বশেষ দ্বীন হিসাবে মনোনীত করা সবই ছিল হাযার বছরের প্রতিক্ষার অবসান এবং সৃষ্টিজগতের জন্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সবচাইতে দুর্লভ সুসংবাদের মহান প্রাপ্তি।

এই আয়াত প্রসঙ্গে জনৈক ইহুদী পণ্ডিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলেন, যদি এরূপ আয়াত আমাদের উপরে নাযিল হ'ত, তাহ'লে আমরা ঐদিনটিকে ঈদের দিন হিসাবে উদযাপন করতাম'। জওয়াবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা ঐদিন একটি নয়, বরং দু'টি ঈদ একসঙ্গে উদযাপন করেছিলাম।- (১) ঐদিন ছিল শুক্রবার, যা আমাদের সাপ্তাহিক ঈদের দিন (২) ঐদিন ছিল ৯ই যিলহাজ্জ আরাফাহ্র দিন। যা হ'ল উম্মতের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে বার্ষিক ঈদের দিন'।[১২]

যোহর ও আছরের ছালাত আদায় :

ভাষণ শেষে হযরত বেলাল আযান দেন। অতঃপর এক্বামত বলেন, অতঃপর রাসূল (ছাঃ) যোহরের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর এক্বামত দিয়ে আছরের ছালাত আদায় করেন। উভয় ছালাতের মধ্যে কোন সুন্নাত-নফল পড়েননি এবং উভয় ছালাত দু'রাক'আত করে ক্বছর হিসাবে পড়েন। একে 'জমা ও ক্বছর' বলা হয়। অতঃপর সওয়ারীতে আরোহন করে ওয়াদীয়ে নামেরাতে রক্ষিত স্বীয় তাঁবুতে গমন করেন ও সূর্য অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন।

৭. *ত্বাবারাণী, আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২৩৩।*
৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫।*
৯. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৬০৫।*
১০. *আর-রাহীক্ব পৃঃ ৪৬০; আল-বিদায়াহ ৫/২১৫।*
১১. *তওরাত ও ইনজীলের প্রমাণাদি সহ বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য রাহমাতুল্লিল আলামীন ১/২৩৫-৩৬ টীকা-২।*
১২. *তিরমিযী হা/৩০৪৪, সনদ ছহীহ।*

মুযদালেফায় গমন :

অস্তায়মান সূর্যের হলুদ আভা মিলিয়ে যাবার পর তিনি উসামা বিন যায়েদকে পিছনে বসিয়ে নিয়ে মুযদালেফা অভিমুখে রওয়ানা হ'লেন। অতঃপর সেখানে পৌঁছে এক আযান ও দুই এক্বামতের মাধ্যমে মাগরিব ও এশা পড়েন। উভয়ের মাঝে কোন সুন্নাত-নফল পড়েননি। এশার ছালাতে ক্বছর করেন। অতঃপর ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটান। অতঃপর সকাল স্পষ্ট হ'লে তিনি আযান ও এক্বামতের মাধ্যমে ফজরের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর ক্বাছওয়ায় সওয়ার হয়ে মাশ'আরুল হারামে আসেন এবং ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ, তাকবীর ও তাহলীলে লিপ্ত হন। পূর্বাকাশ ভালভাবে ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন।

মিনায় প্রত্যাবর্তন :

অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বেই তিনি মুযদালেফা হতে মিনায় রওয়ানা হন। এ সময় ফযল বিন আব্বাসকে সওয়ারীর পিছনে বসিয়ে নেন। মিনায় আসার পথে ওয়াদীয়ে মুহাসসারে সামান্য দ্রুত চলেন। অতঃপর মধ্যবর্তী পথ ধরে জামারায়ে কুবরায় পৌঁছে যান এবং সেখানে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করেন। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবর' বলেন। তখন সেখানে একটি বৃক্ষ ছিল। এখন তা নেই। কংকরগুলি ছিল এমন ছোট যা দু'আঙ্গুলে চিমটি দিয়ে ধরা যায় (مثل حصى الخذف)।

কুরবানী :

১০ই যিলহাজ্জ সকালে জামরায়ে কুবরায় প্রথম দিনের ৭টি কংকর নিক্ষেপের পর তিনি কুরবানী করেন। নিজ হাতে ৬৩টি ও হযরত আলী (রাঃ)-এর মাধ্যমে ৩৭টি মোট ১০০টি উট নহর করেন। আলীকে তিনি নিজ কুরবানীতে শরীক করে নেন। অতঃপর রান্না গোশত ও সুরুয়া খান।

মক্কায় ফিরে ত্বাওয়াফে এফাযাহ :

১০ই যিলহাজ্জ কুরবানী শেষে মক্কায় এসে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করেন। একে 'ত্বাওয়াফে এফাযাহ' (طـواف الافاضـة) বলা হয়। অতঃপর সেখানে যোহরের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর যমযম কূপে আসেন। সেখানে বনু আব্দিল মুত্ত্বালিবের লোকেরা পূর্বের রীতি অনুযায়ী হাজীদের পানি পান করাচ্ছিলেন। সেখানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুশী হয়ে বললেন, انْزِعُوْا بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ 'হে বনু আব্দিল মুত্ত্বালিব! তোমরা পানি উত্তোলন কর। যদি তোমাদের উপরে লোকদের বিজয়ী হবার ভয় না থাকত, তাহ'লে আমি নিজেই তোমাদের সাথে পানি উত্তোলন করতাম'। অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) নিজে এই বরকতের কাজে অংশ নিলে অন্যেরাও ঐকাজে ঝাপিয়ে পড়ত। ফলে বনু আব্দিল মুত্ত্বালিবের অধিকার ক্ষুণ্ন হ'ত। অতঃপর তারা রাসূল (ছাঃ)-কে এক বালতি পানি উঠিয়ে দিলেন এবং তিনি তা থেকে পান করলেন।[১৩]

মিনায় ২য় ভাষণ :

সুনানে আবুদাঊদের বর্ণনা অনুযায়ী ১০ই যিলহাজ্জ কুরবানীর দিন সকালে সূর্য উপরে উঠলে[১৪] (حين ارتفـع الـضحى) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি সাদা-কালো মিশ্রিত খচ্চরে (بغلـة شـهباء) সওয়ার হয়ে (কংকর নিক্ষেপের পর) জামরায়ে আক্বাবায় এক ভাষণ দেন। এমতাবস্থায় লোকদের কেউ দাঁড়িয়েছিল কেউ বসেছিল। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর ভাষণ লোকদের শুনাচ্ছিলেন। এ দিনের ভাষণে তিনি আগের দিন আরাফাতের ময়দানে দেওয়া ভাষণের কিছু কিছু পুনরুল্লেখ করেন।[১৫] ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু বাকরাহ (রাঃ) প্রমুখাত বর্ণিত হয়েছে যে, এদিনে তিনি বলেন, لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّى لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِى هَذِه

(১) হে জনগণ! তোমরা আমার নিকটে থেকে হজ্জ ও কুরবানীর নিয়ম-কানূন শিখে নাও। সম্ভবতঃ আমি এ বছরের পর আর হজ্জ করতে পারব না'।[১৬]

তিনি আরও বলেন,

إِنَّ الزَّمَانَ قَد اسْتَدَارَ كَهَيْئَته يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَات وَالأَرْضَ وَالسَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ شَهْرُ مُضَرَ الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ-

(২) 'কালচক্র আপন রূপে আবর্তিত হয়, যেদিন থেকে আসমান ও যমীন সৃষ্টি হয়েছে। বছর বারো মাসে হয়। তারমধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস। তিনটি পরপর, যুলক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহাররম এবং রজবে মুযার'[১৭] হ'ল জুমাদা ও শা'বানের মধ্যবর্তী।[১৮] অতঃপর তিনি বলেন,

أَىُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِه. قَالَ أَلَيْسَ هَذَا ذَا الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا بَلَى. قَالَ فَأَىُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِه. قَالَ أَلَيْسَتْ الْبَلْدَةَ؟ قُلْنَا بَلَى. فَأَىُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ

---

১৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫।*
১৪. *সম্ভবতঃ কুরবানীর পূর্বেই এ ভাষণ দেন।*
১৫. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৬৭১।*
১৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৬১৮।*
১৭. *মুযার গোত্রের দিকে সম্পর্কিত করে 'রজবে মুযার' বলা হয়েছে।*
১৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৬৫৯।*

بِغَيْرِ اسْمِه. قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا بَلَى. قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا-

(৩) এটি কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত। অতঃপর তিনি চুপ থাকলেন। আমরা ভাবলাম হয়ত তিনি এর পরিবর্তে অন্য কোন নাম রাখবেন। তিনি বললেন, এটা কি যুলহিজ্জাহ নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটি কোন শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত। অতঃপর তিনি চুপ থাকলেন। আমরা ভাবলাম হয়ত তিনি এর পরিবর্তে অন্য কোন নাম রাখবেন। তিনি বললেন, এটা কি মক্কা নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আজ কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত। অতঃপর তিনি চুপ থাকলেন। আমরা ভাবলাম হয়ত তিনি এর পরিবর্তে অন্য কোন নাম রাখবেন। তিনি বললেন, আজ কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, জেনে রেখ, তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল-সম্পদ, তোমাদের ইয্যত তোমাদের উপরে এমনভাবে হারাম যেমনভাবে তোমাদের আজকের এই দিন, এই শহর, এই মাস তোমাদের জন্য হারাম (অর্থাৎ এর সম্মান বিনষ্ট করা হারাম)।

وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِى ضُلاَّلاً، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ-

(৪) 'সত্বর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। অতঃপর তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সাবধান! আমার পরে তোমরা পুনরায় ভ্রষ্টতার দিকে ফিরে যেয়ো না এবং একে অপরের গর্দান মেরো না'।

أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوْا نَعَمْ. قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ-

(৫) 'ওহে জনগণ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? লোকেরা বলল, হাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। উপস্থিতগণ যেন অনুপস্থিতগণকে কথাগুলি পৌঁছে দেয়। কেননা উপস্থিত শ্রোতাদের অনেকের চাইতে অনুপস্থিত যাদের কাছে এগুলি পৌঁছানো হবে, তাদের মধ্যে অনেকে অধিক বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি রয়েছে'।[১৯] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, উক্ত ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেছিলেন,

أَلاَ لاَ يَجْنِى جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِه لاَ يَجْنِى وَالِدٌ عَلَى وَلَدِه وَلاَ مَوْلُوْدٌ عَلَى وَالِدِه-

(৬) 'মনে রেখ, অপরাধের শাস্তি অপরাধী ব্যতীত অন্যের উপরে বর্তাবে না। মনে রেখ, পিতার অপরাধের শাস্তি পুত্রের উপরে এবং পুত্রের অপরাধের শাস্তি পিতার উপরে বর্তাবে না'।

أَلاَ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِى بِلاَدِكُمْ هَذِه أَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِه-

(৭) মনে রেখ, শয়তান তোমাদের এই শহরে পূজা পাওয়া থেকে চিরদিনের মত নিরাশ হয়ে গেছে। তবে যেসব কাজগুলিকে তোমরা তুচ্ছ মনে কর, সেসব কাজে তার আনুগত্য করা হবে, আর তাতেই সে খুশী থাকবে'।[২০]

আইয়ামে তাশরীক্বে কার্যাবলী :

১০ই যিলহাজ্জ কুরবানীর পর মক্কায় গমন করে ত্বাওয়াফে এফাযাহ শেষে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) পুনরায় মিনায় ফিরে আসেন এবং ১১, ১২, ১৩ আইয়ামে তাশরীক্বের তিনদিন সেখানে অবস্থান করেন। ১১ ও ১২ তারিখে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করেন এবং হজ্জের বিভিন্ন নিয়ম-কানূন জনগণকে শিক্ষা দেন। এ সময় তিনি শিরকের নিদর্শনগুলি ধ্বংস করে দেন। তিনি যিকর-আযকারে লিপ্ত থাকেন এবং জনগণকে বিভিন্ন বিষয়ে হেদায়াত দেন।

এদিন তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا مَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّه 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা তা শক্তভাবে ধারণ করে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ্র কিতাব, অপরটি তাঁর নবীর সুন্নাত'।[২১]

মিনায় ৩য় ভাষণ :

আইয়ামে তাশরীক্বের মাঝামাঝি অর্থাৎ ১২ই যিলহাজ্জ তিনি আরেকটি ভাষণ দেন।[২২]

এদিন তাঁর ভাষণ কুরবানীর দিনের ভাষণের অনুরূপ ছিল এবং এই ভাষণটি সূরা নছর নাযিলের পরে দেওয়া হয়েছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, সূরা নছর নাযিল হয়েছিল বিদায় হজ্জে মিনায় আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যবর্তী দিনে। এরপর নাযিল হয় ইসলাম পরিপূর্ণ হওয়ার বিখ্যাত আয়াতটি- সূরা মায়েদাহ ৩ আয়াত। এ দু'টি আয়াত নাযিলের পর তিনি ৮০ দিন বেঁচে ছিলেন। অতঃপর মৃত্যুর ৫০দিন পূর্বে নাযিল হয় আয়াতে 'কালালাহ' *(নিসা ১৭৬)*।

---

১৯. *বুখারী হা/১৭৪১ 'মিনায় ভাষণ' অনুচ্ছেদ; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৬৫৯।*

২০. *তিরমিযী হা/২১৫৯; ইবনু মাজাহ হা/২৭৭১ 'হজ্জ' অধ্যায়; মিশকাত হা/২৬৭০।*

২১. *মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/১৮৬।*

২২. *আবুদাঊদ হা/১৯৫২ 'মানাসিক' অধ্যায় ৭১ অনুচ্ছেদ; আওনুল মা'বূদ হা/১৯৩৬-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*

অতঃপর ৩৫ দিন পূর্বে নাযিল হয় সূরা তওবাহর সর্বশেষ দু'টি আয়াত *(তওবা ১২৮, ১২৯)*। অতঃপর ২১ দিন পূর্বে নাযিল হয় সূরা বাক্বারাহ্র ২৮১ আয়াতটি।[২৩] এতে বুঝা যায় যে, সূরা নছর কুরআনের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসাবে বিদায় হজ্জের সময় নাযিল হয়েছে। এরপরে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন আয়াত নাযিল হ'লেও কোন পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল হয়নি।

বিদায়ী ত্বাওয়াফ এবং মদীনায় রওয়ানা :

১৩ই যিলহাজ্জ তারিখে দিনের বেলায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিনা হ'তে রওয়ানা দেন এবং বনু কেনানায় অবতরণ করে সেখানে যোহর, আছর, মাগরিব ও এশার ছালাত আদায় করেন এবং রাত্রি যাপন করেন। পরদিন সাকলে মক্কায় গমন করেন এবং বিদায়ী তাওয়াফ (طواف الوداع) সম্পন্ন করেন। এভাবে হজ্জের সকল বিধি-বিধান পালন করার পর তিনি ছাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। এই হজ্জ ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনের সর্বশেষ হজ্জ। সেকারণ একে 'বিদায় হজ্জ' (حجة الوداع) বলা হয়। সাথে সাথে এই সময় বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে সর্বশেষ উপদেশবাণী প্রদান করেন বিধায় একে 'হজ্জে বালাগ' (حجة البلاغ) বলা হয়।

খুম কূয়ার নিকটে ভাষণ (خطبة غدير خم) :

হজ্জ থেকে ফেরার পথে বুরাইদা আসলামী (রাঃ) রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর নিকটে হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে কিছু অভিযোগ পেশ করেন। যা ইয়ামনে গণীমত বণ্টন সংক্রান্ত বিষয়ে ছিল। মূলতঃ এটা ছিল বুরাইদার বুঝের ভুল। এজন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) খুম কূয়ার নিকটে যাত্রাবিরতি করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। যাতে তিনি নবী পরিবারের উচ্চ মর্যাদা ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর হযরত আলীর হাত ধরে বলেন, مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ 'আমি যার বন্ধু, আলীও তার বন্ধু'।[২৪]

এই ভাষণ শ্রবণের পরে হযরত ওমর (রাঃ) আলী (রাঃ)-কে অভিনন্দন জানান এবং হযরত বুরাইদা (রাঃ) তার ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হন। তিনি সারা জীবন হযরত আলীর প্রতি মহব্বত ও আনুগত্য বজায় রাখেন। অবশেষে তিনি 'উটের যুদ্ধে' (جنگ جمل) শহীদ হন।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন ও সর্বশেষ সামরিক অভিযান প্রেরণ :

রাসূল (ছাঃ) হজ্জ শেষে মদীনায় পৌঁছলেন। মৃত্যু সমাগত বুঝতে পেরেও উম্মতের ভবিষ্যৎ কল্যাণ চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন তিনি। কেননা সে সময় রোমক সম্রাটের পক্ষ হ'তে শাম অঞ্চলের নও মুসলিমদের উপরে অমানুষিক যুলুম শুরু হয়েছিল। শাম অঞ্চলের মো'আন-এর রোমক গবর্ণর ফারওয়া বিন আমর জোযামীকে ইসলাম ত্যাগ নয় মৃত্যু দু'টির একটা বেছে নেবার নির্দেশ দিলে তিনি হাসিমুখে ফাঁসিকে বরণ করে নেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য মুসলমানদের উপরেও স্রেফ ধর্মীয় কারণে চলছিল বর্বর নির্যাতন। ফলে রোমকদের ভয়ে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকছিল। এ অবস্থা নীরবে সহ্য করলে তারা একদিন মদীনার দুয়ারে এসে হানা দিতে পারে। এমতাবস্থায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারে রোমকদের সামরিক ও রাজনৈতিক বাধাকে প্রতিহত করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দূরদর্শী রাসূল (ছাঃ) কালবিলম্ব না করে দ্রুত বিশাল এক সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে ফেললেন এবং উসামা বিন যায়েদ বিন হারেছাহ্র নেতৃত্বে তাদেরকে শামের বালক্বা অঞ্চলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে দেন। এর উদ্দেশ্য ছিল রোমকদের হুঁশিয়ার করা এবং এলাকার মুসলমানদের সাহস যোগানো। এ সময় তরুণ উসামাকে সেনাপতি করায় কিছু ব্যক্তি আপত্তি তুললে এবং অভিযানে অংশ নিতে বিলম্ব করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنْ تَطْعَنُوْا فِىْ إِمَارَتِه، فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِىْ إِمَارَةِ أَبِيْهِ مِنْ قَبْلِه، وَايْمُ اللهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيْقًا لِلإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ-

'উসামার নেতৃত্বের ব্যাপারে আজ যেমন তোমরা আপত্তি করছ, ইতিপূর্বে তার পিতার ব্যাপারেও (সম্ভবতঃ মুতার যুদ্ধের সময়) তোমরা আপত্তি করেছিলে। অথচ আল্লাহ্র কসম! সে ছিল নেতৃত্বের জন্য অত্যন্ত যোগ্য এবং আমার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিদের অন্যতম এবং তার পরে উসামা আমার নিকটে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিদের অন্যতম'।[২৫]

এরপরে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজ হাতে উসামার মাথায় সেনাপতির পাগড়ী পরিয়ে আল্লাহ্র নামে বিদায় দেন। সেনাবাহিনী মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে এক 'ফারসাখ' বা তিন মাইল দূরে 'জুরফ' (الجرف) নামক স্থানে গিয়ে শিবির সন্নিবেশ করে। কিন্তু ইতিমধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর শারীরিক অবস্থার অবনতির খবর শুনে তারা যাত্রা স্থগিত করেন এবং আল্লাহ্র ফায়ছালার জন্য অপেক্ষায় থাকেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে এই বাহিনী হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর নির্দেশে পুনরায় গমন করে এবং বিজয়ী বেশে ফিরে আসে।

নবী জীবনের শেষ অধ্যায়

(সর্বোচ্চ বন্ধুর নিকটে গমনের প্রস্তুতি ১১ হিজরীর শুরুতে)

মূলতঃ সূরা নছর নাযিলের পরেই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বুঝতে পারেন যে, সত্বর তাকে আখেরাতে পাড়ি দিতে হবে

২৩. *কুরতুবী সূরা নছর-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*
২৪. *আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৬০৮২, ছহীহাহ হা/১৭৫০।*
২৫. *বুখারী হা/৪২৫০।*

(ত্বাবারাণী জাবের (রাঃ) হ'তে)। তখন থেকেই তিনি প্রস্তুতি শুরু করে দেন। যেমন (১) অন্যান্য বছর রামাযানের শেষে দশদিন এ'তেকাফে থাকলেও ১০ম হিজরীর রামাযানে তিনি ২০ দিন এতেকাফে থাকেন। এর কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি প্রিয় কন্যা ফাতেমাকে বলেন, আমার মৃত্যু খুব নিকটে মনে হচ্ছে'। (২) অন্যান্য বছর জিব্রীল (আঃ) রামাযানে একবার সমস্ত কুরআন পুনঃপাঠ করালেও এ বছর সেটা দু'বার করান।[২৬] (৩) ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণের শুরুতেই তিনি বলেছিলেন, 'আমি জানি না এ বছরের পর এই স্থানে তোমাদের সঙ্গে আর মিলিত হ'তে পারব কি-না'। (৪) পরদিন মিনায় কুরবানীর দিনের ভাষণে জামরা আক্বাবায়ে কুবরায় তিনি বলেন, 'আমার নিকট থেকে তোমরা হজ্জ ও কুরবানীর (مناسككم) নিয়ম-কানূনগুলো শিখে নাও। কারণ এ বছরের পর সম্ভবতঃ আমার পক্ষে আর হজ্জ করা সম্ভব হবে না।[২৭]

(৫) ১১ হিজরীর ছফর মাসের প্রথম দিকে অর্থাৎ মৃত্যুর মাসখানেক পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওহোদ প্রান্তে 'শোহাদা কবরস্থানে' গমন করেন এবং তাদের জন্য এমনভাবে দো'আ করেন যেন তিনি জীবিত ও মৃত সকলের নিকট থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করছেন। দো'আর শেষে তিনি বলেন, وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ 'আল্লাহ চাহেন তো নিশ্চয়ই সত্বর আমরা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি'।[২৮]

(৬) ওহোদের শোহাদা কবরস্থান যেয়ারত শেষে মদীনায় ফিরে এসে মসজিদে নববীতে মিম্বরে বসে সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, إِنِّى فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، إِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّىْ وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِى الآنَ، وَإِنِّىْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيْحَ الأَرْضِ، وَإِنِّىْ وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِى، وَلَكِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا وزاد بعضهم: فَتَقْتَتِلُوْا فَتُهْلِكُوْا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ- 'আমি তোমাদের আগেই চলে যাচ্ছি এবং আমি তোমাদের উপরে সাক্ষ্য দানকারী। আর তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হবে হাউয কাওছারে! আমি এখুনি আমার 'হাউয কাওছার' দেখতে পাচ্ছি। আমাকে পৃথিবীর সম্পদরাজির চাবিসমূহ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্র কসম! আমার এ ভয় নেই যে, আমার পরে তোমরা শিরকে লিপ্ত হবে। কিন্তু আমার আশংকা হয় যে, তোমরা দুনিয়া অর্জনে পরস্পরে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়বে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, অতঃপর তোমরা পরস্পরে লড়াই করবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে, যেমন তোমাদের পূর্বের লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেছে'। রাবী ওক্ববা বিন আমের (রাঃ) বলেন, আট বছর পরে (অর্থাৎ ওহোদ যুদ্ধের পরে) রাসূল (ছাঃ) এই যেয়ারত করেন মৃতদের নিকট থেকে জীবিতদের বিদায় গ্রহণকারীর ন্যায় (كالمودِّع للأحياء والأموات)।[২৯]

(৭) এরপর একদিন শেষরাতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মসজিদে নববীর অদূরে বাক্বী' গোরস্থানে গমন করেন এবং তাদেরকে সালাম দিয়ে দো'আ করেন। দো'আ শেষে তিনি বলেন, إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ 'আল্লাহ চাহেন তো সত্বর আমরা তোমাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি'। এর মাধ্যমে তিনি যেন কবরবাসীদেরকে তাঁর সত্বর আগমনের সুসংবাদ শুনালেন।[৩০]

অসুখের সূচনা :

২৯শে ছফর সোমবার বাক্বী' গোরস্থানে অনুষ্ঠিত এক জানাযা শেষে ফেরার পথে প্রচণ্ড জ্বর ও মাথাব্যথা শুরু হয়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, তাঁর মাথার রুমালের উপরেও উত্তাপ অনুভূত হচ্ছিল। দেহ এত গরম ছিল যে, হাত পুড়ে যাচ্ছিল। এতে আমি বিস্ময়বোধ করলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّا كَذَلِكَ يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلاَءُ وَيُضَعَّفُ لَنَا الأَجْرُ 'নবীগণের চাইতে কষ্ট কারু বেশী হয় না। এজন্য তাদের পুরস্কারও বেশী হয়ে থাকে'।[৩১]

এই কঠিন অসুখের মধ্যেও তিনি ১১ দিন যাবত মসজিদে এসে জামা'আতে ইমামতি করেন। তাঁর মোট অসুখের সময়কাল ছিল ১৩ অথবা ১৪ দিন।

জীবনের শেষ সপ্তাহ :

রাসূল (ছাঃ)-এর শারীরিক অবস্থার ক্রমেই অবনতি হ'তে থাকে। এ সময় তিনি বারবার স্ত্রীদের জিজ্ঞেস করতে থাকেন, أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا 'আগামীকাল আমি কোথায় থাকব? আগামীকাল আমি কোথায় থাকব'? তারা এর তাৎপর্য বুঝতে পেরে বললেন, 'আপনি যেখানে খুশী থাকতে পারেন'। তখন তিনি আয়েশার গৃহে গমন করেন।[৩২] এ সময় তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। ফযল বিন আব্বাস ও আলী ইবনু আবী তালেবের কাঁধে ভর করে অতি কষ্টে তিনি পা টিপে টিপে হাঁটছিলেন (تخط قدماه)। অতঃপর তিনি আয়েশার কক্ষে প্রবেশ করেন এবং জীবনের শেষ সপ্তাহটি সেখানেই অতিবাহিত করেন।

---

২৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬১২৯।*
২৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৬১৮।*
২৮. *মুসলিম হা/৪২৪৯, মিশকাত হা/১৭৬৪।*
২৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৫৮; বুখারী হা/১৩৪৪; মুসলিম হা/২২৯৬।*
৩০. *মুসলিম হা/৯৮৪, মিশকাত হা/১৭৬৬ 'জানায়েয' অধ্যায়।*
৩১. *ইবনু মাজাহ হা/৪০২৪, সনদ ছহীহ।*
৩২. *বুখারী হা/৪৪৫০; মিশকাত হা/৩২৩১।*

অন্য সময় আয়েশা (রাঃ) সূরা ফালাক্ব ও নাস এবং অন্যান্য দো'আ যা তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শিখেছিলেন, সেগুলি পাঠ করে ফুঁক দিয়ে বরকতের আশায় রাসূল (ছাঃ)-এর হাত তাঁর দেহে বুলিয়ে দিতেন। এ সময় তিনি সেটাই করতে চাইলেন। কিন্তু নিজের হাত টেনে নিয়ে রাসূল (ছাঃ) বললেন, اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلَى 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে রহম কর ও আমাকে সর্বোচ্চ বন্ধুর সাথে মিলিত কর'।[৩৩]

মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে :

জীবনের শেষ বুধবার।[৩৪] এদিন তাঁর দেহের উত্তাপ ও মাথাব্যথা খুব বৃদ্ধি পায়। তাতে তিনি বারবার বেহুঁশ হয়ে পড়তে থাকেন। এ অবস্থায় তিনি বললেন, তোমরা বিভিন্ন কূয়া থেকে পানি এনে আমার উপরে সাত মশক পানি ঢাল। যাতে আমি বাইরে যেতে পারি এবং লোকদের উপদেশ দিতে পারি। সেমতে পানি আনা হ'ল এবং পাথর অথবা তাম্র নির্মিত একটি বড় পাত্রের মধ্যে তাঁকে বসিয়ে তাঁর উপরে পানি ঢালা হ'ল। এক পর্যায়ে তিনি বলতে থাকেন, حَسْبُكُمْ حَسْبُكُمْ 'ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও'। অতঃপর একটু হালকা বোধ করায় তিনি মাথায় পট্টি বাঁধা অবস্থায় যোহরের প্রাক্কালে মসজিদে প্রবেশ করেন। এদিন বের হবার মূল কারণ ছিল আনছারদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখা। যেমন হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, আবুবকর ও আব্বাস (রাঃ) আনছারদের এক মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তাঁরা তাদেরকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখতে পান। তারা উভয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন যে, আমরা আমাদের সঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর উঠাবসার কথা স্মরণ করছিলাম। অতঃপর তাঁদের একজন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে আনছারদের এই অভিব্যক্তির কথা অবহিত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে চাদরের এক প্রান্ত মাথায় বাঁধা অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন ও মিম্বরে আরোহন করেন। এদিনের পর তিনি আর মিম্বরে আরোহন করেননি'।[৩৫] অতঃপর মিম্বরে বসে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন,

إِنِّيْ أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيْلٌ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِيْ خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيْلاً وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أُمَّتِيْ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً، لَكِنَّهُ أَخِيْ وَصَاحِبِيْ، إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِيْ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُوْ بَكْرٍ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ-

(১) 'আমি আল্লাহ্র নিকট দায়মুক্ত এজন্য যে, তিনি আমাকে তোমাদের মধ্যে কাউকে 'বন্ধু' (خليــــل) হিসাবে গ্রহণ করার অনুমতি দেননি। কেননা আল্লাহ আমাকে 'বন্ধু' হিসাবে গ্রহণ করেছেন। যেমন তিনি ইবরাহীমকে 'বন্ধু' হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তবে যদি আমি আমার উম্মতের মধ্যে কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম, তাহ'লে আবুবকরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম। বরং তিনি আমার ভাই ও সাথী। লোকদের মধ্যে নিজের মাল-সম্পদ ও সাহচর্য দ্বারা আমার প্রতি সর্বাধিক সহমর্মিতা দেখিয়েছেন আবুবকর। মনে রেখ, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের নবী ও নেককার লোকদের কবর সমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছিল। তোমরা যেন এরূপ করো না'। আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে নিষেধ করে যাচ্ছি'।[৩৬]

(২) আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইতিপূর্বে তিনি রোগশয্যায় বলেন, لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ 'ইহুদী-নাছারাদের উপরে আল্লাহ্র লা'নত হৌক! তারা তাদের নবীগণের কবর সমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে'।[৩৭] (৩) তিনি আরও বলেন, لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ 'তোমরা আমার কবরকে মূর্তি বানিয়ে ফেলো না, যাকে পূজা করা হয়'।[৩৮] (৪) অতঃপর মসজিদের ভাষণে তিনি বলেন, اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ 'ঐ কওমের উপরে আল্লাহ্র প্রচণ্ড ক্রোধ রয়েছে, যারা নবীগণের কবর সমূহকে সিজদাহ্র স্থানে পরিণত করেছে।[৩৯] তিনি বলেন, إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ، اَللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ- 'আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে নিষেধ করে যাচ্ছি'। দেখো, আমি কি তোমাদেরকে পৌঁছে দিলাম'? হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক'। হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক'। প্রত্যেক কথাই তিনি তিনবার করে বলেন'।[৪০]

৩৩. *বুখারী হা/৫৬৭৪।*
৩৪. *এদিন রাসূল (ছাঃ)-এর একটু সুস্থতাকে উপলক্ষ করেই বাংলাদেশে আখেরী চাহার শাম্বা' (শেষ বুধবার) নামে সরকারী ছুটি পালন করা হয়। যা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আতী প্রথা।*
৩৫. *বুখারী, মিশকাত হা/৬২১২; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৯৬১ 'সামষ্টিক ফযীলতের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ।*
৩৬. *মুসলিম হা/১২১৬; মিশকাত হা/৭১৩; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬০১০।*
৩৭. *বুখারী হা/৪৩৫-৩৬;* মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭১২।
৩৮. *মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/৭৫০, সনদ ছহীহ।*
৩৯. *মালেক, আহমাদ, মিশকাত হা/৭৫০।*
৪০. *ত্বাবারাণী, ছহীহ আত-তারগীব হা/২২৮৮।*

(৫) অতঃপর তিনি আনছারদের উচ্চ মর্যাদা বিষয়ে অছিয়ত করে বলেন, أُوْصِيْكُمْ بالأَنْصَارِ، فَإِنَّهُمْ كَرِشى وَعَيْبَتى، وَقَدْ قَضَوُا الَّذِى عَلَيْهِمْ، وَبَقِىَ الَّذِى لَهُمْ، فَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ- 'আমি তোমাদেরকে আনছারদের বিষয়ে অছিয়ত করে যাচ্ছি। তারা আমার বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ। তারা তাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ করেছে। কিন্তু তাদের প্রাপ্য বাকী রয়েছে। অতএব তোমরা তাদের উত্তমগুলি গ্রহণ কর এবং মন্দগুলি ক্ষমা করে দিয়ো'।[৪১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, 'মানুষ ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কিন্তু আনছারদের সংখ্যা কমতে থাকবে। এমনকি তাদের অবস্থা হবে খাদ্যের মধ্যে লবনের ন্যায় (كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ)। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কারু ক্ষতি বা উপকার করার মালিক হবে (অর্থাৎ নেতৃত্বে আসবে), সে যেন তাদের উত্তমগুলি গ্রহণ করে এবং মন্দগুলি ক্ষমা করে'।[৪২]

(৬) অতঃপর তিনি বলেন, إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ، وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ 'একজন বান্দাকে আল্লাহ এখতিয়ার দিয়েছেন যে, সে চাইলে দুনিয়ার জাঁকজমক সবকিছু তাকে দেওয়া হবে অথবা আল্লাহ্র নিকটে যা আছে তা সে গ্রহণ করবে। অতঃপর সে বান্দা সেটাকেই পসন্দ করেছে, যা আল্লাহ্র নিকটে রয়েছে'। একথার তাৎপর্য বুঝতে পেরে আবুবকর (রাঃ) কেঁদে উঠে বললেন, فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا 'আমাদের পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীত হৌক'।[৪৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَأَنْفُسِنَا وَأَمْوَالِنَا 'আমাদের জীবন ও সম্পদ'।[৪৪] লোকেরা এতে আশ্চর্য হয়ে গেল। কিন্তু পরে বুঝতে পেরে বলল, وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمُنَا 'আবুবকর ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি'।[৪৫]

মৃত্যুর চার দিন পূর্বে :

মৃত্যুর চারদিন পূর্বে বৃহস্পতিবার রাসূল (ছাঃ)-এর রোগযন্ত্রণা আরো বেড়ে যায়। যন্ত্রণা খুব বৃদ্ধি পেলে রাসূল (ছাঃ) বলে ওঠেন, هَلُمُّوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ 'কাগজ-কলম নিয়ে এসো! আমি তোমাদের লিখে দিই। যাতে তোমরা পরে আর পথভ্রষ্ট না হও'। উপস্থিত লোকদের মধ্যে ওমর (রাঃ) বললেন, قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ 'তাঁর উপরে এখন রোগ যন্ত্রণা বেড়ে গেছে। তোমাদের নিকটে কুরআন রয়েছে। তোমাদের জন্য আল্লাহ্র কেতাবই যথেষ্ট'। এতে গৃহবাসীদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। কেউ কাগজ-কলম আনতে চান। কেউ নিষেধ করেন। ফলে এক পর্যায়ে রাসূল (ছাঃ) বললেন, قُوْمُوْا عَنِّىْ 'তোমরা এখান থেকে চলে যাও'।[৪৬]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মৃত্যুকালীন রোগশয্যায় আমাকে বললেন, তোমার পিতা আবুবকর ও তোমার ভাই (আব্দুর রহমান)-কে আমার কাছে ডেকে আন। আমি তাদেরকে বিশেষ একটি লেখা লিখিয়ে দেব। কেননা আমার ভয় হচ্ছে, কোন উচ্চাভিলাষী (খেলাফতের) উচ্চাকাংখা পোষণ করতে পারে এবং কোন ব্যক্তি দাবী করতে পারে যে, আমিই (খেলাফতের) অধিক হকদার। অথচ সে তার হকদার নয়। না, আল্লাহ ও ঈমানদারগণ আবুবকর ব্যতীত অন্য কাউকে (খলীফা হিসাবে) মেনে নিবে না'।[৪৭]

তিনটি অছিয়ত :

অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সবাইকে তিনটি অছিয়ত করেন।

(১) ইহুদী, নাছারা ও মুশরিকদের আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দিয়ো।

(২) প্রতিনিধিদলের সম্মান ও আপ্যায়ন অনুরূপভাবে করো, যেভাবে আমি করতাম।[৪৮]

(৩) তৃতীয় অছিয়তটির কথা রাবী সুলায়মান আল-আহওয়ালের বর্ণনায় আসেনি।[৪৯] তবে ছহীহ বুখারীর

৪১. *বুখারী হা/৩৭৯৯; মিশকাত হা/৬২১২।*
৪২. *বুখারী, মিশকাত হা/৬২১৩।*
৪৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৫৭।*
৪৪. *দারেমী হা/৭৭, আবু সাঈদ খুদরী হতে, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৫৯৬৮ 'মক্কা হ'তে ছাহাবীগণের হিজরত ও রাসূলের ওফাত' অনুচ্ছেদ।*
৪৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৫৭।*

৪৬. *বুখারী, হা/৭৩৬৬, উম্মুল ফযল হতে ২/৬৩৭ পৃঃ; মিশকাত হা/৫৯৬৬ 'মক্কা হ'তে ছাহাবীগণের হিজরত ও রাসূলের ওফাত' অনুচ্ছেদ; এই ঘটনা থেকে শী'আরা অনুমান করেন যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) হযরত আলীর নামে 'খিলাফত' লিখে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ওমর (রাঃ) সেটা হতে দেননি। অতএব আবুবকর, ওমর, ওছমান সবাই তাদের দৃষ্টিতে অন্যায়ভাবে খেলাফত ছিনতাইকারী এবং কাফের (নাঊযুবিল্লাহ)। এজন্য ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাবী সুলায়মান আল-আহওয়ালের সামনে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, يوم الخميس وما يوم الخميس। বৃহস্পতিবার, হায় বৃহস্পতিবার! মদীনার শ্রেষ্ঠ সপ্ত ফক্বীহ্র অন্যতম ওবায়দুল্লাহ বিন উৎবাহ বিন মাসঊদ বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) উক্ত ঘটনা স্মরণ করে প্রায়ই বলতেন, إن الرزيئة كل الرزيئة হায় বিপদ চরম বিপদ, যা লোকদের শোরগোল ও রাসূলের অছিয়ত লিখে দেওয়ার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল' (ঐ, মিশকাত হা/৫৯৬৬; বঙ্গানুবাদ হা/৫৭১৪)। অথচ আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) যদি লিখতেন, তবে সেটা আবুবকর (রাঃ)-এর নামেই লিখতেন।*
৪৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৬০১২; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭৬৭ 'আবুবকরের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।*
৪৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪০৫২, ৪০৫৩, ৫৯৬৬।*

'অছিয়ত সমূহ' অধ্যায়ে আব্দুল্লাহ বিন আবী আওফা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, সেটি ছিল আল্লাহ্র কিতাবকে আঁকড়ে ধর।[৫০]

সর্বশেষ ইমামতি :

এদিন বৃহস্পতিবার মাগরিবের ছালাতের ইমামতিই ছিল তাঁর জীবনের সর্বশেষ ইমামতি। অসুখ সত্ত্বেও তিনি এযাবত প্রতি ওয়াক্ত ছালাতে ইমামতি করেছেন। মৃত্যুর চারদিন পূর্বে সর্বশেষ এই ইমামতিতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সূরা মুরসালাত পাঠ করেন'। যার সর্বশেষ আয়াত ছিল فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ 'এর পরে কোন্ বাণীর উপরে তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করবে'? *(মুরসালাত ৭৭/৫০)*। অর্থাৎ কুরআনের পরে তোমরা আর কোন্ কালামের উপরে ঈমান আনবে? এর দ্বারা যেন এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের আহ্বানের সাথে সাথে উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রতি আমার জীবনের সর্বশেষ অছিয়ত হ'ল, সর্বাবস্থায় তোমরা কুরআনের বিধান মেনে চলবে। কোন অবস্থাতেই কুরআনকে হাতছাড়া করবে না।[৫১]

এশার ছালাতের জন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তিনবার ওযূ করেন ও তিনবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে আবুবকর (রাঃ)-কে ইমামতি করার নির্দেশ পাঠান। এরপর থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত আবুবকর (রাঃ) একটানা **১৭** ওয়াক্ত ছালাতের ইমামতি করেন। লোকেরা খারাব ধারণা করবে মনে করে আয়েশা (রাঃ) তিন থেকে চারবার তার পিতার ইমামতির ব্যাপারে আপত্তি তুলে অন্যকে ইমামতির দায়িত্ব প্রদানের অনুরোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) উক্ত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, إِنَّكُـنَّ صَـوَاحِبُ يُوْسُفَ، مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُـصَلِّ بِالنَّـاسِ 'তোমরা ইউসুফের সহচরীদের মত হয়ে গেছ। আবুবকরকে বলে দাও যেন ছালাতে ইমামতি করে'।[৫২] অর্থাৎ যুলায়খা ও তার সহচরী মহিলারা যেভাবে ইউসুফকে অন্যায় কাজে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিল, তোমরাও তেমনি আমাকে আবুবকরকে বাদ দিয়ে অন্যকে ইমামতি করার মত অন্যায় নির্দেশ দানে প্ররোচিত করতে চাও? এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ খেলাফতের জন্য আবুবকরের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) সেটা বুঝতে পেরেই সম্ভবতঃ তাঁর নাম খলীফা হিসাবে প্রস্তাব করেছিলেন এবং সাথে সাথেই সর্বসম্মতভাবে তা গৃহীত ও অভিনন্দিত হয়। তাছাড়া তাঁর তুলনীয় ব্যক্তিত্ব উম্মতের মধ্যে তখনও কেউ ছিল না। ভবিষ্যতেও হবে না।

মৃত্যুর দুই বা একদিন পূর্বে :

শনি অথবা রবিবারে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কিছুটা হালকা বোধ করেন। এমতাবস্থায় তিনি আব্বাস ও আলী (রাঃ)-এর কাঁধে ভর করে মসজিদে আগমন করেন। তখন আবুবকর (রাঃ)-এর ইমামতিতে যোহরের জামা'আত শুরু হয়েছিল। রাসূল (ছাঃ)-এর আগমন টের পেয়ে আবুবকর (রাঃ) পিছিয়ে আসার উদ্যোগ নিতেই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করলেন। অতঃপর রাসূলকে আবুবকর (রাঃ)-এর বামপাশে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। তিনি তখন রাসূল (ছাঃ)-এর ইক্বতেদা করতে থাকেন এবং লোকদেরকে তাকবীর শুনাতে থাকেন'।[৫৩]

মৃত্যুর একদিন পূর্বে :

মৃত্যুর পূর্বদিন রবিবার ঘরে তখন মাত্র কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। তিনি তার সবই ছাদাক্বা করে দিলেন। অথচ ঐদিন সন্ধ্যায় আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে বাতি জ্বালানোর মত তৈল ছিল না। ফলে প্রতিবেশীর নিকট থেকে তৈল ধার করে আনতে হয়।[৫৪] ঐ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর লৌহবর্মটি এক ইহুদীর নিকটে ৩০ ছা' (৭৫ কেজি) যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল।[৫৫]

পরিত্যক্ত সম্পদ :

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় ওফাতের পর দীনার-দেরহাম, বকরী-উট কিছুই রেখে যাননি। তিনি কোন কিছুর অছিয়তও করে যাননি।[৫৬] আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, (আমার মৃত্যুর পর) আমার ওয়ারিছগণ কোন দীনার ভাগ-বণ্টন করবে না। আমি যা রেখে যাব (অর্থাৎ বনু নাযীরের ফাই এবং খায়বরের ফিদক খেজুর বাগান) বিবিদের খোরপোষ এবং আমার আমেল (অর্থাৎ সরকারী দায়িত্বশীল)-এর ব্যয় নির্বাহের পর তা সবই ছাদাক্বা হবে।[৫৭] আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ لاَنُوْرِثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ. 'আমরা নবীগণ কোন ওয়ারিছ রেখে যাই না। যা কিছু আমরা ছেড়ে যাই, সবই (উম্মতের জন্য) ছাদাক্বা হয়ে যায়'।[৫৮]

জীবনের শেষ দিন :

সোমবার ফজরের জামা'আত চলা অবস্থায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঘরের পর্দা উঠিয়ে একদৃষ্টে মসজিদের জামা'আতের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এতে তাঁর চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং ঠোঁটে মুচকি হাসির রেখা ফুটে ওঠে। রাবী

---

৪৯. বুখারী হা/৩১৬৮।
৫০. বুখারী হা/২৭৪০।
৫১. অথচ উম্মতে মুহাম্মাদী এখন কুরআন ছেড়ে জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে নিজেদের মনগড়া বিধান সমূহের অনুসরণ করছে।
৫২. বুখারী, হা/৬৭৯ 'আযান' অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-৪৬।
৫৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৪০।
৫৪. আহমাদ, ত্বাবারাণী, ইবনু হিব্বান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৫৩।
৫৫. বুখারী হা/২৯১৬, মিশকাত হা/২৮৮৫ 'বন্ধক' অনুচ্ছেদ।
৫৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯৬৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭২১।
৫৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৬৬; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭২৩।
৫৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৬৭; বঙ্গানুবাদ হা/৫৭২৪; নাসাঈ হা/৬৩০৯; কানযুল উম্মাল হা/৩৫৬০০।

আনাস বিন মালেকের ভাষায় 'ঐ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা ছিল যেন 'কুরআনের পাতা' ('وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ') 'রাসূল (ছাঃ)-এর জামা'আতে আসার আগ্রহ বুঝতে পেরে আবুবকর (রাঃ) পিছিয়ে আসতে চান। কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ইশারায় তাঁকে থামিয়ে দেন এবং দরজার পর্দা ঝুলিয়ে দেন'।[৫৯] মৃত্যুপথযাত্রী পূত-পবিত্র রাসূল (ছাঃ)-এর শুচিশুদ্ধ আলোকময় চেহারা যেন পরম পবিত্র সত্যসন্ধ কুরআনের কনকোজ্জ্বল পৃষ্ঠার ন্যায় দীপ্ত ও জ্যোতির্ময় দেখাচ্ছিল। আনাস (রাঃ)-এর এই অপূর্ব তুলনা সত্যিই কতই না সুন্দর কতই না মনোহর।

ছালাতের পাগল রাসূল (ছাঃ)-এর ভাগ্যে যোহরের ওয়াক্ত আসার সুযোগ আর হয়নি।...

এরপর সূর্য কিছুটা উপরে উঠলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রাণপ্রিয় কন্যা ফাতেমাকে কাছে ডাকেন এবং কানে কানে কিছু কথা বলেন। তাতে তিনি কাঁদতে থাকেন। পরে তাকে আবার ডাকেন এবং কানে কানে কিছু কথা বলেন। তাতে তিনি হেসে ওঠেন। প্রথমবারে রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন যে, এই অসুখেই আমার মৃত্যু ঘটবে। তাতে তিনি কাঁদেন। দ্বিতীয়বারে তিনি বলেন যে, পরিবারের মধ্যে তুমিই প্রথম আমার সাথে মিলিত হবে (অর্থাৎ তোমার মৃত্যু হবে)। তাতে তিনি হাসেন।[৬০] এই সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাঁকে سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ 'জান্নাতী মহিলাদের নেত্রী' হবার সুসংবাদ দান করেন।[৬১] এই সময় রাসূল (ছাঃ)-এর রোগ-যন্ত্রণার কষ্ট দেখে ফাতেমা (রাঃ) বলে ওঠেন, وَاكَرْبَاهُ 'হায় কষ্ট'! রাসূল (ছাঃ) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, لَيْسَ عَلَى أَبِيْكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ 'আজকের দিনের পরে তোমার পিতার আর কষ্ট নেই'।[৬২]

অতঃপর তিনি হাসান ও হোসায়েনকে ডাকেন। তাদেরকে আদর করে চুমু দেন ও তাদেরকে সদুপদেশ দেন। উভয়ের বয়স তখন যথাক্রমে ৮ ও ৭ বছর। এরপর স্ত্রীগণকে ডাকলেন ও তাদেরকে বিভিন্ন উপদেশ দেন। এ সময় তাঁর রোগ-যন্ত্রণা তীব্র আকার ধারণ করে। তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে আয়েশা! খায়বরে যে বিষমিশ্রিত খাদ্য আমি খেয়েছিলাম, সে বিষের প্রভাবে আমার শিরা-উপশিরা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে'।[৬৩] উল্লেখ্য যে, ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে খায়বর বিজয়কালে ইহুদী বনু নাযীর নেতা সাল্লাম বিন মিশকামের স্ত্রী যয়নব বিনতুল হারেছ তাঁকে দাওয়াত দিয়ে বকরীর ভুনা রানের বিষমিশ্রিত গোশত খেতে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই গোশত মুখে দিয়ে চিবানোর পর না গিলে ফেলে দেন (فَلَمْ يُسِغْهَا، وَلَفَظَهَا) এবং বলেন, এই হাড্ডি আমাকে বলছে যে এতে বিষ মিশানো আছে'।[৬৪] অতঃপর তিনি উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ 'ছালাত ছালাত এবং তোমাদের দাস-দাসী' অর্থাৎ ছালাত ও স্ত্রীজাতির বিষয়ে তোমরা সর্বাধিক খেয়াল রেখো'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একথাটি তিনি বারবার পুনরাবৃত্তি করেন'। আনাস (রাঃ) বলেন, এটিই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর সর্বশেষ অছিয়ত'।[৬৫]

মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু :

এরপর মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হ'ল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্ত্রী আয়েশার বুকে ও কাঁধে ঠেস দিয়ে বসা অবস্থায় ছিলেন পাশে রাখা পাত্র থেকে নিজ হাতে পানি উঠিয়ে মুখে মারছিলেন আর বলছিলেন, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যুর রয়েছে কঠিন যন্ত্রণা সমূহ'।[৬৬] এমন সময় আয়েশা (রাঃ)-এর ভাই আব্দুর রহমান (রাঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন, তার হাতে কাঁচা মিসওয়াক দেখে সেদিকে রাসূল (ছাঃ)-এর দৃষ্টি গেল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তাঁর আগ্রহ বুঝতে পেরে তার অনুমতি নিয়ে মিসওয়াকটি চিবিয়ে নরম করে তাঁকে দিলাম। তখন তিনি সুন্দরভাবে মিসওয়াক করলেন ও পাশে রাখা পাত্রে হাত ডুবিয়ে মুখ ধৌত করলেন। এমন সময় তিনি ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে এবং হাত উঁচু করে বলতে থাকলেন,

مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الأَعْلَى-

'হে আল্লাহ! নবীগণ, ছিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং নেককার ব্যক্তিগণ যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ, আমাকে তাদের সাথী করে নাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর এবং আমাকে আমার সর্বোচ্চ বন্ধুর সাথে মিলিত কর। হে আল্লাহ! আমার সর্বোচ্চ বন্ধু!' আয়েশা (রাঃ) বলেন, শেষের

---

৫৯. *বুখারী হা/৬৮০ 'আযান' অধ্যায়-১০, অনুচ্ছেদ-৪৬।*

৬০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬১২৯; রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর মাত্র ছয়মাস পরে ১১ হিজরী ৩রা রামাযান মঙ্গলবার ফাতেমা (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় তার বয়স ছিল মাত্র ৩০ অথবা ৩৫ বছর। তিনি হাসান, হোসায়েন, উম্মে কুলছুম ও যয়নব নামে দু'পুত্র ও দু'কন্যা সন্তান রেখে যান।*

৬১. *বুখারী হা/৩৬২৪; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬১২৯ কোন কোন বর্ণনায় বুঝা যায় যে, এই সুসংবাদ তাকে শেষ দিন নয় বরং শেষ সপ্তাহে দেওয়া হয়'।*

৬২. *বুখারী হা/৪৪৬২; মিশকাত হা/৫৯৬১।*

৬৩. *বুখারী, মিশকাত হা/৫৯৬৫।*

৬৪. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৩৩৭-৩৮; আলবানী, ফিক্বহুস সীরাহ ৩৪৭ পৃঃ।*

৬৫. *ইবনু মাজাহ হা/২৬৯৭; আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৩৩৫৬।*

৬৬. *বুখারী হা/৪৪৪৯; মিশকাত হা/৫৯৫৯।*

কথাটি তিনি তিনবার বলেন। অতঃপর তাঁর হাত এলিয়ে পড়ল, দৃষ্টি নিথর হয়ে গেল'। তিনি সর্বোচ্চ বন্ধুর সাথে মিলিত হ'লেন।[৬৭] আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার উপর আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার ঘরে, আমার পালার দিন এবং আমার বুক ও গলার মধ্যে হেলান দেওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। আর তাঁর মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আল্লাহ আমার মুখের লালার সাথে তাঁর মুখের লালা মিলিয়ে দিয়েছেন।...[৬৮]

আয়েশা (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, যখন মৃত্যু ঘনিয়ে এল, এমতাবস্থায় তাঁর মাথা ছিল আমার রানের উপর, তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তারপর হুঁশ ফিরে এল। তখন তিনি ছাদের দিকে চক্ষু নিবদ্ধ করলেন। অতঃপর বললেন, اَللَّهُمَّ الرَّفِيْقَ الأَعْلَي 'হে আল্লাহ! হে সর্বোচ্চ বন্ধু!! আর এটাই ছিল তাঁর শেষ কথা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এর দ্বারা আমি বুঝলাম, এখন তিনি আর আমাদের পসন্দ করবেন না। বুঝলাম, যে কথা তিনি সুস্থ অবস্থায় বলতেন, সেটাই ঠিক হ'ল। তা এই যে, لَنْ يُّقْبَضَ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّــرُ কোন নবী মৃত্যুবরণ করেন না, যতক্ষণ না জান্নাতে তাঁর ঠিকানা দেখানো হয়। অতঃপর তাঁকে এখতিয়ার দেওয়া হয় দুনিয়ায় বেঁচে থাকার অথবা মৃত্যুবরণ করে জান্নাতে যাওয়ার'। আমি বুঝলাম যে, তিনি আখেরাতকেই পসন্দ করলেন।[৬৯]

মৃত্যু :

দিনটি ছিল **১১** হিজরী **১২** রবীউল আউয়াল সোমবার[৭০] মোতাবেক ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৬ জুন। সূর্য অধিক গরম হওয়ার সময় (حين اشتدت الضحي) অর্থাৎ **১০/১১** টার সময়। এ দিন তাঁর বয়স হয়েছিল চান্দ্রবর্ষ হিসাবে ৬৩ বছর[৭১] ৪ দিন।[৭২]

মৃত্যুতে শোকাবহ প্রতিক্রিয়া :

রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুতে শোকাতুর কন্যা ফাতেমা বলে ওঠেন,

يَا أَبَتَاهْ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبَتَاهْ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، يَا أَبَتَاهْ إِلَى جِبْرِيْلَ نَنْعَاهْ–

হায় আব্বা! যিনি প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। হায় আব্বা! জান্নাতুল ফেরদৌসে যার ঠিকানা। হায় আব্বা! জিব্রীলকে আমরা তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানাচ্ছি'।[৭৩]

সাধারণভাবে ছাহাবীগণের অবস্থা ছিল এই যে, তাঁরা তাঁদের প্রাণপ্রিয় রাসূল (ছাঃ)-এর বিয়োগব্যথা সহ্য করতে পারছিলেন না। অনেকে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকেন। অনেকে জঙ্গলে চলে যান। ওমর ফারূক (রাঃ) হতবুদ্ধি হয়ে বলতে থাকেন, কিছু মুনাফিক রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর কথা রটনা করছে। আল্লাহ্র কসম! তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। বরং স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে গমন করেছেন। যেমন মূসা (আঃ) নিজ সম্প্রদায় থেকে ৪০ দিন অনুপস্থিত থাকার পর পুনরায় ফিরে এসেছিলেন। তিনি বলেন,

وَاللهِ لَيَرْجِعَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا رَجَــعَ مُوسَى، فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ زَعَمُوا أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ

'আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) অবশ্যই ফিরে আসবেন এবং ঐসব লোকের হাত-পা কেটে দেবেন, যারা ধারণা করছে যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন'।[৭৪]

আবুবকর (রাঃ)-এর ধৈর্যশীল ভূমিকা :

শোকাহত ছাহাবায়ে কেরামের দিশাহারা অবস্থার মধ্যে ধৈর্য ও স্থৈর্যের মূর্তপ্রতীক হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) শহরের 'সালা' (الســلع) পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত স্বীয় গৃহ থেকে বের হয়ে ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত আগমন করেন। ঘোড়া হ'তে অবতরণ করে তিনি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন। অতঃপর কাউকে কিছু না বলে সোজা কন্যা আয়েশার গৃহে গমন করেন। এ সময় রাসূল (ছাঃ)-এর দেহ একটি জরিদার ইয়ামনী চাদর (ثوب حــبرة) দ্বারা আবৃত ছিল। তিনি গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর মুখের কাপড় সরিয়ে চুম্বন করলেন ও কেঁদে ফেললেন। অতঃপর বললেন, بِأَبِى أَنْــتَ وَأُمِّــىْ، وَاللهِ لاَ يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِى كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَــا 'আপনার উপরে আমার পিতা-মাতা উৎসর্গীত হৌন! আল্লাহ আপনার উপরে দু'টি মৃত্যুকে একত্রিত করবেন না। অতঃপর যে মৃত্যু আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল, তা সম্পন্ন হয়ে গেছে'। অতঃপর তিনি ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। এমন সময় ওমর (রাঃ) সম্ভবতঃ স্বীয় বক্তব্যের পক্ষে লোকদের কিছু বলছিলেন। আবুবকর (রাঃ) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ওমর বস'। কিন্তু তিনি বসলেন না। অতঃপর তিনি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন। লোকেরা সব

৬৭. *বুখারী হা/৪৫৮৬, ৫৬৭৪, মিশকাত হা/৫৯৫৯-৬০; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭০৭-০৮।*
৬৮. *বুখারী, মিশকাত হা/৫৯৫৯; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭০৭।*
৬৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৬৪; দারেমী, মিশকাত হা/৫৯৬৮।*
৭০. *বুখারী হা/১৩৮৭।*
৭১. *বুখারী হা/৩৫৩৬।*
৭২. *সুলায়মান মানছূরপুরীর হিসাব মতে; দ্রঃ ঐ, রহমাতুল্লিল আলামীন ১/২৫১।*
৭৩. *বুখারী, মিশকাত হা/৫৯৬১।*
৭৪. *বুখারী হা/৩৬৬৭, ইবনে হিশাম, ২/৬৫৫ পৃঃ, আর-রাহীক্ব ৪৬৮ পৃঃ।*

ওমরকে ছেড়ে তাঁর সাথে সাথে মসজিদে এলো। তখন আবুবকর (রাঃ) লোকদের উদ্দেশ্যে দেওয়া সংক্ষিপ্ত ভাষণের শুরুতে হামদ ও ছানার পর রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করলেন। অতঃপর গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন,

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ، قَالَ اللهُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِيْنَ-

‘অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের পূজা করে, সে জেনে রাখুক যে, মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র পূজা কর, সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব ও অমর। আল্লাহ বলেছেন, ‘মুহাম্মাদ একজন রাসূল ব্যতীত কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল গত হয়ে গেছেন। এক্ষণে যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তাহ’লে তোমরা কি পিছনপানে ফিরে যাবে? যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ফিরে যাবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। সত্বর আল্লাহ তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের পুরস্কৃত করবেন’ *(আলে ইমরান ৩/১৪৪)*।[৭৫]

আবুবকর (রাঃ)-এর উক্ত ভাষণ শোনার পর সকলে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেলেন এবং ধৈর্য ধারণ করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে ব্যাপৃত হ’লেন। হযরত ওমর (রাঃ) আবুবকরের ভাষণ শুনে বসে পড়েন এবং বলেন, আমার মনে হচ্ছিল এই আয়াতগুলি এইমাত্র নাযিল হ’ল এবং আমি নিশ্চিত হ’লাম যে, রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন’[৭৬]

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, مَا رَأَيْتُ يَوْماً قَطُّ كَانَ أَحْسَنَ وَلاَ أَضْوَأَ مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا رَأَيْتُ يَوْماً كَانَ أَقْبَحَ وَلاَ أَظْلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فِيهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم- ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেদিন আমাদের নিকটে আগমন করেছিলেন, সেদিনের চাইতে সুন্দর ও উজ্জ্বলতম দিন আমি দেখিনি। পক্ষান্তরে যেদিন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন, সেদিনের চাইতে মন্দ ও অন্ধকারতম দিন আমি আর দেখিনি’।[৭৭]

গোসল ও কাফন :

সোমবার দিনভর রাসূল (ছাঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত নেতা বা ‘খলীফা’ নির্বাচনে ব্যয় হয়ে যায়। ছাক্বীফায়ে বনী সা‘এদায় সর্বসম্মতভাবে হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) উম্মতের খলীফা নির্বাচিত হন। পরদিন মঙ্গলবার সকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে গোসল দেওয়া হয়। এই সময় পর্যন্ত রাসূল (ছাঃ)-এর দেহ মুবারক একটি জরিদার ইয়ামনী চাদর দ্বারা আবৃত রাখা হয় এবং তাঁর কক্ষ ভিতর থেকে তাঁর পরিবারের সদস্যগণ বন্ধ করে রাখেন।

গোসলের সময় রাসূল (ছাঃ)-এর পরিহিত কাপড় খোলা হয়নি। গোসলের কাজে অংশ নেন রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস ও তাঁর দুই পুত্র ফযল ও কাছাম (قثم) এবং রাসূল (ছাঃ)-এর মুক্ত দাস শাকুরান (شـــقران), উসামা বিন যায়েদ ও আওস বিন খাওলী এবং হযরত আলী (রাঃ)।

আওস বিন খাওলী রাসূল (ছাঃ)-এর দেহ মুবারক নিজের বুকের উপরে ঠেস দিয়ে রাখনে। হযরত আব্বাস ও তাঁর পুত্রদ্বয় তাঁর দেহের পার্শ্ব পরিবর্তন করে দেন। উসামা ও শাকুরান পানি ঢালেন এবং হযরত আলী রাসূল (ছাঃ)-এর দেহ ধৌত করেন।

এভাবে গোসল সম্পন্ন হওয়ার পর তিনটি ইয়ামনী সাদা চাদর দিয়ে কাফন পরানো হয়। যার মধ্যে ক্বামীছ ও পাগড়ী ছিল না।[৭৮]

দাফন :

দাফন কোথায় হবে এ নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়। তখন আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) এসে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ শুনান- إِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ مَا قُبِضَ نَبِىٌّ إِلاَّ دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ ‘আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, নবীগণ যেখানে মৃত্যুবরণ করেন, সেখানেই কবরস্থ হন’।[৭৯] এ হাদীছ শোনার পর সকল মতভেদের অবসান হয়। ছাহাবী আবু ত্বালহা রাসূল (ছাঃ)-এর বিছানা উঠিয়ে নেন। অতঃপর সেখানেই ‘লাহাদ’ (لحـــد) অর্থাৎ পাশখুলী কবর খনন করা হয়।

জানাযা :

ঘরের মধ্যে খননকৃত কবরের পাশেই লাশ রাখা হয়। অতঃপর আবুবকর (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমে দশ দশজন করে ভিতরে গিয়ে জানাযা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। জানাযায় কোন ইমাম ছিল না। প্রথমে রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবার-পরিজন, অতঃপর মুহাজিরগণ, অতঃপর আনছারগণ জানাযা আদায় করেন। এভাবে পুরুষ, মহিলা ও বালকগণ পরপর জানাযা পড়েন। জানাযার এই দীর্ঘ প্রক্রিয়া মঙ্গলবার সারা দিন ও রাত পর্যন্ত জারি থাকে। ফলে বুধবার রাতের মধ্যভাগে দাফনের কার্য সম্পন্ন হয়। মানছূরপুরী বলেন, ইসলামী ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী সন্ধ্যার পরেই দিন শেষ হয়ে যায় এবং পরের দিন শুরু হয়। সেকারণ মঙ্গলবার ও বুধবারের মতভেদ দূর করার জন্য আমরা ঘণ্টার আশ্রয়

৭৫. *বুখারী হা/১২৪২*
৭৬. *বুখারী হা/৩৬৬৮; ইবনে মাজাহ হা/১৬২৭।*
৭৭. *দারেমী, মিশকাত হা/৫৯৬২, সনদ ছহীহ।*
৭৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৩৫।*
৭৯. *ইবনু মাজাহ হা/১৬৯৬।*

নিয়েছি। সে হিসাবে মৃত্যুর প্রায় ৩২ ঘণ্টা পরে রাসূল (ছাঃ)-এর দাফন কার্য সম্পন্ন হয়।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'লাগাতার জানাযা চলতে থাকায় আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর দাফনের বিষয়ে জানতে পারিনি। তবে বুধবার রাতের মধ্যভাগে আমরা দাফন কার্যের শব্দ শুনতে পাই'। এভাবেই ৬৩ বছরের পবিত্র জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। *ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*।

রাসূল-পরিবার : যাদেরকে তিনি ছেড়ে যান :

স্ত্রীগণ : বিভিন্ন সময়ে রাসূল (ছাঃ)-এর মোট **১১** জন স্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে হযরত খাদীজা ও যয়নব বিনতে খুযায়মা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন। বাকী ৯জন স্ত্রী যথাক্রমে হযরত সওদা, আয়েশা, হাফছাহ, উম্মে সালামাহ, যয়নব বিনতে জাহাশ, জুওয়াইরিয়াহ, উম্মে হাবীবাহ, ছাফিয়াহ ও মায়মূনা (রাঃ)-কে তিনি মৃত্যুকালে ছেড়ে যান।

সন্তানাদি : কেবলমাত্র প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজার গর্ভে তাঁর দুই পুত্র ক্বাসেম ও আব্দুল্লাহ এবং চার কন্যা যয়নব, রুক্বাইয়া, উম্মে কুলছূম ও ফাতেমা- এই ছয় সন্তানের মধ্যে কেবল ফাতেমা ব্যতীত সকলেই রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন। হযরত ফাতেমা রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৬ মাস পরে মাত্র ৩০ বা ৩৫ বছর বয়সে **১১** হিজরীর ৩রা রামাযানে মৃত্যুবরণ করেন। দুই পুত্র হাসান, হোসায়েন এবং দুই কন্যা উম্মে কুলছূম ও যয়নবকে তিনি রেখে যান। রাসূল (ছাঃ)-এর বংশধারা এঁদের মাধ্যমেই জারি থাকে। অন্য কোন স্ত্রী থেকে রাসূল (ছাঃ) কোন সন্তান লাভ করেননি। তবে মিসর রাজ মুক্বাউকাস প্রেরিত উপঢৌকন হিসাবে প্রাপ্ত দাসী মারিয়া ক্বিবতিয়ার গর্ভ থেকে সর্বশেষ ও তৃতীয় পুত্র ইবরাহীমের জন্ম হয়। কিন্তু ১০ম হিজরীর ২৯ শাওয়াল সোমবার মাত্র ১৮ মাস বয়সে মদীনায় তাঁর মৃত্যু হয় (২৭ জানুয়ারী ৬৩২ খৃঃ)।

এক নযরে উম্মাহাতুল মুমিনীন

১. হযরত খাদীজাতুল কুবরা বিনতে খুওয়াইলিদ : বিবাহকালে রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ২৫, তাঁর বয়স ৪০, মৃত্যুকালে বয়স ৬৫, মৃত্যুকাল- ১০ নববীসন, মৃত্যুর স্থান- মক্কা, রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে দাম্পত্যকাল- প্রায় ২৫ বছর।

জ্ঞাতব্য : পূর্বে তিনি দুই স্বামী হারান। ২য় স্বামীর ঔরসে তাঁর গর্ভজাত ৩ পুত্র ছিলেন। যারা সবাই ছাহাবী ছিলেন রাসূল (ছাঃ) ছিলেন তাঁর তৃতীয় স্বামী এবং রাসূল (ছাঃ)-এর তিনি ছিলেন প্রথমা স্ত্রী। তিনি বেঁচে থাকা অবধি রাসূল (ছাঃ) দ্বিতীয় বিয়ে করেননি।

২. সওদা বিনতে যাম'আহ : রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ৫০, তাঁর বয়স ৫০, বিবাহসন ১০ নববীবর্ষ, মৃত্যুসন ১৯ হিঃ, বয়স ৭২, মৃত্যুর স্থান- মদীনা, রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে দাম্পত্যকাল- ১৪ বছর।

জ্ঞাতব্য : প্রথমে ইনি ইসলাম কবুল করেন। পরে তাঁর উৎসাহে স্বামী সাকরান বিন আমর মুসলমান হন। অতঃপর উভয়ে হাবশায় হিজরত করেন। সাকরান সেখানে মৃত্যুবরণ করলে সন্তান নিয়ে তিনি চরম বিপদে পড়েন। একই সময়ে খাদীজাকে হারিয়ে বিপদগ্রস্ত রাসূল (ছাঃ) সংসারে সুপটু সওদাকে বিয়ে করেন ও তার হাতে সদ্য মাতৃহারা সন্তানদের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ৫টি। তন্মধ্যে ১টি বুখারীতে ও ৪টি সুনানে।

৩. আয়েশা বিনতে আবুবকর : রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ৫৪, স্বামীগৃহে আগমনের বয়স-৯, বিবাহ সন ১ হিজরী, মৃত্যুসন-৫৭হিঃ, বয়স- ৬৩; মৃত্যুর স্থান- মদীনা; দাম্পত্যকাল-৯ বছর।

জ্ঞাতব্য : ইনিই একমাত্র কুমারী স্ত্রী ছিলেন। কোন সন্তানাদি হয়নি। রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আবুবকর (রাঃ) এই বিবাহ দেন। নবীপত্নীগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতী। তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ২২১০টি। তন্মধ্যে ১৭৪টি মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ৫৪টি এককভাবে বুখারী ও ৬৭টি এককভাবে মুসলিম।

৪. হাফছাহ বিনতে ওমর : রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ৫৫, তাঁর বয়স ২২, বিবাহ সন ৩ হিজরী; মৃত্যুসন-৪১হিঃ, বয়স-৫৯; মৃত্যুর স্থান মদীনা; দাম্পত্য কাল- ৮ বছর।

জ্ঞাতব্য : তাঁর স্বামী খুনায়েস বিন ওযাফাহ প্রথমে হাবশা ও পরে মদীনায় হিজরত করেন। বদর ও ওহোদ যুদ্ধে শরীক ছিলেন। ওহোদে যখমী হয়ে মারা যান। পরে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হাফছার বিয়ে হয়। তিনি মোট ৬০টি হাদীছ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে মুত্তাফাক্ব আলাইহ ৪, এককভাবে মুসলিম ৬। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) তাঁর সহোদর ভাই ছিলেন।

৫. যয়নব বিনতে খুযায়মা : রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ৫৫; তাঁর বয়স প্রায় ৩০; বিবাহ সন ৩ হিজরী; মৃত্যুসন- ৩হিঃ বয়স-৩০; মৃত্যুর স্থান মদীনা; দাম্পত্যকাল- ৩ মাস।

জ্ঞাতব্য : পরপর দুই স্বামী হারিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর ফুপাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাহশের সাথে তৃতীয় বিবাহ হয়। কিন্তু তিনি ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হলে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে চতুর্থ বিবাহ হয়। গরীবের মা হিসাবে তিনি 'উম্মুল মাসাকীন' নামে খ্যাত ছিলেন।

৬. উম্মে সালামাহ : রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ৫৬; তাঁর বয়স ২৬; বিবাহ সন ৪ হিঃ; মৃত্যুসন ৬০ হিঃ; বয়স ৮০ বছর; মৃত্যুর স্থান মদীনা; দাম্পত্যকাল- ৭ বছর।

জ্ঞাতব্য : রাসূল (ছাঃ)-এর আপন ফুপাতো ভাই আবু সালামাহ্র স্ত্রী ছিলেন। উভয়ে হাবশায় হিজরত করেন। বদর ও ওহোদ যুদ্ধে শরীক হন। ওহোদে যখমী হয়ে স্বামী শাহাদাত বরণ করেন। দুই ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহিত হন। তাঁর দূরদর্শিতাপূর্ণ পরামর্শ হোদায়বিয়ার ঘটনায় খুবই ফলপ্রসু হয়েছিল। তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ৩৭৮, তন্মধ্যে মুত্তাফাক্ব আলাইহ -১৩, এককভাবে বুখারী-৩, মুসলিম-১৩।

৭. যয়নব বিনতে জাহশ : রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ৫৭; তাঁর বয়স ৩৬; বিবাহ সন ৫হিঃ মৃত্যুসন ২০হিঃ; বয়স ৫১ বছর, মৃত্যুর স্থান মদীনা; দাম্পত্যকাল- ৬ বছর।

জ্ঞাতব্য : রাসূল (ছাঃ)-এর ফুপাতো বোন ছিলেন। প্রথমে রাসূল (ছাঃ)-এর পোষ্যপুত্র যায়েদ বিন হারেছাহ্র সাথে বিবাহ হয়। পরে যায়েদ তালাক দিলে আল্লাহ্র হুকুমে রাসূল (ছাঃ) তাকে বিয়ে করেন প্রচলিত দু'টি কুসংস্কার দূর করার জন্য। এক- সে যুগে পোষ্যপুত্রকে নিজ পুত্র এবং তার স্ত্রীকে নিজ পুত্রবধু মনে করা হ'ত ও তার সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ মনে করা হ'ত। দুই-ইহুদী ও নাছারাগণ ওযায়ের ও ঈসাকে আল্লাহ্র পুত্র গণ্য করত *(তওবা ৯/৩০)*। অথচ সৃষ্টি কখনো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পুত্র হ'তে পারে না। যেমন অপরের ঔরসজাত সন্তান কখনো নিজ সন্তান হ'তে পারে না।

৮. জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারেছ : রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ৫৭; তাঁর বয়স ২০; বিবাহ সন ৫হিঃ; মৃত্যুর সন ৫৬হিঃ; বয়স- ৭১; দাম্পত্যকাল- ৬ বছর।

জ্ঞাতব্য : ইনি বনু মুছত্বালিক সর্দার হারেছ বিন আবু যাররাবের কন্যা ছিলেন। যুদ্ধে বন্দী হয়ে রাসূল (ছাঃ)-এরসাথে বিবাহিতা হন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর শ্বশুরকুল হওয়ার সুবাদে একশতের অধিক যুদ্ধবন্দীর সবাইকে মুক্তি দেওয়া হয়। ফলে তারা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। জুওয়াইরিয়ার প্রথম স্বামী ছিলেন মুসাফিহ বিন সুফিয়ান মুছতালিক্বী। তিনি মোট ৭টি হাদীছ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে বুখারী ২ও মুসলিম ২।

৯. উম্মে হাবীবাহ রামলাহ বিনতে আবু সুফিয়ান : রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ৫৮; তাঁর বয়স ৩৬; বিবাহ সন ৬হিঃ; মৃত্যুকাল- ৪৪হিঃ; বয়স ৭২; মৃত্যুর স্থান মদীনা; দাম্পত্যকাল- ৬ বছর।

জ্ঞাতব্য : কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ানের কন্যা ছিলেন। ওবায়দুল্লাহ বিন জাহশ তার প্রথম স্বামী ছিলেন। উভয়ে মুসলমান হয়ে হাবশায় হিজরত করেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে স্বামী খৃষ্টান হয়ে যায় ও মারা যায়। তিনি একটি কন্যা সন্তান নিয়ে বিধবা হন। রাসূল (ছাঃ) তার চরম বিপদের কথা জানতে পেরে বিবাহের পয়গাম পাঠান। বাদশাহ নাজ্জাশী স্বয়ং তার বিবাহের খুৎবা পাঠ করেন ও সবাইকে দাওয়াত খাওয়ান। পরে তাকে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। তিনি ৬৫টি হাদীছ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে মুত্তাফাক্ব আলাইহ-২টি ও মুসলিম-৩টি।

১০. ছাফিয়া বিনতে হুয়াই বিন আখত্বাব : রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ৫৯; তাঁর বয়স ১৭; বিবাহ সন ৭হিঃ; মৃত্যুর সন ৫০ হিঃ; বয়স ৬০; মৃত্যুর স্থান মদীনা; দাম্পত্যকাল- পৌনে চার বছর।

জ্ঞাতব্য : খায়বর যুদ্ধে বন্দী হন। পরে ইসলাম কবুল করে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহিতা হন। ইহুদী বনী নাযীর গোত্রের সর্দার হুয়াই বিন আখত্বাব তার পিতা ছিলেন এবং অন্যতম সর্দার কেনানাহ বিন আবুল হুকাইক তার স্বামী ছিলেন। উভয়ে নিহত হন। হযরত হারূণ (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। তিনি ১০টি হাদীছ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে মুত্তাফাক্ব আলাইহ ১টি।

১১. মায়মূনা বিনতুল হারেছ : রাসূল (ছাঃ)-এর বয়স ৫৯; তাঁর বয়স ৩৬; বিবাহ সন ৭ হিঃ; মৃত্যুর সন ৫১হিঃ; বয়স ৮০; মৃত্যুস্থান মক্কার নিকটবর্তী সারফ নামক স্থানে। দাম্পত্যকাল- সোয়া তিন বছর।

জ্ঞাতব্য : ইনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-এর আপন খালা ছিলেন এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে খুযায়মার বৈপিত্রেয় বোন ছিলেন। তাঁর পূর্বের দুই স্বামী মারা গেলে ভগ্নিপতি হযরত আব্বাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে তার বিবাহের প্রস্তাব দেন। ফলে ৭ম হিজরীতে ক্বাযা ওমরাহ শেষে মক্কার অদূরে সারফ নামক স্থানে উক্ত বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং এটিই ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর সর্বশেষ বিবাহ। তিনি মোট ৭৬টি হাদীছ বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে মুত্তাফাক্ব আলাইহ-৭, এককভাবে মুসলিম-১, বুখারী-১টি। বাকীগুলি অন্যান্য হাদীছগ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

কিলাব ও কিন্দাহ গোত্রের আরও দু'জন মহিলা রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন বলে কেউ কেউ বলেছেন। তবে সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। অবশ্য এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, তাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে বিদায় করা হয় নাই। এতদ্ব্যতীত রাসূল (ছাঃ)-এর দু'জন দাসী ছিল। এক- মারিয়া ক্বিবতিয়া এবং দুই- রায়হানা বিনতে যায়েদ। যিনি বনু কুরায়যার যুদ্ধে বন্দিনী হন। আবু ওবায়দাহ আরও দু'জনের কথা বলেছেন। যাদের একজন কোন এক যুদ্ধের বন্দিনী। অন্যজন যয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ) কর্তৃক হেবাকৃত।

রাসূল (ছাঃ)-এর একাধিক বিবাহ পর্যালোচনা :

জানা আবশ্যক যে, ২৫ বছরের টগবগে যৌবনে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বিবাহ করেন পরপর দুই স্বামী হারা বিধবা ও চার সন্তানের মা ৪০ বছরের প্রায় বিগত যৌবনা একজন প্রৌঢ় নারীকে। এই স্ত্রীর মৃত্যুকাল অবধি দীর্ঘ ২৫ বছর তিনি তাকে নিয়েই ঘর-সংসার করেছেন। অতঃপর ৬৫ বছর বয়স্কা স্ত্রী খাদীজার মৃত্যু হ'লে তিনি নিজের ৫০ বছর বয়সে দ্বিতীয় বিয়ে করলেন আর এক ৫০ বছর বয়সী কয়েকটি সন্তানের মা একজন বিধবা মহিলা সাওদাকে নিতান্তই সাংসারিক প্রয়োজনে। এরপর মক্কা হ'তে হিজরত করে তিনি মদীনায় চলে যান। সেখানে শুরু হয় ইসলামী সমাজ গঠনের কঠিন ও জীবন-মরণ পরীক্ষা। ফলে মাদানী জীবনের দশ বছরে বিভিন্ন বাস্তব কারণে ও নবুঅতী মিশন বাস্তবায়নের মহতী উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র হুকুমে তাঁকে আরও কয়েকটি বিবাহ করতে বাধ্য হ'তে হয়। উল্লেখ্য যে, চারটির অধিক স্ত্রী একত্রে রাখার অনুমতি আল্লাহ পাক স্রেফ তাঁর রাসূলকে দিয়েছিলেন। অন্য কোন মুসলিমের জন্য নয় *(আহযাব ৩৩/৫০)*।

আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)

নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন যে, مَا لِى فِى النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ 'আমার জন্য মহিলার কোন প্রয়োজন নেই'।[৮০] প্রশ্ন হ'ল, তাহলে কেন তিনি এতগুলো বিয়ে করলেন? এর জওয়াবে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পেশ করব।-

(১) শত্রু দমনের স্বার্থে : গোঁড়া ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরবীয় সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন রীতির মধ্যে একটি রীতি ছিল এই যে, তারা জামাতা সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্ব দিত। জামাতার সঙ্গে যুদ্ধ করা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারটি ছিল তাদের নিকটে দারুণ লজ্জা ও অসম্মানের ব্যাপার। তাই আল্লাহ পাক তার নবীকে একাধিক বিবাহের অনুমতি দেন বর্বর বিরুদ্ধবাদী শক্তিকে ইসলামের সহায়ক শক্তিতে পরিণত করার কৌশল হিসাবে। যা দারুণ কার্যকর প্রমাণিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ।-

(ক) ৪র্থ হিজরীতে উম্মে সালামাহকে বিবাহ করার পর তাঁর গোত্র বনু মাখযূমের স্বনামধন্য বীর খালেদ ইবনে ওয়ালীদের যে দুর্ধর্ষ ভূমিকা ওহোদ যুদ্ধে দেখা গিয়েছিল, তা পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং ৭ম হিজরীর শুরুতে তিনি মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করেন।

(খ) ৫ম হিজরীতে জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারেছকে বিবাহ করার ফলে মুছত্বালিক গোত্রের যুদ্ধবন্দী একশত জন ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে যায় এবং চরম বিরুদ্ধবাদী এই গোত্রটি মিত্রশক্তিতে পরিণত হয়। জুওয়াইরিয়া (রাঃ) বরকত মণ্ডিত মহিলা হিসাবে বরিত হন এবং তার গোত্র রাসূল (ছাঃ)-এর শ্বশুর গোত্র (أصهار رسول الله) হিসাবে সম্মানজনক পরিচিতি লাভ করে।[৮১]

(গ) ৬ষ্ঠ হিজরীতে উম্মে হাবীবাহকে বিবাহ করার পর তাঁর পিতা কুরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ান আর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলেন না। বরং ৮ম হিজরীর রামাযানে মক্কা বিজয়ের পূর্বরাতে তিনি ইসলাম কবুল করেন।

(ঘ) ৭ম হিজরীর ছফর মাসে ছাফিয়াকে বিবাহ করার ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে ইহুদীদের যুদ্ধ তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে সন্ধি করে তারা খায়বরে বসবাস করতে থাকে।

(ঙ) ৭ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে সর্বশেষ মায়মূনা বিনতুল হারেছকে বিবাহ করার ফলে নাজদবাসীদের অব্যাহত শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কেননা মায়মূনার এক বোন ছিলেন নাজদের সর্দারের স্ত্রী। এরপর থেকে উক্ত এলাকায় ইসলামের প্রচার ও প্রসার বাধাহীনভাবে চলতে থাকে। অথচ ইতিপূর্বে এরাই ৪র্থ হিজরীতে ৭০ জন ছাহাবীকে দাওয়াত দিয়ে ডেকে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। যা 'বীরে মা'উনার ঘটনা' নামে প্রসিদ্ধ।

২য় কারণ : ইসলামী বন্ধন দৃঢ়করণ :

আয়েশা ও হাফছাকে বিবাহ করার মাধ্যমে হযরত আবুবকর ও ওমরের সঙ্গে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব দৃঢ়তর ভিত্তি লাভ করে। ওছমান ও আলীকে জামাতা করার পিছনেও রাসূল (ছাঃ)-এর অনুরূপ উদ্দেশ্য থাকাটা অবাস্তব নয়। এর ফলে ইসলাম জগত চারজন মহান খলীফা লাভে ধন্য হয়েছিল।

৩য় কারণ : কুপ্রথা দূরীকরণ :

পোষ্যপুত্র নিজের পুত্রের ন্যায় এবং তার স্ত্রী নিজ পুত্র বধূর ন্যায় হারাম- এ মর্মে যুগ যুগ ধরে চলে আসা সামাজিক কুপ্রথার অপনোদনের জন্য আল্লাহ্র হুকুমে তিনি স্বীয় পালিত পুত্র যায়েদ বিন হারেছাহ্র তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যয়নব বিনতে জাহশকে বিবাহ করেন। এ বিষয়ে সূরা আহযাবের ৩৭ ও ৪০ আয়াত দু'টি নাযিল হয়। এর মধ্যে ইহুদী-নাছারাদের ও প্রতিবাদ ছিল। কেননা তারা নবী ওযায়ের ও ঈসাকে আল্লাহ্র পুত্র বলত' *(তওবাহ ৯/৩০)*। অথচ কোন সৃষ্টি কোনভাবেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পুত্র হ'তে পারে না। যেমন অন্যের ঔরসজাত সন্তান কোনভাবেই নিজ সন্তান হ'তে পারে না। বস্তুতঃ এ বিষয়গুলি এমন ছিল যে, এসব কুপ্রথা ভাঙার জন্য কেবল উপদেশ যথেষ্ট ছিল না। তাই আল্লাহ্র হুকুমে স্বয়ং নবীকেই সাহসী পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে হয়েছিল।

৪র্থ কারণ : মহিলা সমাজে ইসলামের বিস্তার :

শিক্ষা-দীক্ষাহীন জাহেলী সমাজে মহিলারা ছিল পুরুষের তুলনায় আরো পশ্চাদপদ। তাই তাদের মধ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যোরদার করার জন্য মহিলা প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ছিল সর্বাধিক। পর্দা ফরয হওয়ার পর এর প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে যায়। ফলে রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ তাঁর সহযোগী হিসাবে একাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অধিক স্ত্রী অর্থই ছিল অধিক প্রশিক্ষিকা। কেবল মহিলারাই নন, পুরুষ ছাহাবীগণও বহু বিষয়ে পর্দার আড়ালে থেকে তাঁদের নিকট হ'তে জেনে নিতেন। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরেও মা আয়েশা, হাফছাহ, উম্মে সালামাহ প্রমুখের ভূমিকা ছিল এ ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, একাধিক বিবাহ ব্যবস্থাকে যারা কটাক্ষ করতে চান, তাদের জানা উচিত যে, ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য সবার প্রতি সমান ব্যবহারের শর্তে সর্বোচ্চ চার জন স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু বাধ্য করেনি। পক্ষান্তরে আধুনিক সভ্যতার দাবীদার পাশ্চাত্যের ফ্রি ষ্টাইল যৌন জীবনে অভ্যস্ত হতাশাগ্রস্ত সমাজ জীবনের গভীরে যারা দৃষ্টি দিবেন, তারা সেখানে অশান্তির আগুন আর মনুষ্যত্বের খোলস ব্যতীত কিছুই দেখতে পাবেন না। অথচ প্রকৃত মুসলিমের পারিবারিক জীবন পরকালীন কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ও নিষ্কাম ভালোবাসায় ভরপুর থাকে। রাসূল (ছাঃ)-এর পারিবারিক জীবন যার বাস্তব দৃষ্টান্ত। *(ক্রমশঃ)*

৮০. *বুখারী হা/৫০২৯।*
৮১. *আবুদাঊদ হা/৩৯৩১।*

ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি আমাদের কর্তব্য

*মূল : আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বাদর**

*অনুবাদ : আব্দুল আলীম বিন কাওছার***

হামদ ও ছানার পর, ছোট্ট এই পুস্তিকার শিরোনাম হচ্ছে, 'ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি আমাদের কর্তব্য' (واجبنا نحو الصحابة الكرام)। সত্যিই এ কর্তব্য মহান। সেজন্য আমাদের উচিত, এ বিষয়টির প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা এবং সর্বোচ্চ যত্নশীল হওয়া।

সম্মানিত পাঠকের জানা যরূরী যে, ছাহাবায়ে কেরামের প্রতি আমাদের কর্তব্য যেনতেন কোন বিষয় নয়। এটা দ্বীন ইসলামের প্রতি আমাদের কর্তব্যেরই একটি অংশ। যে দ্বীনকে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং যা ব্যতীত তিনি তাদের নিকট থেকে অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করেন না। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلاَمُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট মনোনীত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম' *(আলে ইমরান ১৯)*। তিনি আরো বলেন, وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ- 'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা তার পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত' *(আলে ইমরান ৮৫)*। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْنًا- 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নে'মত পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৩)*।

অতএব এই সরল-সোজা পথ এবং সত্য দ্বীনই হচ্ছে আল্লাহ্‌র দ্বীন। এই দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য আল্লাহপাক বিশ্বস্ত প্রচারক, বিচক্ষণ নছীহতকারী এবং সম্মানিত রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নির্বাচন করেন। তিনি এই দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে পৌঁছে দিতে এবং আল্লাহ নির্দেশিত বিষয়সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করতে কোন প্রকার ত্রুটি করেননি। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ 'হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা পৌঁছে দিন' *(মায়েদাহ ৬৭)*। আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ মোতাবেক তিনি আমরণ রিসালাতের পূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহ কর্তৃক আরোপিত আমানত যথাযথভাবে রক্ষা করেছেন। তাঁর উম্মতকে সঠিক নছীহত করে গেছেন এবং আল্লাহ্‌র রাহে সত্যিকার জিহাদ করেছেন। কল্যাণের এমন কোন দিক নেই, যা তিনি তাঁর উম্মতকে বলে যাননি। পক্ষান্তরে অকল্যাণের এমন কোন দিক নেই, যা থেকে তিনি তাঁর উম্মতকে সতর্ক করে যাননি। মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে বলেন, هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ- 'তিনিই নিরক্ষরদের নিকট তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। ইতিপূর্বে তারা ছিল স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত' *(জুম'আহ ২)*।

আমি আবারও বলছি, আমাদের প্রিয় রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রচার ও প্রসার যথার্থভাবে করে গেছেন। তিনি তাঁর উম্মতকে নছীহত করতে কোন প্রকার ত্রুটি করেননি; বরং তিনি তাদের জন্য তাদের লক্ষ্যস্থল স্পষ্টভাবে বাৎলে দিয়ে গেছেন।

মহান আল্লাহ সম্মানিত এই রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য সম্মানিত ছাহাবায়ে কেরামকে মনোনীত করেন। তারা তাঁকে এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনকে সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। তাঁরা ছিলেন ভূ-পৃষ্ঠের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির শ্রেষ্ঠতম সহচর। তারা ছিলেন তাঁর সৎ সঙ্গী, মহৎ সহকর্মী এবং শক্তিশালী সাহায্যকারী। আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে তারা সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।

তাঁরা কতই না নিবেদিতপ্রাণ এবং মহৎ ছিলেন! কতই না সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন! আল্লাহ্‌র দ্বীনের সহযোগিতার জন্য তাঁরা কি প্রাণান্ত প্রচেষ্টাই না করেছেন!

মহান আল্লাহ বিশেষ তাৎপর্যকে সামনে রেখেই তাঁর প্রিয় নবী (ছাঃ)-এর জন্য উত্তম ও ন্যায়পরায়ণ এ সকল ছাহাবীকে মনোনীত করেন। স্বয়ং আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর সাক্ষ্যানুযায়ী নবী ও রাসূলগণ (আঃ)-এর পরে তারাই ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ। মহান আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ- 'তোমরাই হ'লে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে' *(আলে ইমরান ১১০)*। অগ্রবর্তিতার ভিত্তিতে এবং শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে নবী (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণই সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ্‌র এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার আওতাভুক্ত হবেন। ছহীহ হাদীছে এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ- 'আমার যুগের মানুষই সর্বোত্তম মানুষ। অতঃপর তার পরের যুগের মানুষ, অতঃপর তার পরের যুগের মানুষ'।[৮২]

** প্রফেসর, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

*** এম.এ (অধ্যয়নরত), ঐ।*

৮২. *বুখারী, হা/২৬৫২; মুসলিম, হা/২৫৩৩। হাদীছটি ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণনা করেন।*

এখানে ছাহাবীগণের শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য দিলেন স্বয়ং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)। সত্যিই তাঁরা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বস্ত এবং সুদৃঢ় দিক-নির্দেশক।

অতএব আমাদের ভালভাবে জানা উচিত যে, ছাহাবীগণ ও তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য শীর্ষক আলোচনা দ্বীন, ইসলামী আক্বীদা এবং ঈমানেরই একটি অংশ। কেননা অতীত ও বর্তমানে সালাফে ছালেহীন কর্তৃক প্রণীত আক্বীদা বিষয়ক এমন কোন বই আপনি পাবেন না, যাতে ছাহাবীগণের প্রতি মুসলিম আক্বীদার বিষদ বিবরণ নেই।

কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উঠে, ছাহাবীগণের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য, তা কেন দ্বীনের প্রতি আমাদের কর্তব্যের একটি অংশ হিসাবে বিবেচিত হ'ল?

জবাবে বলব, ছাহাবীগণ হ'লেন এই দ্বীনের ধারক এবং বাহক। তাঁরা কোন প্রকার মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি এই দ্বীনের বার্তা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছ থেকে শ্রবণের মহান গৌরব অর্জন করেছেন। তাঁরা সরাসরি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীছ শুনেছেন। অতঃপর পূর্ণ আমানতদারীর সাথে উক্ত হাদীছসমূহকে সংরক্ষণ করতঃ মুসলিম উম্মাহ্‌র উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেছেন।

রাসূল (ছাঃ)-এর একটি হাদীছও কি এমন পাওয়া যাবে যে, তা ছাহাবায়ে কেরাম ছাড়া অন্য কারো সূত্রে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে?

যখন আপনি ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, সুনান[৮৩], মাসানীদ[৮৪], মাজামী'[৮৫], আজ্যা[৮৬] বা হাদীছের অন্য কোন গ্রন্থ খুলবেন, তখন দেখবেন, গ্রন্থকার থেকে হাদীছের সনদ শুরু হয়ে ছাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে। অতঃপর ছাহাবী নবী (ছাঃ) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) থেকে সাব্যস্ত প্রত্যেকটি হাদীছের সূত্রে কোন না কোন বিশিষ্ট ছাহাবী অবশ্যই রয়েছেন।

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর ন্যায়পরায়ণতা :

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর প্রত্যেকেই ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। স্বয়ং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে ন্যায়পরায়ণ হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। সেজন্য দেখা গেছে, মুহাদ্দিছগণ হাদীছ বর্ণনাকারীগণের ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। সনদের কোন্ বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত আর কে যঈফ, তা তাঁরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করতেন। কিন্তু সনদের ধারাবাহিকতা যখন ছাহাবী পর্যন্ত পৌঁছত, তখন তাঁরা আর কোন বিশ্লেষণই করতেন না। কেননা তাঁরা নিশ্চিত জানতেন যে, সকল ছাহাবী ন্যায়পরায়ণ এবং বিশ্বস্ত। সেকারণে আপনি যখন 'রিজাল শাস্ত্রে'র[৮৭] গ্রন্থসমূহ পড়বেন, তখন সেখানে দেখবেন, গ্রন্থকারগণ তাবেঈন থেকে শুরু করে সকলের অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, অমুক বিশ্বস্ত, অমুক হাফেয, অমুক যঈফ, অমুক এমন...। কিন্তু ছাহাবীগণ (রাঃ) কি ন্যায়পরায়ণ, নাকি ন্যায়পরায়ণ নন, তাঁরা কি বিশ্বস্ত, নাকি বিশ্বস্ত নন ইত্যাদি বিষয়ে তারা কোন আলোচনাই আনেননি।

এর মূল কারণ হ'ল ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সবাই ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) অসংখ্য হাদীছে তাঁদেরকে ন্যায়পরায়ণ হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন।

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এই দ্বীনের ধারক-বাহক :

ছাহাবীগণ স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর কাছ থেকে এই দ্বীন শ্রবণ করেছেন এবং যেভাবে শুনেছেন, ঠিক সেভাবেই সংরক্ষণ করতঃ আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার সাথে উম্মতের নিকট তা পৌঁছে দিয়েছেন।

ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ) কৃত নিম্নোক্ত দো'আটির পূর্ণ হিস্সা লাভে ধন্য হয়েছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ– 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করুন, যে আমাদের কাছ থেকে হাদীছ শুনল এবং তা সংরক্ষণ করতঃ মানুষের নিকট পৌঁছে দিল'।[৮৮] ছাহাবায়ে কেরাম যেমন এই দো'আর পূর্ণ হিস্সা লাভে ধন্য হয়েছেন, উম্মতে মুহাম্মাদীর অন্য কেউ তেমনটি অর্জন করতে পেরেছেন বলে কি আপনাদের জানা আছে?

---

৮৩. যেসব হাদীছ গ্রন্থ ফিক্বহী অধ্যায় বা অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাজানো হয়, সেগুলিকে 'সুনান' (السنن) বলে। যেমন- সুনানে আবু দাঊদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজাহ ইত্যাদি। -অনুবাদক

৮৪. যেসব হাদীছ গ্রন্থে প্রত্যেক ছাহাবীর ছহীহ, হাসান ও যঈফ হাদীছকে পৃথকভাবে সাজানো হয়, অধ্যায় বা অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাদীছ উল্লেখ করা হয় না, সেসব হাদীছগ্রন্থকে 'মাসানীদ' (المسانيد) বলে। যেমন- মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে বাযযার ইত্যাদি। আবার কখনও যে গ্রন্থে বেশকিছু হাদীছ একত্রিত করা হয়, তবে এর হাদীছগুলিকে ছাহাবীর নামানুসারে না সাজিয়ে অধ্যায় বা অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাজানো হয়, তাকেও মুসনাদ বলে। যেমন- মুসনাদে বাক্বী ইবনে মাখলাদ আল-আন্দালুসী। -অনুবাদক

৮৫. যেসব গ্রন্থে হাদীছের বিভিন্ন মূল গ্রন্থ থেকে হাদীছ একত্রিত করা হয় এবং একত্রিত হাদীছগুলিকে মূল গ্রন্থসমূহের বিন্যাস অনুযায়ী সাজানো হয়, সেগুলিকে 'মাজামী' (الجامع) বলে। যেমন- ছাগানী প্রণীত 'আল-জাম্'উ বায়নাছ ছহীহায়েন', সুয়ূত্বী প্রণীত 'আল-জামে' আল-কাবীর' প্রভৃতি। এসব হাদীছ গ্রন্থের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল, এগুলিতে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখিত একই বিষয়ের অনেকগুলি হাদীছ একসঙ্গে পাওয়া যায়। -অনুবাদক

৮৬. হাদীছের যেসব ছোট্ট গ্রন্থে লেখকগণ বেশ কিছু হাদীছ একত্রিত করেন এবং হাদীছগুলি সাধারণতঃ বিষয়বস্তু, বর্ণনাকারী অথবা মতন বা সনদের বৈশিষ্ট্যের দিক বিবেচনায় একই হয়, তাকে 'আজযা হাদীছিইয়্যাহ' (الأجزاء الحديثية) বলে। যেমন- ইমাম বুখারী প্রণীত 'জুযউ রফউল ইয়াদায়েন ফিছ্ ছালাহ'। -অনুবাদক

৮৭. যে শাস্ত্র হাদীছের বর্ণনাকারীগণের অবস্থা বিশ্লেষণ করে, তাকে 'রিজাল শাস্ত্র' (عِلْمُ الرِّجَال) বলে। -অনুবাদক

৮৮. আবু দাঊদ, হা/৩৬৬২; তিরমিযী, হা/২৬৫৬; ইবনু মাজাহ, হা/২৩০। প্রখ্যাত ছাহাবী যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) হ'তে হাদীছটি বর্ণিত। হাদীছটি বিভিন্ন শব্দে অভিন্ন অর্থে আরো কয়েকজন ছাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং শায়খ আলবানী 'ছহীহ' বলেছেন। দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪০৪।

আমি আবারো বলছি, তাঁরা দ্বীন ইসলামের বাণী ও রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছসমূহ শ্রবণ করেছেন এবং পরিচ্ছন্ন ও পরিপূর্ণভাবে আমানতদারী, বিশ্বস্ততা ও যত্নসহকারে তা উম্মতের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। তারা তাঁর সাথে সর্বদা থাকতেন, তাঁর বৈঠকসমূহে নিয়মিত উপস্থিত হয়ে হাদীছ শ্রবণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হ'তেন। এভাবে তাঁরা হাদীছ সংরক্ষণ করতঃ মুসলিম উম্মাহ্র নিকট তা পৌঁছে দিতেন।

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সম্পর্কে আলোচনাই হ'ল দ্বীন সম্পর্কে আলোচনা :

দ্বীন ইসলামের ধারক-বাহক এমন সুমহান মর্যাদার অধিকারী ছাহাবীগণ সম্পর্কে আলোচনা কি দ্বীন সম্পর্কে আলোচনার একটি অংশ হিসাবে পরিগণিত হ'তে পারে না? যেহেতু রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত প্রত্যেকটি হাদীছের সূত্রেই কোন না কোন ছাহাবী রয়েছেন, সেহেতু তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা দ্বীন সম্পর্কে আলোচনারই একটি অংশ।

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে নিন্দা করাই দ্বীনকে নিন্দা করা :

পক্ষান্তরে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে নিন্দা করাই হ'ল দ্বীনকে নিন্দা করা। কারণ আলেমগণ বলছেন, اَلطَّعْنُ فِيْ النَّاقِل طَعْنٌ فِىْ الْمَنْقُوْل 'কোন কিছুর বর্ণনাকারীকে নিন্দা করার অর্থই হচ্ছে বর্ণিত বিষয়কে নিন্দা করা'। অতএব যাঁরা আমাদের নিকট দ্বীন পৌঁছে দিয়েছেন, তাঁরা যদি হন নিন্দিত, ন্যায়পরায়ণতার ক্ষেত্রে সমালোচিত, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর ক্ষেত্রে কলংকিত, তাহ'লে সেই দ্বীনের অবস্থা কি হ'তে পারে? নিশ্চয়ই সেই দ্বীনও হবে নিন্দিত এবং প্রশ্নবিদ্ধ। সেজন্য ইমাম আবু যুর'আহ আর-রাযী (রহঃ) বলেন, إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَنْتَقِصُ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَاعْلَمُوْا أَنَّهُ زِنْدِيْقٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُوْلَ صلى الله عليه وسلم عِنْدَنَا حَقٌّ، وَالْقُرْآنَ حَقٌّ، وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّمَا يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّجْرَحُوْا شُهُوْدَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى، وَهُمْ زَنَادِقَةٌ– 'তোমরা কাউকে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর মর্যাদার হানি করতে দেখলে জানবে যে, সে 'যিনদ্বীক'।[৮৯] এর কারণ রাসূল (ছাঃ) আমাদের নিকট হক্ব, কুরআন আমাদের নিকট হক্ব। আর এই কুরআন এবং হাদীছ আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। মূলতঃ শত্রুরা কুরআন ও হাদীছকে বাতিল করার হীন উদ্দেশ্যেই আমাদের প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে আঘাত করতে চায়। মনে রাখতে হবে, তারাই নিন্দার উপযুক্ত এবং তারাই হচ্ছে যিনদীক্ব'।[৯০]

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যদি বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ না হন, তাহ'লে যে দ্বীনের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্র ইবাদত করি, সে দ্বীনের অস্তিত্ব কোথায় যাবে?

একদল লোক পথভ্রষ্টতার অতলগভীরে নিমজ্জিত হয়ে হাতে গোনা কয়েকজন ছাহাবী ব্যতীত সকল ছাহাবীকে নিন্দা করে থাকে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করি, অবস্থা যদি এই হয়, তাহ'লে দ্বীন কোথায়? আল্লাহ্র দ্বীনকে কিভাবে জানতে হবে? কিভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করা সম্ভব হবে? কিভাবে আল্লাহ্র জন্য ছালাত আদায় করতে হবে এবং সিজদা করতে হবে? কিভাবে আল্লাহ্র ফরযসমূহ আদায় করতে হবে? কিভাবে হজ্জ করতে হবে? বা আল্লাহ্র আনুগত্যইবা কিভাবে করতে হবে?

সেজন্য আমাদের খুব ভালভাবে জানতে হবে, দ্বীনের ধারক-বাহক ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে নিন্দা করার অর্থই হ'ল সরাসরি দ্বীনকে নিন্দা করা। আমাদের আরো জানতে হবে, ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য মূলতঃ দ্বীনের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যেরই একটি অংশ। কেননা তাঁরাই এই দ্বীনের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন। সুতরাং তাঁদেরকে নিন্দা করা হ'লে দ্বীনও নিন্দিত হবে।

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর ন্যায়পরায়ণতা :

যাঁদেরকে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে ন্যায়পরায়ণ হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন; স্বয়ং আল্লাহ যাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, সেসকল ছাহাবীকে কিভাবে নিন্দা করা যেতে পারে! মহান আল্লাহ বলেন, وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ– 'মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে অগ্রবর্তী ছাহাবীগণ এবং কল্যাণকর্মের মাধ্যমে তাঁদের অনুসারীগণের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তাঁরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন' *(তওবাহ ১০০)*। উক্ত আয়াতে আল্লাহপাক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন, তিনি তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট। দ্বীনের ধারক-বাহক হিসাবে বিশ্বস্ত নন এমন কারো প্রতি আল্লাহ কি কখনও সন্তুষ্ট হ'তে পারেন? রাসূল (ছাঃ)-এর অমিয় বাণী প্রচারে খেয়ানতকারী কারো প্রতি কি তিনি সন্তুষ্ট হ'তে

---

৮৯. 'যিনদীক্ব' (زِنْدِيْقٌ) ফারসী শব্দ। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর যুগে শব্দটি প্রসিদ্ধ ছিল না। আব্বাসীয় যুগে শব্দটির ব্যাপক পরিচিতি ঘটে। ইবনু কুদামাহ (রহঃ) একে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ইসলামের কথা বলে এবং গোপনে কুফরী জিইয়ে রাখে, সে-ই হচ্ছে 'যিনদীক্ব'। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে এই শ্রেণীর লোককে 'মুনাফিক্ব' বলা হ'ত, বর্তমান এদেরকে 'যিনদীক্ব' বলা হয়। দ্রঃ আল-মুগনী, ৬/৩৭০। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্র প্রতি এবং পরকালে উত্থানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এমন বস্তুবাদী নাস্তিককে 'যিনদীক্ব' বলে। আবার কেউ কেউ বলেন, যে কোন দ্বীনকে বিশ্বাস করে না, তাকে 'যিনদীক্ব' বলে। তবে ফক্বীহগণ এ মর্মে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, 'যিনদীক্ব' হচ্ছে কাফের এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে মুনাফিক্বের যেসব বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলিই 'যিনদীক্ব'-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। -অনুবাদক

৯০. খত্বীব বাগদাদী, আল-কিফায়াহ ফী ইল্মির রিওয়ায়াহ, পৃঃ ৪৯।

পারেন? অসম্ভব! এমনটি কখনই হ'তে পারে না। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। কারণ তাঁরা বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ, তাঁরা সর্বোত্তম আদর্শ এবং আল্লাহ্র দ্বীনের একনিষ্ঠ প্রচারক। আল্লাহ বলেন, رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ 'আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন'। তিনি অন্যত্র বলেন, لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ- 'আল্লাহ মুমিনগণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তাঁরা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করেছেন' *(ফাতহ ১৮)*। বায়'আতকারী এসকল ছাহাবীর সংখ্যা ছিল এক হাযারেরও বেশী এবং তাঁদের সকলের প্রতিই আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন।

রাসূল (ছাঃ) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছাহাবীগণ সম্পর্কে বলেন, وَمَا يُدْرِيْكَ؟ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَكُوْنَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ- 'হে ওমর! তুমি কিভাবে জানলে যে, হাত্বেব মুনাফিক্ব হয়ে গেছে? মনে রেখ, আল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছাহাবীগণ সম্পর্কে জানেন। সেজন্যই তিনি বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি'।[৯১] এগুলি পবিত্র কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত তাঁদের প্রশংসার কয়েকটি নমুনা মাত্র। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর প্রশংসায় বর্ণিত আয়াত ও হাদীছ হিসাব করাই কষ্টকর। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর গুণকীর্তন শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনেই আসেনি; বরং তাঁদের সৃষ্টির আগেই তাওরাত ও ইঞ্জীলে তাঁদের প্রশংসার কথা বিঘোষিত হয়েছে। সূরা আল-ফাত্হের শেষ আয়াতে মহান আল্লাহ ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সম্পর্কে বলেন, مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ- 'মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ ও সিজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন' *(ফাতহ ২৯)*। তাহ'লে দেখা গেল, স্বয়ং আল্লাহ ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর প্রশংসা করলেন। কিন্তু তাঁদের এই প্রশংসা বাণী কোথায় এবং কোন্ কিতাবে ঘোষিত হয়েছে? আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا- 'তাওরাতে তাঁদের উদাহরণ এরূপ। আর ইঞ্জীলে তাঁদের উদাহরণ হচ্ছে একটি শস্যবীজের মত, যা থেকে উদ্গত হয় অঙ্কুর, অতঃপর তা শক্ত ও মযবূত হয় এবং কাণ্ডের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়; এটা চাষীদেরকে আনন্দে অভিভূত করে। কিন্তু আল্লাহ তাঁদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাঁদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাঁদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন' *(ফাত্হ ২৯)*। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর প্রতি সুবাসিত এই প্রশংসা ও গুণকীর্তন উল্লিখিত হয়েছে তাওরাত ও ইঞ্জীলে।

প্রিয় মুসলিম ভাই! উক্ত আয়াতে কারীমা আপনাকে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, মহামহিম প্রতিপালক তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর প্রশংসা করেছেন এবং তাঁদেরকে ন্যায়পরায়ণ আখ্যা দিয়েছেন। তিনি তাঁদের প্রশংসা করেছেন তাঁদের সৃষ্টির পূর্বে মূসা (আঃ)-এর উপর তাওরাত অবতীর্ণের সময় এবং ঈসা (আঃ)-এর উপর ইঞ্জীল অবতীর্ণের সময়। অতঃপর তাঁদের জীবদ্দশায় তিনি আবার তাঁদের প্রশংসা করলেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে।

মহান আল্লাহ কর্তৃক ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর প্রশংসা সম্বলিত সূরা আল-হাশরের আরো কিছু আয়াত আমরা বিশ্লেষণ করব। মহান আল্লাহ বলেন, لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ- ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্য, যাঁরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। বস্তুতঃ তাঁরাই সত্যবাদী' *(হাশর ৮)*। এখানে আল্লাহ তাঁদেরকে সত্যবাদী হিসাবে বিশেষিত করলেন। তিনি বললেন, أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ 'তাঁরাই হচ্ছেন সত্যবাদী'। অতঃপর মহান আল্লাহ আনছার ছাহাবীগণ সম্পর্কে বললেন, وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ- 'যাঁরা মুহাজিরগণের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসতি গড়ে তুলেছিলেন এবং ধর্মবিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাঁরা মুহাজিরগণকে ভালবাসেন। আর মুহাজিরগণকে যা দেয়া হয়েছে, সে কারণে তাঁরা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করেন না; বরং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেন। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম' *(হাশর ৯)*।

উক্ত আয়াতদ্বয়ে মুহাজির ও আনছার ছাহাবীগণের প্রশংসা

৯১. ছহীহ বুখারী, হা/৩০০৭; ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৯৪। হাদীছটি আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন।

করা হ'ল। আর একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, সকল ছাহাবী এই দুই প্রকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মুহাজিরগণ হ'লেন মক্কার অধিবাসী ছাহাবীবর্গ, যারা তাঁদের ধন-সম্পদ এবং ভিটা-বাড়ী ত্যাগ করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। আল্লাহ বলেন, يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ– 'তাঁরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে' *(হাশর ৮)*। তাঁরা জীবনের সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে শুধুমাত্র আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল (ছাঃ)-কে সহযোগিতা করার জন্য মদীনায় আগমন করেন। তাই তো আল্লাহ তাঁদের সম্পর্কে বলেন, 'তাঁরাই হচ্ছেন সত্যবাদী'। অর্থাৎ ঈমান, সাহচর্য, আনুগত্য এবং আল্লাহ্র দ্বীনের অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁরা সত্যবাদী। মহান আল্লাহ বলেন, مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً– 'মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি' *(আহযাব ২৩)*। তাঁরাই হ'লেন ছাহাবী, আল্লাহ যাঁদের এমন সুবাসিত প্রশংসা করলেন।

তিনি মুহাজিরগণের যেমন প্রশংসা করলেন, তেমনি প্রশংসা করলেন আনছার ছাহাবীগণেরও। তিনি বললেন, وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ– 'যাঁরা মদীনায় বসতি গড়ে তুলেছিলেন'। এখানে الدَّارَ অর্থ মদীনা। সুতরাং আনছার ছাহাবীগণ মুহাজির ছাহাবীগণের আগমনের পূর্বেই মদীনাকে প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, মুহাজিরগণের খেদমতে আনছার ছাহাবীগণ কি এমন করেছিলেন? জবাবে বলব, আনছার ছাহাবীগণ নিজেদের সম্পদে মুহাজিরগণকে সমানভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। আনছার ছাহাবী মুহাজির ছাহাবীকে তাঁর বাড়ী ও সম্পদের অর্ধেক দিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের উপরে অন্য মুসলিম ভাইকে অগ্রাধিকার দেওয়ার এই মহৎ গুণের কারণে মহান আল্লাহ তাঁদের প্রশংসা করে বলেন, وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ– 'তাঁরা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদেরকে (মুহাজিরগণ) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেন'। আনছার এবং মুহাজিরগণ আল্লাহ্র দ্বীনের সাহায্যার্থে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা করেছিলেন। তাই তো তাঁরা সবাই আল্লাহ্র দ্বীনের সাহায্যকারী। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً 'তাঁরা তাঁদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেননি'।

ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর প্রতি মুসলমানদের কর্তব্য :

এই যাঁদের অবদান, তাঁদের প্রতি তাঁদের উত্তরসূরীদের কি কর্তব্য হ'তে পারে? আমাদেরকে এর জবাব অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করতে হবে। মুহাজির এবং আনছার ছাহাবীগণের ক্ষেত্রে একজন মুমিনের ভূমিকা কি হবে, তা আল্লাহ স্পষ্টই বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ– 'আর এই সম্পদ তাদের জন্য, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমানে আমাদের অগ্রবর্তী ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করুন। ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ আপনি রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা! নিশ্চয়ই আপনি অতিশয় দয়ালু, পরম করুণাময়' *(হাশর ১০)*। 'এখানে তাদের পরে যারা এসেছে' বলতে আনছার ও মুহাজিরগণের পরে যারা এসেছে, তাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

ছাহাবীগণের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি মুমিনের যে ভূমিকা হওয়া উচিত, তা উক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

এই দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নোক্ত দু'টি পয়েন্টে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রিয় পাঠক! পয়েন্ট দু'টির প্রতি ভালভাবে খেয়াল করবেন, আল্লাহ আপনাকে এতদুভয়ের মাধ্যমে উপকৃত করবেন।

প্রথমতঃ ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আমাদের অন্তঃকরণকে নিষ্কলুষ রাখতে হবে। তাঁদের প্রতি হৃদয়ে কোন হিংসা-বিদ্বেষ বা ঘৃণা থাকবে না; থাকবে না কোন প্রকার শত্রুতা। বরং হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান পাবে শুধু ভালবাসা, অনুগ্রহ আর সহানুভূতি। এরশাদ হচ্ছে, 'আপনি ঈমানদারগণের প্রতি আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না'। অর্থাৎ আমাদের পূর্বে যাঁরা ঈমানের সাথে গত হয়ে গেছেন, আপনি তাঁদের ব্যাপারে আমাদের হৃদয়সমূহকে নিষ্কলুষ করে দিন। তাঁরা আমাদের ভাই শুধু নয়; বরং তাঁরা আমাদের সর্বোত্তম ভাই। সেজন্য মহান আল্লাহ বলেন, 'আর এই সম্পদ তাদের জন্য, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমানে আমাদের অগ্রবর্তী ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করুন'। অতএব তাঁরা আমাদের ভাই। তাঁদের আরেকটি মহৎ বৈশিষ্ট্য হ'ল, 'তাঁরা ঈমানে আমাদের অগ্রবর্তী'। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে অগ্রবর্তী ছাহাবীগণ' *(তাওবাহ ১০০)*। এই বিশেষ মর্যাদায় আল্লাহ তাঁদেরকে মর্যাদাবান করেছেন।

[চলবে]

কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে তাক্বলীদ

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

(শেষ কিস্তি)

১৮তম দলীল : আমরা গোশত, পোষাক ও খাদ্য ক্রয়ের সময় তা হালাল হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস না করেই শুধুমাত্র মালিকের কথার উপর ভিত্তি করে ক্রয় করে থাকি, যার বৈধতা ইজমায়ে উম্মাহ দ্বারা প্রমাণিত। যদি তাক্বলীদ বৈধ না হ'ত, তাহ'লে হালাল হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করা ওয়াজিব হ'ত।

জবাব : এক্ষেত্রে হালাল হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস না করে যবেহকারী ও বিক্রেতার কথা গ্রহণ করাই যথেষ্ট, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইত্তেবা হিসাবে গণ্য। যদিও যবেহকারী ও বিক্রেতা ইহুদী, নাছারা অথবা পাপী হয়। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُوْنَا بِلَحْمٍ لاَ نَدْرِيْ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ قَالَ سَمُّوْا أَنْتُمْ وَكُلُوْا-

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই এক সম্প্রদায় রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এক সম্প্রদায় আমাদের নিকটে গোশত নিয়ে এসেছে, আমরা জানি না তাতে বিসমিল্লাহ বলা হয়েছে কি-না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা 'বিসমিল্লাহ' বল এবং খাও'।[৯২]

ইমাম ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন, উল্লিখিত যুক্তি স্পষ্ট মূর্খতা অথবা ঈমানের স্বল্পতা প্রমাণ করে। তাকে বলতে হবে যে, তোমার উল্লিখিত যুক্তি যদি তাক্বলীদ হয়, তবে সকল ফাসেকের রায় বা মতের তাক্বলীদ কর এবং তাক্বলীদ কর ইহুদী ও নাছারদের। আর তাদের দ্বীনের অনুসরণ কর। কেননা আমরা তাদের থেকে গোশত ক্রয় করি এবং বিশ্বাস করি যে তারা বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করেছে, যেমনভাবে আমরা মুসলমানদের থেকে ক্রয় করে থাকি। এক্ষেত্রে সংসারত্যাগী ইবাদতকারী এবং পাপী ইহুদীর নিকট হ'তে ক্রয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অতএব তুমি পৃথিবীর সকল প্রবক্তার তাক্বলীদ কর, যদিও তাদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- আমরা মুমিন অথবা করদাতা অমুসলিম (আহলে কিতাব) কসাইয়ের যবেহকৃত বস্তু খেয়ে থাকি।[৯৩] মূলতঃ যেসব বিষয়ে কুরআন-হাদীছে সুস্পষ্ট দলীল থাকে, সেসব বিষয়ের অনুসরণ করা তাক্বলীদ নয়; বরং সেটাই ইত্তেবা।

১৯তম দলীল : তাক্বলীদপন্থীগণ বলে থাকে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا 'অতঃপর আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর' *(নাহল ১২৩)*।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মাদর্শের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব তাক্বলীদ বৈধ যা কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

জবাব : ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, এ কেমন নির্লজ্জতা! কেননা আল্লাহ তা'আলা যে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন তা তাক্বলীদ নয়। বরং তা অবশ্য পালনীয় দলীল। আর তাক্বলীদ হ'ল, এমন বিষয়ের অনুসরণ করা যা আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেননি। অনুরূপভাবে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কারো কথা, যা অনুসরণ করার নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা দেননি তার বিরোধিতা করি। অতএব তাক্বলীদপন্থীরা উল্লিখিত দলীল দ্বারা ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসরণ করার বৈধতা প্রমাণ করতে চাইলে সেটা সঠিক হবে। কিন্তু তারা উল্লেখিত দলীল দ্বারা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), ইমাম শাফেঈ (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ) এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর তাক্বলীদের বৈধতা প্রমাণ করতে চাইলে সেটা হারাম হবে। কেননা তাঁরা ইবরাহীম (আঃ) নন, যার অনুসরণ করার নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। আর আমরা কখনই উল্লিখিত ইমামগণের অনুসরণের নির্দেশ প্রাপ্ত হইনি।

২০তম দলীল : তাক্বলীদপন্থীগণ বলে, ইমামগণ তাক্বলীদ জায়েয হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন- সুফিয়ান (রহঃ) বলেছেন, إذا رأيت الرجل يعمل العمل وأنت ترى غيره فلا تنهـــه 'যদি কেউ কোন আমল করে আর তুমি অন্যকে তার বিপরীত আমল করতে দেখ, তাহ'লে তাকে নিষেধ কর না'।[৯৪]

মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রহঃ) বলেছেন, يجوز للعالم تقليـــد من هو أعلم منه ولا يجوز له تقليد مثله 'আলেমের জন্য তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তির তাক্বলীদ করা বৈধ। কিন্তু তাঁর সমতুল্য ব্যক্তির তাক্বলীদ করা বৈধ নয়'।[৯৫] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, قلته تقليدا لعمر وقلته تقليدا لعطاء 'আমি ওমর (রাঃ)-এর তাক্বলীদ করে তাকে বলেছি এবং আতা (রাঃ)-এর তাক্বলীদ করে তাকে বলেছি'।[৯৬]

** লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

৯২. ছহীহ ইবনে মাজাহ, হা/৩১৬৫

৯৩. আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, পৃঃ ৮৯৭।

৯৪. আবু আব্দুর রহমান সাঈদ মা'শাশাহ, আল-মুক্বাল্লিদূন ওয়াল আইম্মাতুল আরবা'আ, পৃঃ ১১৬।

৯৫. ঐ।

৯৬. ঐ।

জবাব : প্রথমতঃ ছাহাবীগণ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির তাক্বলীদের নিন্দা করেছেন। এমকি তাঁরা মুক্বাল্লিদকে চামচা অথবা অন্ধ আখ্যায়িত করেছেন।

দ্বিতীয়ত : পূর্বেই ইমাম শাফেঈর বক্তব্য তুলে ধরেছি, যেখানে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির তাক্বলীদ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

তৃতীয়ত : তাক্বলীদপন্থীগণই তাক্বলীদ অস্বীকারকারী। কেননা তারা বল যে, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)-এর তাক্বলীদ করতেন। অথচ ইমাম শাফেঈ (রহঃ) যাদের তাক্বলীদ করতেন, তারা তাঁদের তাক্বলীদ না করে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর তাক্বলীদ করে থাকে।[৯৭] ইসলামী বিধান মানার ক্ষেত্রে যুক্তির অবতারণা না করে দলীল মেনে নেওয়াই মুমিনের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং কুরআন-হাদীছে কোন দলীল পাওয়া গেলে কোন ইমাম বা ব্যক্তির অভিমতের দিকে লক্ষ্য করার কোন অবকাশ নেই।

তাক্বলীদের অপকারিতা :

১- তাক্বলীদ করলে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ প্রত্যাখ্যান করা হয় : তাক্বলীদপন্থীগণ নির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তি বা মাযহাবের তাক্বলীদ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে যঈফ এবং মাওযূ হাদীছের উপর আমল করে থাকে। কারণ সেটা তাদের অনুসরণীয় ইমাম বলেছেন। ইমামের অন্ধানুসরণের ফলে তাদের রায়ের বিপরীতে ছহীহ হাদীছ বিদ্যমান থাকলেও তাদের পক্ষে তা মানা সম্ভব হয় না। বরং তারা তাদের মাযহাবকে বিজয়ী করার জন্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হয়।

ইমাম রাযী (রহঃ) বলেন, আমি মুক্বাল্লিদদের একটি জামা'আতের সাথে সাক্ষাৎ করেছি এবং বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কে তাদের সামনে পবিত্র কুরআনের অনেকগুলি আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করেছি। কিন্তু তাদের অনুসরণীয় মাযহাব কুরআনের আয়াতগুলির বিপরীত হওয়ায় তারা তা গ্রহণ করেনি এবং তারা কুরআনের আয়াতের দিকে ফিরেও দেখেনি। বরং তারা অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল এবং বলল, কিভাবে আমরা এর উপর আমল করব, আথচ আমাদের অনুসরণীয় মাযহাব এর বিপরীত'?[৯৮]

২- তাক্বলীদের কারণে যঈফ হাদীছ প্রসার লাভ করে এবং ছহীহ হাদীছের উপর আমল বন্ধ হয়ে যায় : তাক্বলীদপন্থীগণ তাদের ইমামদের রায় বা মত থেকে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে আসে না, যদিও তারা ভুলের উপরে থাকে। আর এরূপ অন্ধানুসরণের ফলে ছহীহ হাদীছের উপর আমল বন্ধ হয়ে যায় এবং যঈফ হাদীছ প্রসার লাভ করে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا قَهْقَهَ أَعَادَ الْوُضُوْءَ وَأَعَادَ الصَّلاَةَ- أخرجه الدارقطني

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'যখন তিনি অট্টহাঁসি দিলেন তখন পুনরায় ওযূ করলেন এবং ছালাত পুনরায় আদায় করলেন'।[৯৯]

হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ যায়লাঈ (রহঃ) বলেন, উল্লিখিত হাদীছের একজন রাবী, যার নাম আব্দুল আযীয তিনি যঈফ এবং হাদীছটি মুনকাতে'।[১০০] অতএব হাদীছটি যঈফ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাক্বলীদপন্থীগণ নির্দিষ্ট কোন এক মাযহাবের অন্ধানুসরণ করতে গিয়ে এই হাদীছটির উপর আমল করেন।

৩- মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে বিভক্তির মূল কারণ তাক্বলীদ : মুসলমানরা যখন খাঁটি ও পূর্ণ মুমিন ছিলেন, তখন তারা ছিলেন সাহায্যপ্রাপ্ত, দেশ বিজয়ী, দ্বীনের পতাকা সমুন্নতকারী। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় খুলাফায়ে রাশেদীন ও তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণের মধ্যে। কিন্তু যখন মুসলমানরা আল্লাহ তা'আলার আদেশ সমূহ বদলে ফেলেন, তখন তিনি তাদেরকে নে'মতের বদলে শাস্তি দেন, কেড়ে নেন তাদের রাজত্ব, মুছে ফেলেন তাদের খেলাফত। আর এর মূলে রয়েছে নির্দিষ্ট এক মাযহাবের অন্ধানুসরণ এবং তার জন্য বাতিলের আশ্রয় নিয়ে হ'লেও পক্ষপাতিত্ব করা। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর তিন শত বছর পর আবিষ্কৃত হয়েছে। বিগত যুগের সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশিত পথ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতেন। তাঁরা ছিলেন খাঁটি মুসলমান। আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত নছীব করুন। কিন্তু যখন থেকে মাযহাবের সৃষ্টি হয়, তখন থেকে শুরু হয় একে অপরকে পথভ্রষ্ট বলাবলি। এমনকি ফৎওয়া দেওয়া হয় যে, শাফেঈ ইমামের পিছনে হানাফীদের ছালাত হবে না, যদিও তারা বলে থাকে যে, চার মাযহাবের অনুসারীগণ সকলেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড তাদের এ উক্তির বিরোধিতা করে এবং এর অসারতা প্রমাণ করে। সাথে সাথে তাদেরকে মিথ্যুকও প্রমাণ করে। কারণ এ মাযহাবকে কেন্দ্র করে পবিত্র কা'বা গৃহে সৃষ্টি হয়েছিল চার মুছল্লা। একই কা'বা গৃহে একই ছালাতে চার মাযহাবের চার জামা'আত ক্বায়েম হয়েছিল। প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারী নিজ মাযহাবের জামা'আতে ছালাত আদায়ের জন্য অপেক্ষা করতে শুরু করে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, ইবলীস এই মাযহাবকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে স্বীয় উদ্দেশ্য হাছিল করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং তাদের ঐক্য বিনষ্ট করা। অথচ

৯৭. ইবনুল কাইয়িম, ইলামুল মুয়াক্কিঈন, ২/১৮৪।
৯৮. ইমাম রাযী, তাফসীরে কাবীর ৪/১৩১।
৯৯. সুনানে দারাকুতনী, হা/৬১১।
১০০. আয-যায়লাঈ, নাছবুর রেওয়াইয়াহ, (মাকতাবুল ইসলামী, বৈরূত), ১/৪৮।

কোন ইমামই বলেননি যে, তোমরা আমার মতের অনুসরণ কর। বরং তাঁরা এর বিপরীতে বলেছেন, তোমরা সেখান থেকে শরী'আত গ্রহণ কর, যেখান থেকে আমরা গ্রহণ করেছি। তদুপরী এ সকল মাযহাবের সাথে যুক্ত হয়েছে পরবর্তীকালের বহু মনীষীর অনেক চিন্তা-চেতনা। যার মধ্যে অনেক ভুল রয়েছে এবং এমন বহু কাল্পনিক মাসআলা রয়েছে যা ঐসব ইমামগণ যদি দেখতেন, যাঁদের মাযহাবের নাম দিয়ে এগুলো চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাহ'লে অবশ্যই তাঁরা ঐ সকল মাসআলা ও তার আবিষ্কারকদের থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে ঘোষণা করতেন।

৪- তাক্বলীদ সুন্নাতের অনুসারীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে : তাক্বলীদপন্থীগণ নিজেদের অনুসরণীয় মাযহাব ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে হক গ্রহণ করে না এবং তারা কামনা করে না যে, কোন সুন্নাতের অনুসারীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হোক। এমনকি তারা সুন্নাতের অনুসারীকে যে কোন মূল্যে অপমান করার চেষ্টায় রত থাকে। যার ফলে সুন্নাতের অনুসারীগণ তাদের সুন্নাতী আমল বিদ'আতীদের সামনে প্রকাশ করতে ভয় পায়। তা সত্ত্বেও সুন্নাতের অনুসারীগণ তাদের সুন্নাতী আমল প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। ফলে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এমনকি সুন্নাতের অনুসারীগণ শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। অবশেষে মসজিদ পৃথক করতে বাধ্য হয়।

৫- তাক্বলীদ অমুসলিমকে ইসলামে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করে : কোন অমুসলিম যখন ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মুসলিম হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, তখন তার সামনে উদ্ভাসিত হয় চার মাযহাব। সে চিন্তা করে কোন মাযহাব ছহীহ, যাতে সে প্রবেশ করবে? হানাফী মাযহাবের আলেমের নিকটে গেলে সে নিজ মাযহাবকে ছহীহ বলে আখ্যা দেয় এবং তাতে প্রবেশ করার আহ্বান জানায়। শাফেঈ মাযহাবের আলেমের নিকট গেলে সে নিজ মাযহাবকে ছহীহ বলে আখ্যা দেয় এবং তাতে প্রবেশের আহ্বান জানায়। মালেকী মাযহাবের আলেমের নিকটে গেলে, সে নিজ মাযহাবকেই ছহীহ বলে অখ্যা দেয় এবং তাতে প্রবেশ করার আহ্বান জানায়। হাম্বলী মাযহাবের আলেমের নিকটে গেলে সে নিজ মাযহাবকেই ছহীহ বলে আখ্যা দেয় এবং তাতে প্রবেশ করার আহ্বান জানায়। তখন অমুসলিম ব্যক্তির মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ফলে সে এক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করা হ'তে বিরত থাকতে বাধ্য হয়।

৬- তাক্বলীদ হ'ল বিনা ইলমে আল্লাহ সম্বন্ধে কথা বলা : বিনা ইলমে আল্লাহ সম্বন্ধে কথা বলা সবচেয়ে বড় হারাম সমূহের মধ্যে একটি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوْا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ.

'বল, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র শরীক করা, যার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না' *(আ'রাফ ৩৩)*। আর বিনা ইলমে আল্লাহ সম্বন্ধে কথা বলার অনেক ঘটনা রয়েছে। তন্মধ্য হ'তে একটি হ'ল, যারা হানাফী মাযহাবের তাক্বলীদ করে তারা একটি মিথ্যা বানোয়াট ঘটনা বর্ণনা করে থাকে। ঘটনাটি হ'ল খিযির (আঃ) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট হ'তে শারঈ ইলম অর্জন করেছেন। খিযির (আঃ) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকট পাঁচ বছর অবস্থান করেন। অতঃপর যখন ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) মৃত্যুবরণ করলেন, তখন খিযির (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকটে অনুমতি চাইলেন যে, তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকটে তার কবর হ'তেই ফিকহী ইলম অর্জন করবেন। তারপরে তিনি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকটে তার কবর হ'তে পঁচিশ বছর যাবত ফিকহী ইলম অর্জন করেছেন।[১০১]

ইমামদেরকে সম্মান করা আবশ্যক :

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে তাদের পূর্বপুরুষ তথা ছাহাবীগণ, ইমামগণ ও নেক্কার ব্যক্তিগণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ– 'যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু' *(হাশর ১০)*।

অতএব মুমিনদের কর্তব্য হ'ল ইমামদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, তাঁদের মাগফিরাতের জন্য দো'আ করা, তাঁদের ইলম দ্বারা নিজে উপকৃত হওয়া এবং অহি-র বিধানকে ইমামদের কথার উপর বিনা দ্বিধায় প্রাধান্য দেয়া। কিন্তু অহি-র বিধানকে উপেক্ষা করে ইমামদের কথাকে প্রাধান্য দেয়া কখনই বৈধ নয়। কেননা ইমামগণ কেউ ভুলের উর্ধ্বে নয়।

---

১০১. মুহাম্মাদ ঈদ আব্বাসী, বিদ'আতুত তা'আছ্ছুবিল মাযহাবী, ২/৭০।

সকলেই তাদের ইজতিহাদে কিছু না কিছু ভুল করেছেন। কিন্তু ভুল করলেও তাঁরা নেকী পেয়েছেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন, 'কোন বিচারক ইজতিহাদে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তার জন্য আছে দু'টি নেকী। আর বিচারক ইজতিহাদে ভুল করলে তার জন্যও রয়েছে একটি নেকী'।[১০২]

সুতরাং ইমামদেরকে যথাযথ সম্মান করতে হবে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তাদের অভিমতকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। পক্ষান্তরে তাঁদের কোন কথা কুরআন-হাদীছের বিপরীত হ'লে তা বর্জন করতে হবে এবং কুরআন-হাদীছের নির্দেশকে অবনত মস্তকে মেনে নিতে হবে।

মাযহাবী দ্বন্দ্ব অবসানের উপায় :

মাযহাবী দ্বন্দ্ব অবসানের অন্যতম উপায় হ'ল- (ক) মাযহাবী গোঁড়ামিকে পদদলিত করে কিতাব ও সুন্নাহর যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা। রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী- تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوْا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ. 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি, যতদিন পর্যন্ত তোমরা ঐ দু'টি বস্তুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে- ১. আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) ও ২. তাঁর রাসূলের সুন্নাত (হাদীছ)'।[১০৩] (খ) কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তাক্বলীদ না করে একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরে যাওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং আনুগত্য কর আমীরের। কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে, তা সোপর্দ কর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নিকটে। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর' *(নিসা ৫৯)*।

(গ) সার্বিক জীবনে অহি-র বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাপ-দাদার দোহাই না দিয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেয়া। আল্লাহ তা'আলার বাণী, 'যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি তার অনুসরণ করব। এমনকি তাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না তথাপিও'? *(বাক্বারাহ ১৭০)*।

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায় যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে। তিনি বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ. 'আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে' *(যারিয়াত ৫৬)*। আর ইবাদত কিভাবে করতে হবে তাও তিনি অহী মারফত জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ইবাদতের মূল দিক নির্দেশিকা হ'ল কুরআন ও হাদীছ; মানুষের রায় বা মত নয়। তাই মাযহাবী গোঁড়ামি ত্যাগ করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কেবলমাত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করলেই সকল সমস্যার সমাধান পাওয়া সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ মনমানসিকতা। অর্থাৎ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সামনে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণের মানসিকতা, যা মানুষকে হক্ব গ্রহণে সহায়তা করবে এবং মাযহাবী দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

---

১০২. বুখারী, হা/৭৩৫২ 'বিচারক ইজতিহাদে ঠিক করুক বা ভুল করুক তার প্রতিদান পাবে' অধ্যায়।
১০৩. সিলসিলা ছহীহাহ, ৪/১৭৬১।

মানবাধিকার ও ইসলাম

*শামসুল আলম**

প্রারম্ভিকা : অশান্ত পৃথিবীর বিক্ষুব্ধ জনতার আর্তচিৎকারের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে উন্মুক্ত গগনের মুক্ত পবন আজ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। বিশ্বে কোটি কোটি অভুক্ত বনু আদমের অমানবিক জীবন প্রবাহের নিদারুণ চিত্র সচেতন মানুষকে ব্যথিত করছে। পাশাপাশি তথাকথিত গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ডামাডোলে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মারণাস্ত্র ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতা আজ বিবেকবান সকল মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে। অথচ (প্রায় ১৪ বছর পূর্বের) এক রিপোর্টে দেখা যায় বিশ্বে প্রতিদিন ১শ' ১৫ কোটি শিশু অভুক্ত অবস্থায় রাত কাটায়।[১০৪] কি চমৎকার বৈপরীত্য? শক্তিধর দেশগুলোর কাছে দরিদ্র ও ৩য় বিশ্বের জনগণ যেন বড় অসহায়। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের জনগণের অবস্থা আজ ত্রাহি ত্রাহি। বর্তমানে যারাই তথাকথিত মানবাধিকারের সবক দিতে আসে তাদের দ্বারাই তা পদলিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আবার তারাই ঐসব দরিদ্র দেশগুলোকে সাহায্যের লোভ দেখিয়ে এগিয়ে আসে। এ যেন সেই নীরিহ ছাগলের জন্য বাঘের সাহায্যের (?) হাত দেখানো। বিশ্বে শত শত বিলিয়ন ডলার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে ব্যয় হচ্ছে। অথচ ঐসব টাকা দিয়ে যদি গরীব মিসকীন অসহায় মানুষের খেটে খাওয়ার জন্য গরীব দেশগুলোতে মিল, কলকারখানা, হাসপাতাল প্রভৃতি কর্মমুখী ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হ'ত তাহ'লে লক্ষ কোটি মানুষ নির্বিঘ্নে তাদের জীবন পরিচালনা করতে পারত। প্রশ্ন হ'ল, এগুলো করলে শক্তিধর মোড়ল ধনী দেশগুলো তথাকথিত 'মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার যিকির' তো আর করতে পারবে না।

মানবাধিকার শব্দটি বর্তমান বিশ্বে ব্যাপক আলোচিত বিষয়। জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের বেশ কিছু কনভেনশন বা প্রস্তাবনা রয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) পর ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় League of Nations বা 'জাতিপুঞ্জ'। এ সংস্থা উল্লেখযোগ্য কার্য বাস্তবায়ন করতে না পারায় ২য় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯-১৯৪৫) গোটা বিশ্ব যখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত, তখন কতিপয় রাষ্ট্রের উদ্যোগে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবরে বিশ্ব সম্প্রদায় 'জাতিসংঘ' গঠন করে। এরপর ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর 'সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ' নামে একটি ঘোষণা দেয়া হয়। যা বিশ্ব সম্প্রদায়ের নিকট গৃহীত হয়। এক্ষণে মানবাধিকার আইন বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সর্বজনীন মানবাধিকার আইনের বিশ্লেষণ করতে গেলে নানা দিক নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন। সে সাথে ইসলামের আলোকে এর মূল্যায়নও যরূরী। নিম্নে মানবাধিকার বিষয়ে আলোচনা করা হ'ল।-

'মানবতা' শব্দটির তাৎপর্য মানবতা শব্দের বিশ্লেষণে নিহিত। এই শব্দটি চারটি বর্ণ সমন্বয়ে গঠিত। তা হচ্ছে মা+ন+ব+তা। এর মধ্যে চারটি বিষয় নিহিত আছে। যেমন মা=মানুষ ন=নীতি, ব=বাস্তবায়ন, তা=তাগাদা। অর্থাৎ মানুষের নীতি বাস্তবায়নের তাগাদাই হ'ল মানবতা।[১০৫] বিশেষ্যবাচক এ মানবাধিকার পদটিকে বিশ্লেষণ করলে পৃথক দু'টি শব্দ বেরিয়ে আসে। তার একটি হ'ল 'মানব' (Human), অপরটি হ'ল 'অধিকার' (Right)।

অধিকার (Right) : 'অধিকার' শব্দটি ছোট হ'লেও এর গুরুত্ব ও প্রয়োগ বিশাল ও ব্যাপক। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে একে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। যেমন- কারও মতে, বর্তমান কালে 'অধিকার' বলতে আইন দ্বারা সীমিত একজন ব্যক্তির কোন কিছু করার স্বাধীনতা, কোন কিছু নিজের অধীনে রাখা বা অন্যের কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করাকে বুঝায়। আইনের ভাষায় বলা যায়, অধিকার হল- একটি স্বার্থ, যা সংবিধান বা সাধারণ আইন দ্বারা সৃষ্ট বা বলবৎযোগ্য হয়।[১০৬]

এখানে স্মর্তব্য যে, অধিকারের সাথে 'কর্তব্য' কথাটি সম্পৃক্ত। অন্যরা কর্তব্য পালন না করলে আমার পক্ষে অধিকার ভোগ করা সম্ভব নয়। যেমন- অন্যদের কর্তব্য হ'ল আমাকে পথ চলতে দেয়া। যদি তারা এ কর্তব্য পালন না করে, তাহ'লে আমার পথ চলার অধিকারের কোন অস্তিত্ব থাকে না। তেমনি আমার কর্তব্য হল, অন্যদের পথ চলতে দেয়া। আমি যখন অন্যদের পথ চলতে দেব, কেবল তখনই আমার নিজের পথ চলার অধিকার তাদের কাছ থেকে দাবী করতে পারব। তাই অধ্যাপক লাস্কি বলেন, My rights are built always upon my function to the well being of society; and the claim I make must, clearly enough, be claims that are necessary to the proper performance of my function. My demands upon society are demands which ought to receive recognition because a recognizable public interest is involved in their recognition.[১০৭]

আধুনিক রাষ্ট্র উৎপত্তির পূর্বে মানুষের 'অধিকার' এর জন্ম হয়েছে, না পরে হয়েছে- এ নিয়ে পণ্ডিত মহলের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ মনে করেন, মানুষ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণের পর থেকেই তার অধিকারের বিষয়টি চলে এসেছে। যেমন John locke-এর মতে, মানুষ স্বভাবতঃই কিছু অধিকার নিয়ে জন্ম লাভ করে, যাকে প্রাকৃতিক অধিকারও বলা হয় এবং যা প্রাক রাষ্ট্রীয় যুগেও বর্তমান ছিল।

** সহকারী শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১০৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৪ই আশ্বিন, সোমবার, ১৪০৪ বাংলা।

১০৫. ডঃ আনসার আলী খান, আন্তর্জাতিক আইন (ঢাকা: কামরুল বুক হাউস), পৃ. ৪২২।

১০৬. Dr. A.B.M. Mofijul Islam Patwari and Md. Akhtaruzzaman, Elements of Human Rights and legal Aids, (Dhaka), P. 1.

১০৭. ড. রেবা মণ্ডল ও ড. শাহজাহান মণ্ডল, মানবাধিকার আইন সংবিধান ইসলাম এনজিও (ঢাকা : শামস পাবলিকেশন্স), পৃঃ ১-২।

পক্ষান্তরে Gettel-এর মতে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে মানুষের অধিকার ভোগ করা সম্ভব নয়। কেননা রাষ্ট্র অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা না দিলে সে অধিকার অর্থহীন। অতএব রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রীয় আইনই অধিকার সৃষ্টি করে এবং তা ভোগ করার নিশ্চয়তা দেয়।[১০৮] অর্থাৎ অধিকার হ'ল, সেই বিষয়বস্তু যা মানুষের জন্ম থেকে শুরু হয়, যাকে আমরা প্রাকৃতিক অধিকার বলে থাকি, যা আধুনিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পূর্ব থেকে ছিল। অতঃপর সেই অধিকারগুলো মানুষ আধুনিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এনে আরও সুন্দর, সাবলীল, গ্রহণযোগ্য করে আইনী কাঠামোতে রূপান্তরিত করেছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে, মানুষের অধিকার কিছু জন্মগত হ'লেও সবকিছু রাষ্ট্র দ্বারা সৃষ্ট ও রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। প্রচলিত আইন বিজ্ঞানীদের যুক্তি হ'ল রাষ্ট্র যতক্ষণ না কোন অধিকার সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ আইনত ও ব্যবহারগত কোন অধিকার আদায় করতে পারবে না। তাই এখানে রাষ্ট্র মানুষের অধিকার আদায়ে ব্যর্থ হ'লে সব ব্যর্থ। বাস্তবে গণতন্ত্রকামী দেশগুলোতে এক্ষেত্রে ব্যর্থতার চিত্রই দেখা যাচ্ছে।

আধুনিক রাষ্ট্রে আইন প্রণেতাগণ জনগণের চাহিদানুযায়ী আইন প্রণয়ন করে অথবা একটাতে সমাধান না হ'লে দ্রুত ভিন্ন আর একটা আইন রচনার রাস্তা বের করতে হয়। বাংলাদেশে জনগণের জন্য এরকম অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা জনগণের কল্যাণের (?) জন্য স্বাধীনতাত্তোর ৪০ বছরে অন্তত ১৫বার সংবিধান সংশোধন করেছে। তবুও এদেশের মানুষের অধিকার আদায় ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। আমেরিকা, ফ্রান্স, ভারত সহ সব দেশে অসংখ্যবার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। তবু তারা তাদের অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেন হালে পানি পাচ্ছে না। সবটাতে গোল-পাক খাচ্ছে। বিষয়টি অতীব কঠিন। কারণ, প্রকৃত অর্থে আইন বিজ্ঞানীগণ অধিকার সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা অস্পষ্ট এবং অপূর্ণাঙ্গ। প্রচলিত এ সংজ্ঞা ও আইনের কোন স্থিতি নেই; নেই কোন কমিটমেন্ট। ফলে তার কার্যকারিতাও নেই। তাই মানুষকে আসতে হয় ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকার :

ইসলামে রয়েছে মানুষের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত সুসংবদ্ধ নীতিমালা ও ব্যাখ্যা। মানুষের নিজস্ব যুক্তি-বুদ্ধি সেখানে অচল। ইসলামের সে ব্যাখ্যার মধ্যে রয়েছে মানবতার রক্ষাকবচ। তাইতো মহান আল্লাহপাক কুরআন মজীদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا– 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কোন বিষয়ে ফায়ছালা করলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর নিজেদের কোন ব্যাপারে অন্য কোন সিদ্ধান্তের এখতিয়ার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে' *(আহযাব ৩৬)*।

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, মানুষের কল্যাণকর্ম তথা অধিকারের ক্ষেত্রে কারও কোন কমবেশী করার সুযোগ নেই এবং কোনরূপ সংশোধন করারও সুযোগ নেই। ইসলামে অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর সম্পর্কিত। শাসক-শাসিতের সম্পর্ক কেমন হবে তা উল্লেখ আছে। একইভাবে পিতা-মাতার উপর সন্তানের, সন্তানের উপর পিতা-মাতার অধিকার কেমন হবে তার ঘোষণা রয়েছে। অনুরূপভাবে স্ত্রীর উপর স্বামীর, স্বামীর উপর স্ত্রীর, নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, সঙ্গী-সাথী, গরীব-মিসকীন, নিঃস্ব, ইয়াতীম, মুসাফির, হিন্দু, খৃষ্টান, রোগী, অসহায় ব্যক্তি, শ্রমিক সহ পৃথিবীর সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পরস্পরের উপর অধিকার কেমন হবে তা ইসলামে নির্ধারিত রয়েছে। এমনকি জীব-জন্তু, পশু-পাখির সাথেও কেমন আচার-আচরণ করতে হয় তার স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। কিন্তু অনেক আধুনিক পণ্ডিত তা জানে না। যেমন-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর ইহসান অত্যাবশ্যক করেছেন। অতএব তোমরা যখন হত্যা করবে, দয়ার্দ্রতার সাথে হত্যা করবে। আর যখন যবেহ করবে, তখন দয়ার সঙ্গে যবেহ করবে। তোমাদের সবাই যেন ছুরি ধারালো করে নেয় এবং তার যবেহকৃত জন্তুকে কষ্টে না ফেলে'।[১০৯] তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি একটি চড়ুই পাখি যবেহ্র সময়ও দয়া প্রদর্শন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন'।[১১০]

অন্য এক হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে জিনিসের মধ্যে প্রাণ আছে, তোমরা তাকে লক্ষ্যবস্তু বানিও না'।[১১১]

এ রকম বহু দৃষ্টান্ত দেয়া যাবে ইসলাম মানুষ ও সৃষ্টিকুলের জন্য কত উদারতা ও মহানুভবতা দেখিয়েছে। অথচ বহু বছর ধরে অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী ও আইন প্রণেতাগণ মানুষের অধিকার সম্পর্কে আধো আধো হ'লেও কিছু যুক্তি-দলীল পেশ করেছেন, কিন্তু পশু-পাখির উপর নিষ্ঠুর আচরণ করা যাবে না মর্মে কোন দেশের সংবিধানে কোন আইন লিখিত আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু চিরন্তন অবিস্মরণীয় এক শাশ্বত বিধান ইসলামে শত শত বছর পূর্বে তা সংরক্ষিত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে পৃথিবী যতদিন টিকে থাকবে। সুতরাং এ কথা আমরা দ্বিধাহীনচিত্তে ঘোষণা করতে পারি যে, অধিকার বিষয়ে মানুষ প্রদত্ত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা নয়; কুরআন-ছহীহ সুন্নাহতেই তার চমৎকার সমাধান রয়েছে।

---

১০৮. প্রাগুক্ত।

১০৯. মুসলিম হা/৪৯৪৯, অধ্যায়-৩৫, অনুচ্ছেদ-১১; মিশকাত, হা/৪০৭৩ 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়।

১১০. সিলসিলা ছহীহা, হা/২৭।

১১১. মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৭৬ 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়।

আইনগত অধিকার (Legal Rights) : আইনগত অধিকার হ'ল সে অধিকার যা কোন আইন দ্বারা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত থাকে। এটা রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ও বাস্তবায়িত হয়। এটা কেউ লংঘন বা অমান্য করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। যেমন- আমার পথ চলার অধিকার, ধর্মীয় কাজ সম্পন্ন করার অধিকার। এ কাজে কেউ বাধা দিলে তার প্রতিকার পাওয়া যাবে। কিন্তু কোন বিড়ালের সাথে নিষ্ঠুর আচারণ করা হ'লে[১১২] বা ভিক্ষুকের সাথে যদি খারাপ আচরণ করা হয়, তবে তার কোন আইনগত প্রতিকার পাওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কাজেই বৃহত্তর অর্থে আইনগত অধিকার বলতে আমরা সেই অধিকারগুলোর কথা বলতে পারি যা কেবল রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইনের আওতায় রচিত।

ইসলামের দৃষ্টিতে আইনগত অধিকার :

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের জন্য কতগুলো অধিকার রয়েছে যা ইসলামী রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের পক্ষে কোন সংস্থা কর্তৃক প্রণয়ন ও বলবৎ হয়ে থাকে। তবে এটা কুরআন-ছহীহ সুন্নাহ্র বাইরে নয়। এই আইন কেউ লংঘন করলে তাকে শাস্তি পেতে হয়। যেমন- মালিকানার অধিকার, মজুরী প্রাপ্তির অধিকার, মোহরানা প্রাপ্তির অধিকার, প্রতিশোধ ও প্রতিদানের অধিকার ইত্যাদি। তদ্রূপ কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে পাল্টা ইসলামী আদালত দ্বারা কিছাছ বা মৃত্যুদণ্ড পেতে হবে। অনুরূপ স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক, কেউ চুরি করলে তাকে শাস্তি পেতে হয়। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ-

'পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্ত ছেদন কর, তা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড, আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়' *(মায়েদাহ ৩৮)*।

অনুরূপভাবে আমানতের মাল আমানত গ্রহণকারীর কোন প্রকার কাজের ফলে বিনষ্ট না হয়ে আপনা হ'তে বিনষ্ট হয়ে গেলে আমানত গ্রহণকারীকে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না'।[১১৩]

ইবনু ওমর (রাঃ) সূত্রে রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গিয়েছিল। সে তাকে বেঁধে রেখেছিল। সে তাকে খাবারও দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেতে পারত'।[১১৪] পরে বিড়ালটি মারা গেল। এখানে কেবল ইসলামী আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জনগণের পারস্পরিক স্বার্থ সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা রয়েছে তাই নয়, বরং তা পশু-পাখিসহ সকল ক্ষেত্রে অত্যন্ত দূরদর্শিতার সাথে রচিত হয়েছে।

মানবাধিকার (Human Rights) : সমকালীন প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার যে অর্থ বহন করে, কয়েক দশক আগেও এর অর্থ এরূপ ছিল না। তাই সংজ্ঞা হিসাবে 'মানবাধিকার' শব্দটি কলা বিজ্ঞান ও আইন বিজ্ঞানে খুব সাম্প্রতিক সংযোজন। 'মানবাধিকার' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হ'ল মানবের অধিকার। অর্থাৎ মানুষ হিসাবে প্রতিটি মানব সন্তানের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত অধিকার সমূহ হচ্ছে মানবাধিকার। প্রতিটি মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার সমূহ এর অন্তর্ভুক্ত। আরো বিস্তৃত পেক্ষাপটে মানবাধিকার পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা, গোষ্ঠী, লিঙ্গ, নির্বিশেষে মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকারগুলো তার সত্ত্বার সাথে একীভূত হয়ে পড়ে। প্রতিটি মানব সন্তান মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েই হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করে ক্রন্দন ধ্বনি উচ্চারণের মাধ্যমে তার অধিকারগুলো ব্যক্ত করে সারা বিশ্বের কাছে তার অধিকারের কথা জানিয়ে দেয়।[১১৫]

এখানে কেবল মানুষের অধিকারের বিষয়টি এসেছে। আসলে মানুষের সাথে সম্পর্কিত সব ধরনের আচার-ব্যবহার, নীতি, আচরণ, ব্যবস্থা রীতি, আইন বিধি, কার্যক্রম ও কার্যব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রয়োজন ও চাহিদা, প্রয়োগ ও প্রযুক্তি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, কার্য, চিন্তা জীবন, জড়জগৎ, চিন্তাজগৎ, প্রাণী জগৎ তথা বিশ্ব প্রকৃতির সবকিছু মানবাধিকারের সাথে সম্পৃক্ত।[১১৬] যেমন- আমার গৃহে নিরপদ্রপ জীবন-যাপন যেমন আমার অধিকার, প্রাপ্ত বয়স্ক দু'জন অবিবাহিত যুবক-যুবতীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও সন্তান উৎপাদনও তাদের তেমন অধিকার। সেন্সরশীপ আরোপ করে মত প্রকাশ, প্রচার ও কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি যেমন মানবাধিকার লজ্ঘন, ঠিক তেমনি আইন সম্মত কারণ ও পরোয়ানা ব্যতিরেকে গ্রেফতার, আটক, নির্যাতন, হয়রানি সবই মানবাধিকার লজ্ঘন।

এখনও বাংলাদেশ সহ বিশ্বে লক্ষ-কোটি নিরপরাধ বনু আদম বিনা বিচারে যুগ যুগ ধরে কারাগারে নিক্ষিপ্ত রয়েছে। একটি স্বাধীন দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য প্রফেসরদেরকেও মিথ্যা মামলায় বছরের পর বছর বিচারের কাঠগড়ায় অমানবিকভাবে হাজিরা দিতে হয়। এটা কি মানবাধিকারের লংঘন নয়?

এক সময় কেউ কেউ বলেছেন, মানুষের অধিকার ও মানবাধিকার এক জিনিস নয়। কারণ মানবাধিকার যাকে এক সময় বলা হ'ত পুরুষের অধিকার (Rights of man)। যেখানে অধিকার বলতে পুরুষেরই ছিল, নারীর কোন অধিকার ছিল না।

১১২. *মানবাধিকার আইন সংবিধান ইসলাম এনজিও, পৃঃ ৩।*
১১৩. *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, সংকলনে : গবেষণা পরিষদ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ), পৃঃ ৪২১।*
১১৪. *বুখারী হা/৩০১৮।*
১১৫. *মোঃ মাহবুব-উল হক জোয়ার্দার, আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে মানবাধিকার (ঢাকা : বাংলা একাডেমী), পৃঃ ১।*
১১৬. *তদেব।*

এখানে তাই স্পষ্টত নারী-পুরুষের বৈষম্যের আভাস পাওয়া যায়। Thomas Paine সর্বপ্রথম ফ্রান্সে জাতীয় পরিষদ কর্তৃক ১৭৮৯ সালে গৃহীত 'পুরুষের অধিকার' ফরাসী ঘোষণার ইংরেজী (French Declaration of Rights of man and of the citizen) অনুবাদ মানবাধিকার পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন। পুরুষের অধিকার বললে তাতে নারীর অধিকার অন্তর্ভুক্ত হয় না বলেই পরবর্তীকালে মিসেস এলিয়ন রুজভেল্টের প্রস্তাবানুযায়ী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর গৃহীত সর্বজনীন ঘোষণায় 'মানবাধিকার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[১১৭] তাই মানবাধিকার এখন জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ভাষা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। মানবাধিকারের সবচেয়ে বড় দু'টো বৈশিষ্ট্য হ'ল একটি সহজাত অপরটি হস্তান্তর অযোগ্য। Paul Sheiegart মনে করেন এই বৈশিষ্ট্য দু'টির কারণেই মানবাধিকার অন্যান্য অধিকার থেকে আলাদা এবং অধিক মর্যাদাসম্পন্ন।[১১৮]

ক্লাসিক্যাল যুগ থেকে মধ্যযুগ হয়ে রেনেসাঁর শেষ সময়কাল পর্যন্ত বিভিন্ন মনীষীর রচনায় মানবাধিকারের ধারণা ও পরিচয় মেলে। যেমন- ফ্রান্সের বঁদীন ও জীন জ্যাক রুশো, ইটালীর হুগো গ্রোটিয়াস, ইংল্যান্ডের জন লক, ভ্যাটেল ও ব্লাক স্টোন এবং জার্মানীর কার্ল মার্কস। এঁদের লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে যে, 'মানুষ' হিসাবে মানুষ কিছু প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করার অধিকারী। কিন্তু কোন শাসক যখন মানুষকে এসব অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে তখনই তারা সোচ্চার হয়েছে, প্রতিবাদী হয়েছে। সুতরাং এ অধিকার শাসকেরা অনায়াসে মানুষকে দেয়নি, দিয়েছে একেবারে নিরুপায় হয়ে। ফলশ্রুতিতে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রণীত হয়েছে বিভিন্ন দলীল যেগুলোতে আনুষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষিত হয়েছে মানুষের অধিকার। যেমন- ইংল্যান্ডের ১২১৫ সালের Magna carta, ১৬২৮ সালের Petition of Rights, ১৬৮৯ সালের Bill of Rights ইত্যাদি। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে, মানবাধিকারের ধারণার বিকাশ ঘটেছে স্বেচ্ছাচারী শাসকদের স্বৈরতন্ত্রের ফল হিসাবে। কথাটি অকপটে স্বীকার করেছেন সাধারণ পরিষদের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আফগানিস্তানের Mr. Abdur Rahman Pazhwak। ১৯৬৬ সালে মানবাধিকার বিষয়ক দু'টো আন্তর্জাতিক চুক্তি গৃহীত হবার পর তিনি বলেছিলেন, 'Universal respect for human Rights is inseparable from world peace. At the root of all strife and tyranny, in the present as in the past, lies a violation of human rights in one form or another.[১১৯]

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, সমস্ত অধিকার মানুষের প্রকৃতিতে সহজাত ও হস্তান্তর অযোগ্য, যেগুলো পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য জাতি, বর্ণ, গোত্র, নারী-পুরুষ, রাজনৈতিক বা অন্যান্য অভিমত ইত্যাদি নির্বিশেষে সমভাবে প্রযোজ্য ও উপভোগ্য (equally applicable to and enjoyable by), যেগুলো মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য এবং যেগুলো ছাড়া মানুষ 'মানুষ' হিসাবে বেঁচে থাকতে পারে না সেগুলোই মানবাধিকার।

আর আইনগতভাবে বলা যায় যে, অধিকারগুলো মানবাধিকার হিসাবে বিশ্বের রাষ্ট্র সমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মাধ্যমে যে চুক্তি বা সনদ প্রণয়ন করেছে সেগুলো হল মানবাধিকার। এর ব্যবহার ও প্রয়োগ সমানভাবে সকল রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। যদিও এটা বর্তমানে বিতর্কিত। সনদগুলোর মধ্যে যেমন- Universal Declaration of Human Rights of 1948 (UDHR), International Covenant of civil and political Rights of 1966 (ICCPR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966 (ICESCR) ইত্যাদি। বিশ্ব ব্যবস্থায় বর্তমানে UDHR হ'ল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য মানবাধিকার সনদ। তবে এই সনদের ধারা ও প্রয়োগ বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। তাই একে সর্বজনীন আইনগত মানবাধিকার হিসাবে সর্বত্র প্রয়োগ সম্ভব নয়। কেননা এটা কোন রাষ্ট্র মানতেও পারে, আবার নাও পারে। কিন্তু অন্যত্র দৃষ্টি দিলে আমরা দেখব ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স সহ যেকোন দেশের সংবিধানে স্বীকৃত ও চিহ্নিত মানবাধিকারগুলো হ'ল আইনগত মানবাধিকার। কারণ এসব মানবাধিকার ঐসব রাষ্ট্রের সংবিধানে গৃহীত ও স্বীকৃত। বাংলাদেশ সংবিধানের ২য় ভাগে উল্লেখিত মূলনীতি অধিকার এবং ৩য় ভাগে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারগুলো হ'ল আইনগত মানবাধিকার। কেউ এটা লংঘন করলে তার উপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা রয়েছে।

কিন্তু আন্তর্জাতিক মানবাধিকার লংঘন করলে তার প্রতিকারের বিধান রয়েছে বটে, কিন্তু তার সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে না। কারণ জাতিসংঘ তথা জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ কয়েকটি পরাশক্তিধর দেশের হাতে বন্দী হয়ে পড়েছে। কায়েমী স্বার্থ ও হিংসার কবলে সেই মানবাধিকার ও মানবাধিকার সংস্থা যেন কারও কারও দাবার গুটি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর তা হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ এই মানবাধিকার এর উৎপত্তি ও ব্যবস্থা কখনও স্থায়ী ও সর্বজনীন ছিল না। সর্বদা আইনের অনুমিত ধারণা বশতঃ হয়ে সংযোজন-বিয়োজন চলছে। অথবা আইনের ফাঁক-ফোকরে বিশ্বে বিভিন্ন প্রান্তে তার যথেচ্ছ ব্যবহার করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য তাদের ভেটো পাওয়ার প্রয়োগ করছে। যেমন ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি না দেওয়ার ব্যাপারে এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো পাওয়ারই যথেষ্ট। যদিও গোটা বিশ্ব সম্প্রদায় ফিলিস্তীনীদের স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন দেয়। একইভাবে মিথ্যা গোয়েন্দা তথ্য অথবা কাল্পনিক তথ্যের উপর নির্ভর করে জাতিসংঘকে ব্যবহার করে ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃক ইরাককে ধ্বংস করা হয়। যেখানে ১৯৯২ সালে হামলার পর থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ১০ লাখ নারী

১১৭. মানবাধিকার আইন সংবিধান ইসলাম এনজিও, পৃঃ ৩-৪।
১১৮. তদেব, পৃঃ ৪।
১১৯. তদেব, পৃঃ ৪-৫।

বিধবা এবং ৪০ লাখ শিশু ইয়াতীম হয়েছে। ২৫ লাখ মানুষ হতাহত হয়েছে এবং ৮ লাখ নিখোঁজ রয়েছে।[১২০] এরই নাম আমেরিকার মানবাধিকার রক্ষা (?) অথচ আমরা বলি, বিশ্ব ব্যবস্থাপনা ও শান্তির গ্যারান্টি তথা মানবাধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত ব্যবস্থা রয়েছে শ্বাশত বিধান ইসলামে। যা কোন মানুষ থেকে আসেনি। সরাসরি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে এসেছে। সুতরাং এতে সামান্যতম কোন সন্দেহ বা কোনরূপ ভুলের আশঙ্কা নেই। কুরআনে বলা হয়েছে, ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ 'এটা সেই গ্রন্থ, যার মধ্যে কোনরূপ সন্দেহ নেই। আল্লাহভীরুদের জন্য এ গ্রন্থ হিদায়াত বা মুক্তিপথের দিশারী' *(বাক্বারাহ ২)*। এটা অপব্যবহার করারও কোন সুযোগ নেই। তেমনি এটা সংশোধনেরও ঊর্ধ্বে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইসলামে যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব তথা সমাধান বের করার ক্ষেত্রে গবেষণার মাধ্যমে কুরআন-ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে ইজতিহাদের দুয়ার খোলা রাখা হয়েছে। এটা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের সকল যোগ্য আলেমের জন্য খোলা থাকবে।

মানবাধিকারের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :

যতদূত জানা যায়, সর্বপ্রাচীন লিপিবদ্ধ আইন হচ্ছে রাজা হামুরাবি কর্তৃক প্রণীত বেবিলনীয় কোড (প্রায় ২১৩০-২০৮৮ খ্রীঃপূঃ) বা হামুরাবি কোড। লিখিত আইনের সূচনা হিসাবে এই 'কোড' খুব মূল্য বহন করে এবং পরবর্তীতে মানুষের অধিকার সংরক্ষণে রীতি-নীতি ও প্রথার চেয়ে লিপিবদ্ধ আইন অধিকতর ফলপ্রসূ হিসাবে বিবেচিত।[১২১]

এরপর সর্বপ্রথম যে আইনে মানুষের অধিকার যৎকিঞ্চিত হ'লেও ব্যক্ত করা হয়, তা হ'ল সিংহরাজের রাজত্বকালে সাইবেরীয়ান ব-দ্বীপে প্রণীত আইন। তবে এই আইনে জনগণের মৌলিক অধিকারের কথা উল্লেখ না থাকলেও তার সামনে দেশে সামন্ত প্রভু ও অভিজাত ব্যক্তিদের একটি সভা ডাকা হ'ত, যা বর্তমান কালের সাথে কিছুটা তুলনাযোগ্য। ১১৮৮ খৃষ্টাব্দে রাজা নবম আলফানসের নিকট থেকে এই সভা অভিজাত শ্রেণীর জন্য বেশ কিছু অধিকার আদায় করে নেয়। এসব অধিকারের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়। সেগুলোর মধ্যে ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা, জীবনের নিরাপত্তা, জীবনের মর্যাদা, বাসস্থান ও সম্পদের অলংঘনীয়তা। অর্থাৎ আইন ব্যতিরেকে তাদেরকে শারীরিকভাবে আটক, নির্যাতন, অসম্মান বা আইনানুগ বিচার ছাড়া কাউকে শাস্তি প্রদান বা কারও প্রাণ হরণ করা চলবে না; আইনসঙ্গত উপায় ব্যতিরেকে নিজ বসতবাটিতে তাদের বসবাসে অসুবিধা সৃষ্টি করা চলবে না বা উচ্ছেদ করা যাবে না ইত্যাদি।[১২২] পরবর্তীতে হাঙ্গেরীর রাজা ২য় এন্ড্রু ১২২২ সালে স্বর্ণা আদেশ দ্বারা রাজকীয়ভাবে 'সিংহসাম্রাজ্যের' মত ঘোষণা দেন যে, কোন রাজা বা আমীরকে প্রথমে কোন আইনে অভিযুক্ত করা ছাড়া আটক বা হত্যা করা চলবে না। এখানে আদালত কর্তৃক নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে আমীরকে বিচার কার্যের কথা স্বীকার করা হয়েছে। রুডলফ ভন ঝেরিং (১৮৫২-১৮৭৮) প্রায় সোয়াশ' বছর আগে উল্লেখ করেছেন যে, প্রাচীন রিপাবলিকান রোমে রাষ্ট্র কর্তৃক রোমান নাগরিকদের (বিদেশী বা দাসদের জন্য এ আইন নয়) সরকারের অংশগ্রহণে, সরকার নির্বাচনে, ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করার, সরকারী কর্মকর্তা নির্বাচন করার এমনকি পুলিশ প্রশাসনে অংশগ্রহণ করার অধিকার দেয়া হয়েছিল।

প্রখ্যাত আমেরিকান মনীষী ইয়ানটেমান (১৯৫৮) দেখিয়েছেন যে, রোমান আইন ব্যবস্থা রোমান পণ্ডিত ও আইনজ্ঞদের দ্বারা প্রণীত। এ আইন ব্যবস্থায় মানুষের অধিকার প্রয়োগ ও সংরক্ষণের যৌক্তিক উপায় রাখা হয়েছিল, যাতে করে সর্বসাধারণ তাদের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হ'তে পারে। সর্বপ্রথম রোমান সমাজেই ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। ইয়ানটেমানের এই অভিমত বর্তমানে ইউরোপ এবং যেসব দেশে কমন 'ল' চালু আছে সেসব দেশে গুরুত্ব সহকারে প্রযোজ্য। রোমান সমাজে যেগুলো মানুষের অধিকার বলে স্বীকৃত ছিল, তার প্রকাশ ও প্রতিফলন ইংলিশ ম্যাগনাকার্টাতে দেখা যায়। ইংল্যান্ডের রাজা জন রানীমেড নামক স্থানে ১২১৫ সালে এই ঐতিহাসিক দলীল গ্রহণ করতে বাধ্য হন।[১২৩]

তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, মানুষের অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতকে ইসলাম ধর্ম অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। যার ভিত্তিতে পরবর্তীতে বিশ্বমানবতার মুক্তি ও কল্যাণের জন্য মানব অধিকার বিষয়ক শব্দটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ গ্রহণ করে। তবে সমকালীন প্রেক্ষাপটে 'মানবাধিকার' যে অর্থ বহন করে, কয়েকশতক আগেও এর অর্থ এরূপ ছিল না। তাই সংজ্ঞা হিসাবে মানবাধিকার শব্দটি কলাবিদ্যায় ও আইন বিজ্ঞানে খুব সাম্প্রতিক সংযোজন। সেজন্য বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় শতকে 'মানবাধিকার', 'মানুষের অধিকার', 'মৌলিক অধিকার' কথাগুলো দ্বারা আসলে ঐ সমস্ত অধিকারকেই বোঝানো হয়, যেগুলো ১৮ শতকের শেষ ভাগ থেকে ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের মাধ্যমে সৃষ্ট এবং ফরাসী (১৭৮৯) ও আমেরিকান (১৭৭৬) বিপ্লবের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত।[১২৪] প্রকৃতপক্ষে ঐ বিপ্লব দু'টির মাধ্যমেই 'মানবাধিকার' শব্দের আধুনিক অর্থের আনুষ্ঠানিক গোড়াপত্তন হয়। যা নিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সরগরম।

(চলবে)

১২০. *মাসিক আত-তাহরীক, ১৪তম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, আগষ্ট ২০১১, পৃঃ ৪৪।*
১২১. *আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে মানবাধিকার, পৃঃ ৮।*
১২২. *তদেব, পৃঃ ৯।*
১২৩. *মানবাধিকার আইন সংবিধান ইসলাম এনজিও, পৃঃ ৭।*
১২৪. *আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে মানবাধিকার, পৃঃ ৬-৭।*

হাদীছের গল্প

মুমিনদের শাফা'আত

ক্বিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্‌র বিচারের পরে যারা সৎকর্মশীল তারা জান্নাতে চলে যাবে। আর মুমিনরা অন্য মুমিনদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সুফারিশ করবে। ফলে বহুমানুষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। এ সম্পর্কেই নিম্নোক্ত হাদীছটি।

আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা কতিপয় লোক জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! ক্বিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরের আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের কষ্ট হয় এবং মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল না, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! এ সময় চন্দ্র-সূর্য দেখতে তোমাদের যে অসুবিধা হয় ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে এর চেয়ে বেশী কোন অসুবিধা হবে না। যখন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা দিবেন, প্রত্যেক উম্মত যে যার ইবাদত করত সে যেন তার অনুসরণ করে। তখন যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করত, তাদের একজনও বাকী থাকবে না। সকলেই জাহান্নামের মধ্যে গিয়ে পড়বে। শেষ পর্যন্ত এক আল্লাহর ইবাদতকারী নেক্কার ও গুনাহগার ছাড়া আর কেউ বাকী থাকবে না। তারপর আল্লাহ তাদের নিকট আসবেন এবং বলবেন, তোমরা কার অপেক্ষায় আছ? প্রত্যেক উম্মত, যে যার ইবাদত করত, সে তার অনুসরণ কর। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো সে সব লোকদেরকে দুনিয়াতেই বর্জন করেছিলাম, যখন আজকের অপেক্ষায় তাদের কাছে আমাদের বেশী প্রয়োজন ছিল। আমরা কখনও তাদের সঙ্গে চলিনি। আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় আছে, তখন তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের রব আমাদের নিকট না আসেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এ স্থানে অপেক্ষা করব। যখন আমাদের প্রতিপালক আসবেন, তখন আমরা তাকে চিনতে পারব। আর আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণনায় আছে, আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের এবং তোমাদের প্রতিপালকের মধ্যে এমন কোন চিহ্ন আছে কি যাতে তোমরা তাঁকে চিনতে পারবে? তারা বলবে, হ্যাঁ। তখন আল্লাহ্‌র পায়ের নলা প্রকাশ করা হবে এবং বিশেষ আলো প্রকাশিত হবে। তখন যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহকে সিজদা করত, শুধু তাকেই আল্লাহ সিজদার অনুমতি দিবেন। আর যারা কারো ভয়ে কিংবা মানুষকে দেখানোর জন্য সিজদা করত, তারা থেকে যাবে। তারা পিঠের পিছনের দিকে চিৎ হয়ে উল্টে পড়ে যাবে। তারপর জাহান্নামের উপর দিয়ে পুলছিরাত পাতানো হবে এবং শাফা'আতের অনুমতি দেওয়া হবে। তখন নবী রাসূলগণ স্ব স্ব উম্মতের জন্য এ প্রার্থনা করবেন, হে আল্লাহ! নিরাপদে রাখ, নিরাপদে রাখ। অনেক মুমিন এ পুলছিরাতের উপর দিয়ে চোখের পলকে পার হয়ে যাবে। অনেকেই বিদ্যুতের গতিতে পার হবে। অনেকেই বাতাসের গতিতে পার হবে। অনেকেই ঘোড়ার গতিতে পার হবে। আবার অনেকেই উটের গতিতে পার হবে। কেউ ছহীহ-সালামতে বেঁচে যাবে। আবার কেউ এমনভাবে পার হয়ে আসবে যে তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে। আবার কেউ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে জাহান্নামে পড়বে। অবশেষে মুমিনগণ জাহান্নাম হ'তে নিষ্কৃতি লাভ করবে। তারপর নবী করীম (ছাঃ) কসম করে বললেন, তোমাদের যে কেউ নিজের হক বা অধিকারের দাবীতে কত কঠোর তা তো তোমাদের কাছে স্পষ্ট। কিন্তু মুমিনগণ তাদের সে সমস্ত ভাইদের মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র সাথে আরও অধিক ঝগড়া করবে, যারা তখনও জাহান্নামে পড়ে রয়েছে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এ সমস্ত লোকেরা আমাদের সাথে ছিয়াম পালন করত, ছালাত আদায় করত এবং হজ্জ পালন করত। সুতরাং তুমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দাও। তখন আল্লাহ বলবেন, যাও তোমরা যাদেরকে চিন তাদেরকে জাহান্নাম হ'তে মুক্ত করে আন। তাদের মুখের আকৃতি জাহান্নামের আগুনের প্রতি হারাম করা হয়েছে। এজন্য তারা মুখ দেখে চিনতে পারবে। তখন তারা জাহান্নাম হ'তে অনেক লোক বের করে আনবে। তারপর বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! এখন সেখানে আর এমন একজন লোকও নেই যাকে বের করার জন্য আপনি আদেশ করেছেন। তখন আল্লাহ বলবেন, আবার যাও যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে বের করে আন। এতেও তারা বহু সংখ্যক লোককে বের করে আনবে। তারপর আল্লাহ বলবেন, পুনরায় যাও যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে বের করে আন। সুতরাং তাতেও তারা বহু সংখ্যক লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে। তারপর আল্লাহ বলবেন, আবার যাও যাদের অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকে বের করে আন। এবারও তারা বহুসংখ্যক লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে এবং বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! ঈমানদার কোন ব্যক্তিকে আমরা জাহান্নামে রেখে আসিনি। তখন আল্লাহ বলবেন, ফেরেশতাগণ, নবীগণ এবং মুমিনগণ সকলেই শাফা'আত করেছেন। এখন আমি পরম দয়ালু ব্যতীত আর কেউ বাকী নেই। এ বলে তিনি মুষ্টি ভরে এমন একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করবেন যারা কখনও কোন নেক কাজ করেনি, যারা জ্বলে-পুড়ে কালো কয়লা হয়ে গেছে। অতঃপর তাদেরকে জান্নাতের সামনে একটি নহরে ঢেলে দেওয়া হবে, যার নাম হ'ল 'নহরে হায়াত'। এতে তারা স্রোতের ধারে যেমনভাবে গাছের বীজ গজায়, তেমনিভাবে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সজীব হয়ে উঠবে। তখন তারা সেখান থেকে বের হয়ে আসবে মুক্তার মত চকচকে হয়ে। তাদের কাঁধে সীল মোহর থাকবে। জান্নাতীরা তাদের দেখে বলবে এরা পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র মুক্তকৃত দাস। আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন, অথচ তারা পূর্বে কোন আমল বা কোন কল্যাণের কাজ করেনি। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, এ জান্নাতে তোমরা যা দেখছ, তা তোমাদেরকে দেওয়া হ'ল এর সঙ্গে অনুরূপ পরিমাণ আরও দেওয়া হ'ল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৪১)*। দুনিয়াতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করলে কিংবা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করলে পরকালে ঐ উপাস্য-মা'বূদ ও শরীকদের সাথেই জাহান্নামে যেতে হবে। পক্ষান্তরে যারা কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখত, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করতো না; তারা কোন নেকীর কাজ না করলেও এক সময় জান্নাতে যাবে তাদের ঈমানের কারণে। তাই আল্লাহ্‌র প্রতি খালেছ অন্তরে ঈমান আনতে হবে। তাহ'লে জান্নাত লাভ করা যাবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর প্রতি একনিষ্ঠভাবে ঈমান আনার তাওফীক্ব দিন- আমীন!

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

চিকিৎসা জগৎ

বাতরোগের চিকিৎসা

ওসটিওআর্থ্রাইটিস বা গিঁটে বাত শরীরের যে কোন জোড়ায় হ'তে পারে। তবে ওযন বহনকারী বড় জোড়ায় বেশী হয়। হাত ও পায়ের আঙুলের জোড়া, মেরুদণ্ডের জোড়া এবং হাঁটু, কাঁধ ও কটির জোড়ায় বেশী হয়। 'ওসটিও' শব্দের অর্থ হাড়, 'আর্থ্রো' শব্দের অর্থ জোড়া এবং 'ইটিস' অর্থ প্রদাহ। ওসটিওআর্থ্রাইটিস এমন একটি রোগ যেখানে জোড়ার তরুণাস্থি ও হাড়ের ক্ষয় হয় বেশী, কিন্তু প্রদাহ হয় কিঞ্চিত। একে স্বাভাবিক বাংলায় গিঁটে বাত বলে। ওসটিওআর্থ্রাইটিস শুধুমাত্র তরুণাস্থি হাড়ের ক্ষয় করে না, এটি জোড়ার লাইনিং (সাইনোভিয়াম), জোড়ার কভার (ক্যাপসুল) ও জোড়ার পেশিকে আক্রান্ত করে। গিঁটে বাত হ'লে জোড়া মসৃণ ও লুব্রিকেন্ট থাকে না এবং তরুণাস্থি ও তরুণাস্থির নিচের হাড় ক্ষয় হ'তে থাকে। জোড়ায় ব্যথা হয়, জোড়া জমে থাকে, মুভমেন্টে ব্যথা বেড়ে যায় ও ক্রেকিং (ক্রিপিটাস) শব্দ হয়, জোড়ায় প্রদাহ হ'তে থাকে এবং মাঝে মাঝে জোড়া আটকে যায়। জোড়ার পেশির খিঁচুনি হয় ও পেশি শুকিয়ে যায় এবং লিগামেন্ট লাক্সিটি হয়। ফলে জোড়া আনস্ট্যাবল হয়। মধ্যবয়সী ও বয়স্কদের ওসটিওআর্থ্রাইটিস বা গিঁটে বাত হয়। ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে এক-তৃতীয়াংশ লোক এবং ৭০ বছরের ঊর্ধ্বে ৭০% লোক ওসটিওআর্থ্রাইটিস বা গিঁটে বাতে ভুগে। ৫০ বছরের পূর্বে মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা এবং ৫০ বছরের পরে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা গিঁটে বাত বা ওসটিওআর্থ্রাইটিসে বেশি ভুগে।

কারণসমূহ : জেনেটিক (বংশগত), ওবেসিটি (অতিরিক্ত ওযন); গ্রন্থি সমস্যা- ডায়াবেটিস, এক্রোমেগালি এবং হাইপো হাইপারথাইরোডিজম। আর্থ্রাইটিস- সেপটিক, রিউমাটয়েড ও গাইটি আর্থ্রাইটিস; মেটাবোসিক (বিপাকীয়)- পেজেটস ও উইলসন ডিজিজ, জন্মগত বা অস্বাভাবিক হাড়ের বৃদ্ধি, স্নায়ু রোগ; আঘাতের কারণে জোড়া ডিসপ্লেসমেন্ট, হাড় ফ্র্যাক্সার, লিগামেন্ট ও তরুণাস্থি ইনজুরি হ'লে অল্প বয়সে গিঁটে বাত শুরু হয়।

লক্ষণসমূহ : হাঁটু, কটি, মেরুদণ্ড, পা ও হাতের জোড়ায় ব্যথা হয়; জোড়ার মুভমেন্টে ব্যথা বেড়ে যায়; রাতে এবং বিশ্রামে ব্যথা হ'লে বুঝতে হবে রোগ গুরুতর। সকালে ঘুম থেকে উঠার পর আধা ঘণ্টার কম সময় জোড়া জমে থাকে ওসটিওআর্থ্রাইটিসে। আর চল্লিশ মিনিটের বেশি সময় জোড়া জমে থাকে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে।

কটির জোড়া : কটির জোড়ায় ওসটিওআর্থ্রাইটিস বা গিঁটে বাত হ'লে কুঁচকি, নিতম্ব, উরুর ভিতর পাশে এবং হাঁটুতে ব্যথা হয়; জোড়া জমে যাওয়ার জন্য পায়ে মোজা পরতে অসুবিধা হয়; বিভিন্ন মুভমেন্ট সীমিত হয়; খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়।

ঘাড় ও কোমর : মেরুদণ্ডের মধ্যে ঘাড়ের নিচের দিকের এবং কোমরের হাড়ে (কশেরুকা) ওসটিওআর্থ্রাইটিস হয়। ঘাড়, বাহু, হাত, কোমর, লেগ ও পায়ে ব্যথা হয় এবং দুর্বলতা ও অবশ ভাব হ'তে পারে।

কাঁধ : ব্যথাযুক্ত কাঁধে কাত হয়ে ঘুমানো যায় না; হাত সামনে বা পাশে উঠাতে কষ্ট হয়; হাত দিয়ে জামার বোতাম লাগানো যায় না; মাথার চুল আঁচড়ানো কষ্টকর; প্যান্টের পিছনের পকেটে হাত দেয়া ও পিঠ চুলকানো যায় না; কখনও কখনও জোড়া ফুলে যায়; কখনও নড়াচড়ায় জোড়া ছুটে যাবে এমন মনে হয়।

হাঁটু : ফুলা ও ব্যথার জন্য হাঁটুর নড়াচড়া করা যায় না; নড়াচড়ার সময় ক্র্যাকিং (ক্রিপিটাস) শব্দ শুনতে বা বুঝতে পারা যাবে; রোগী বেশিক্ষণ বসলে হাঁটু সোজা করতে কষ্ট হয়; অনেক সময় হাঁটু আটকে যায়, রোগী হাঁটুকে বিভিন্নভাবে মুভমেন্ট করিয়ে সোজা করে; হাঁটুর পেশি শুকিয়ে যায় এবং হাঁটুতে শক্তি কমে যায়; উঁচু-নিচু জায়গায় হাঁটা যায় না, সিঁড়ি দিয়ে উঠা-নামা করতে এবং বসলে উঠতে কষ্ট হয়; হাঁটু ইনসিকিউর বা আনষ্ট্যাবল মনে হয়, দাঁড়াতে বা হাঁটতে চেষ্টা করলে মনে হয় হাঁটু ছুটে যাচ্ছে বা বেঁকে যাচ্ছে।

আঙ্গুল : হাতের আঙ্গুলের শেষের (ডিসটাল) জোড়ায় ব্যথা হয়; জোড়া জমে যায়; নতুন হাড় (হেবেরডেন নোডস) হয়ে জোড়া ফুলে যায়।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষা : রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা; এক্স-রে; জয়েন্ট স্পেস কমে, তরুণাস্থির নিচে হাড়ের মধ্যে সিস্ট ও ওসটিওফাইট (নুতন হাড়); এমআরআই।

চিকিৎসা : চিকিৎসার শুরুতেই ওসটিওআর্থ্রাইটিস বা গিঁটে বাতের কারণ এবং রোগের তীব্রতা নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। এ রোগ একবার শুরু হ'লে প্রকৃতির নিয়মে বাড়তে থাকে। তবে দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থা পরিবর্তন ও সুষ্ঠু কিছু নিয়মের মাধ্যমে ওসটিওআর্থ্রাইটিসের তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ এবং উপসর্গ লাঘব করা যায়।

কনজারভেটিভ বা মেডিকেল ব্যবস্থা : ওবেসিটি বা অতিরিক্ত ওযন কমাতে হবে। ফল, শাকসবজি, কম ক্যালোরি, কম সুগার ও কম চর্বি যুক্ত খাবার, শিম, মটরশুটি, চর্বিবিহীন গোশত, বাদাম ও অক্ষত খাদ্যশস্য ইত্যাদি খেতে হবে। স্ট্রেসিং ও পেশি শক্তিশালী হওয়ার ব্যায়াম জোড়ার মুভমেন্ট বজায় রাখে এবং জোড়া জমে যাওয়া লাঘব করে। ভুল ব্যায়াম জোড়ার ক্ষতি করে এবং রোগকে অতিরঞ্জিত করে। জোড়ার চারপাশের পেশি ও টিস্যু সংকুচিত হ'লে স্বাভাবিক মুভমেন্টে পুনঃরুদ্ধার করা বড়ই কঠিন। ওয়াকিং স্টিক, উঁচু চেয়ার, ব্রেচ বা হাঁটু সাপোর্ট ও কুশন যুক্ত জুতা ব্যবহার করলে কোমর, কটি ও হাঁটুর ব্যথা কম হবে। গরম ও ঠাণ্ডা সেঁক ব্যবহারে পেশির সংকোচন কমবে, রক্ত চলাচল বাড়বে এবং ব্যথা কমবে। বেদনানাশক ওষুধ সেবন। কনড্রিওটিন সালফট/ক্লোরাইড সেবনে তরুণাস্থি ক্ষয় নিবারণ হবে। ভিটামিন সি, ই ও ডি এবং ক্যালসিয়াম নিয়মিত সেবনে রোগের তীব্রতা কমে আসবে। ফিজিকেল থেরাপি এসডব্লিউডি, ইউএসটি ও টিইএনএস ব্যবহারে পেশির সংকোচন, জমে যাওয়া ও ব্যথা উপশম হবে। ইনজেকশন স্টেরয়েড ও হায়ালুরোনিক এসিড জয়েন্টে পুশ করলে রোগের উপসর্গ সাময়িক উপশম হবে। ইনজেকশন এক বছরে তিন বা চারের অধিকবার দেয়া নিষেধ।

সার্জিকেল চিকিৎসা : সার্জিকেল চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। কনজারভেটিভ চিকিৎসায় ভাল না হ'লে; রোগের উপসর্গ রোগীর দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থাকে অসহ্য করে তুললে; তরুণাস্থি ও হাড়ের ক্ষয় দ্রুত হচ্ছে; ক্রমান্বয়ে জোড়া বিকৃত হচ্ছে।

সার্জিকেল পদ্ধতি : আর্থ্রোস্কোপিক জয়েন্ট ল্যাভেজ। আর্থ্রোস্কোপিক ডেব্রাইডমেন্ট। রোটেশনাল ওসটিওটোমি। জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট। আর্থ্রোস্কোপিক বা জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট চিকিৎসায় রোগের উপসর্গ দ্রুত উপশম হবে।

॥ সংকলিত ॥

ক্ষেত-খামার

ভুট্টা চাষ পদ্ধতি

গ্রীষ্মকালীন ভুট্টা চাষে এখনই উপযুক্ত সময়। শুভ্রা, বর্ণালী ও মোহর জাতের ভুট্টার জন্য হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ কেজি এবং খই ভুট্টা জাতের ১৫-২০ কেজি হারে বীজ বুনতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৭৫ সেমি। সারিতে ২৫ সেমি দূরত্বে একটি গাছ রাখতে হবে। প্রতি হেক্টর জমিতে ২১৬-২৬৪ কেজি ইউরিয়া, ১৩২-২১৬ কেজি টিএসপি, ৭২-১২০ কেজি এমওপি, ৯৬-১৪৪ কেজি জিপসাম, ৭-১২ কেজি জিংক সালফেট, ৫-৭ কেজি বরিক এসিড ও ৪-৬ টন গোবর দিলে ফলন ভাল হয়।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে ইউরিয়ার এক-তৃতীয়াংশ ও অন্যান্য সারের সবটুকু ছিটিয়ে জমি চাষ দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া সমান ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বীজ গজানোর ২৫-৩০ দিন পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি বীজ গজানোর ৪০-৫০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। চারা গজানোর ৩০ দিনের মধ্যে জমি থেকে অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হবে। চারার বয়স এক মাস না হওয়া পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

ভুট্টার বীজ পচা এবং চারা গাছের রোগ দমন : বীজ পচা এবং চারা নষ্ট হওয়ার কারণে সাধারণ ক্ষেতে ভুট্টা গাছের সংখ্যা কমে যায়। নানা প্রকার বীজ ও মাটি বাহিত ছত্রাক যেমন পিথিয়াম, রাইজকটনিয়া, ফিউজেরিয়াম, পেনিসিলিয়াম ইত্যাদি বীজ বপন, চারা ঝলসানো, গোড়া ও শিকড় পচা রোগ ঘটিয়ে থাকে। জমিতে রসের পরিমাণ বেশি হ'লে এবং মাটির তাপমাত্রা কম থাকলে বপনকৃত বীজের চারা বড় হ'তে অনেক সময় লাগে। ফলে এ সময় ছত্রাকের আক্রমণের মাত্রা বেড়ে যায়। এ রোগের প্রতিকার পেতে হ'লে সুস্থ, সবল ও ক্ষতমুক্ত বীজ এবং ভুট্টার বীজ পচা প্রতিরোধী বর্ণালী ও মোহর জাত ব্যবহার করতে হবে। ভালভাবে জমি তৈরি করে পরিমিত রস ও তাপমাত্রায় (১৩ ডিগ্রি সে. এর বেশি) বপন করতে হবে। থিরাম বা ভিটাভেক্স (০.২৫%) প্রতি কেজি বীজে ২.৫-৩.০ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করলে ভুট্টার বীজ পচা রোগের আক্রমণ অনেক কমে যায়।

ভুট্টার পাতা ঝলসানো রোগ ও প্রতিকার : হেলমিনথোসপোরিয়াম টারসিকাম ও হেলমিনথোসপোরিয়াম মেইডিস নামক ছত্রাক ভুট্টার পাতা ঝলসানো রোগ সৃষ্টি করে। হেলমিনথোসপোরিয়াম টারসিকাম ছত্রাক থেকে আমাদের দেশে ভুট্টার পাতা ঝলসানো রোগ বেশি হ'তে দেখা যায়। এ রোগে আক্রান্ত গাছের নীচের দিকের পাতায় লম্বাটে ধূসরে বর্ণের দাগ দেখা যায়। পরবর্তী সময়ে গাছের উপরের অংশে তা বিস্তার লাভ করে। রোগের প্রকোপ বেশি হ'লে পাতা আগাম শুকিয়ে যায় এবং গাছ মরে যায়। এ রোগের জীবাণু গাছের আক্রান্ত অংশে অনেক দিন বেঁচে থাকে। জীবাণুর বীজকণা বা কনিডিয়া বাতাসের সাহায্যে অনেক দূর পর্যন্ত সুস্থ গাছে ছড়াতে পারে। বাতাসের আর্দ্রতা বেশি হ'লে এবং ১৮-২৭ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় এ রোগের আক্রমণ বেড়ে যায়। এ রোগ থেকে রক্ষা পেতে হ'লে রোগ প্রতিরোধী জাতের ভুট্টা 'মোহর' চাষ করতে হবে। আক্রান্ত ফসলে টিল্ট ২৫০ ইসি (০.০৪%) ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ভুট্টা উঠানোর পর জমি থেকে আক্রান্ত গাছ সরিয়ে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ভুট্টার মোচা-দানা পচা রোগ ও প্রতিকার : মোচা ও দানা পচা রোগ ভুট্টার ফলন, বীজের গুণাগুণ ও খাদ্যমান কমিয়ে দেয়। বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক যথা ডিপ্লোডিয়া মেডিস, ফিউজেরিয়াম মনিলিফরমি প্রভৃতি এ রোগ ঘটায়। আক্রান্ত মোচার খোসা ও দানা বিবর্ণ হয়ে যায়। দানা পুষ্ট হয় না, কুঁচকে অথবা ফেটে যায়। অনেক সময় মোচাতে বিভিন্ন দানার মাঝে বা উপরে ছত্রাকের উপস্থিতি খালি চোখেই দেখা যায়। ভুট্টা গাছে মোচা আসা থেকে পাকা পর্যন্ত বৃষ্টিপাত বেশি থাকলে এ রোগের আক্রমণ বাড়ে। পোকা বা পাখির আক্রমণে বা কাণ্ড পচা রোগে গাছ মাটিতে পড়ে গেলে এ রোগ ব্যাপকতা লাভ করে। রোগের জীবাণু বীজ অথবা আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশে বেঁচে থাকে। একই জমিতে বার বার ভুট্টার চাষ করলে এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ রোগের প্রতিকার হচ্ছে- একই জমিতে বার বার ভুট্টার চাষ না করা, জমিতে পোকা ও পাখির আক্রমণ রোধ করা, ভুট্টা পেকে গেলে তাড়াতাড়ি কেটে ফেলা ও কাটার পর ভুট্টার পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলা।

ভুট্টার কাণ্ড পচা রোগ ও প্রতিকার : বিভিন্ন প্রজাতির ছত্রাক যথা ডিপ্লোডিয়া মেডিস, ফিউজেরিয়াম মনিলিফরমি-এর কারণে কাণ্ড পচা রোগ হয়ে থাকে। প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে গাছের কাণ্ড পচে যায় এবং গাছ মাটিতে ভেঙ্গে পড়ে। জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি এবং পটাশের পরিমাণ কম হ'লে ছত্রাকজনিত কাণ্ড পচা রোগ বেশি হয়। এ রোগ থেকে বাঁচতে হ'লে ছত্রাকনাশক ভিটাভেক্স-২০০ দিয়ে বীজ শোধন করে লাগাতে হবে, সুষম হারে সার ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে নাইট্রোজেন ও পটাশ পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে, ভুট্টা কাটার পর পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে, শিকড় ও কাণ্ড আক্রমণকারী পোকা-মাকড় দমন করতে হবে ও আক্রান্ত জমিতে অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ভুট্টা সংগ্রহ : দানার জন্য ভুট্টা সংগ্রহের ক্ষেত্রে মোচা চকচকে খড়ের রং ধারণ করলে এবং পাতা কিছুটা হলদে হ'লে সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। এ অবস্থায় মোচা থেকে ছাড়ানো বীজের গোড়ায় কালো দাগ দেখা যাবে। ভুট্টা গাছের মোচা ৭৫-৮০ ভাগ পরিপক্ক হ'লে ভুট্টা সংগ্রহ করা যাবে। বীজ হিসাবে মোচার মাঝামাঝি অংশ থেকে বড় ও পুষ্ট দানা সংগ্রহ করতে হবে। *॥ সংকলিত ॥*

কবিতা

শাফা'আত

শিহাবুদ্দীন আহমাদ
সহকারী শিক্ষক, নওদাপাড়া মাদরাসা।

শাফা'আত হ'ল Recommendation
কারো পক্ষে সমর্থন,
প্রভু হ'তে পাইতে কিছু
নিজকে সমর্পণ।
শাফা'আত হ'ল ব্যাপক বিষয়
গুরুত্ব যার খুবই,
বিস্তৃতি পরকাল নাগাদ
চাইতে যত সবই।
বৈষয়িক জীবনে সুফারিশের
খুবই প্রয়োজন হয়,
বিচার কাজের সমাধানেও
তারই ভূমিকা রয়।
রোজ হাশরে শাফা'আতের পরে
প্রভু বিচার করবেন শুরু,
হাশর ময়দান যেই সময়ে
ভীত-সন্ত্রস্ত কাঁপবে দুরু দুরু।
শাফা'আতের কাণ্ডারী হবেন
শেষ নবীজী ভাই,
তাঁর শাফা'আতে প্রভুর রোষ
হবে প্রশমিত তাই।
তাঁর শাফা'আত বিনে কভু
বিচার শুরু হবে না,
তাঁর শাফা'আত বিনে কেউ
সেদিন মুক্তি পাবে না।
তাঁর সুফারিশ পাওয়ার লাগি
ছহীহ সুন্নাহ ধরো,
শিরক-বিদ'আত ত্যাগ করে
তাঁর আদর্শে জীবন গড়ো।
অহি-র আলোকে তোমার
সার্বিক জীবন গড়া চাই
পরকালে নাজাতের জন্য
অন্য কোন গতি নাই।

***

কাটল আঁধার

এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

পূর্ব আকাশে উঠল সুরুজ
কাটল আঁধার ঘোর,
আলোকিত বিশ্বজগৎ
খুলল আলোর দোর।
পলাশ বেলীর ফুটল কলি
ছুটল অলির ঝাঁক,
এই পৃথিবী বড়ই সুন্দর
গড়িলেন আল্লাহ পাক!
সবুজ-শ্যামল বন বনানী
পাখির মিষ্টি সুর,
নানা ফুলে গন্ধ ছড়ায়
যায় তা অচিন পুর।
সাঁঝে জ্বলে সন্ধ্যা বাতি
জোনাক পোকার দল,
রাতকে সাজায় চন্দ্রাবতী
হাজারো তারার ঢল।
গভীর রাতে লক্ষ্মী পেঁচায়
ভাঙ্গিয়ে দেয় ঘুম,
মুমিন পড়ে তাহাজ্জুদ ছালাত
রাত যখন নিঝুম।
মহান আল্লাহ নেমে আসেন
সাত আসমানের নীচে,
যার যা আছে চাওয়া পাওয়া
দান করে যান নিজে।
সকল সমস্যা বান্দার
তিনি করেন সমাধান
মহান আল্লাহ অসীম দয়ালু
রহীম-রহমান॥

দূর হোক ভেজাল

মুহাম্মাদ আবু তাহের
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

চালে ভেজাল ডালে ভেজাল
তেলেও ভেজাল হায়!
ভেজাল খাবার খাচ্ছে সবাই
বাঁচার কি উপায়?
মাছে ভেজাল গোশতে ভেজাল
দুধেও ভেজাল হায়!
নির্ভেজাল নেই কোথাও
এখন কি উপায়?
ফল ফলাদি যত সব
বাজারজাত হয়
তাও সব ভেজাল যুক্ত
নির্ভেজাল নয়।
ভেজাল যুক্ত খাবার যখন
দৈনন্দিন খাই,
দেহ-মন সুস্থ রাখার
কোন পথ নাই।
খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশানো
এটাই শেষ নয়
কুরআন-হাদীছ শিক্ষা দিতেও
ভেজাল শিখানো হয়।
আল্লাহ্‌র ভয় থাকবে যখন
সবার অন্তরে
আসলে ভেজাল মিশানো
বন্ধ হবে চিরতরে।
ইহকাল পরকালে
মুক্তি পেতে হ'লে
আসতে হবে নির্ভেজাল
তাওহীদী পতাকাতলে।

মহিলাদের পাতা

সূরা ফাতিহার ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য

*শিউলী ইয়াসমীন**

ভূমিকা :

আল-কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী, যা জিবরাঈল (আঃ) মারফত সুদীর্ঘ ২৩ বছরে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়। আল-কুরআনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির দিশারী বা পথপ্রদর্শক রূপে নাযিল করেছেন। আল-কুরআনের ভূমিকা হ'ল সূরাতুল ফাতিহা। এটিকে আবার আল-কুরআনের সারসংক্ষেপও বলা হয়। তাই সূরা ফাতিহা পবিত্র কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা। আলোচ্য নিবন্ধে এ সূরার ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।-

সূরা আল-ফাতিহার নামকরণ : পবিত্র কুরআনের সূরাগুলোর নামকরণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত বিষয়। মূলত এ নামগুলো গোটা সূরার নিদর্শন বা প্রতীক মাত্র। পবিত্র কুরআনের সূরাগুলোকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এবং এক সূরাকে অন্য সূরা থেকে পৃথককরণের লক্ষ্যে একটি বিশেষ নাম দেয়া হয়েছে। সূরা ফাতিহার নামও অনুরূপ একটি। যা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই রাখা হয়েছে। সূরা ফাতিহার অনেক নাম রয়েছে, যা নিম্নে আলোচনা করা হ'ল :

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, সূরাটির নাম 'উম্মুল কিতাব' এজন্য রাখা হয়েছে যে, এই সূরার মাধ্যমেই পবিত্র কুরআনের সংকলনকার্য শুরু করা হয়েছে এবং এই সূরা পাঠের মাধ্যমে ছালাত আদায় করা হয়ে থাকে।[১২৫] সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কুরআন এজন্য বলা হয়েছে যে, এটা দিয়েই কুরআন শুরু হয়েছে এবং এর মধ্যে সমস্ত ইল্ম শামিল রয়েছে' *(কুরতুবী)*। 'ফাতিহাতুল কিতাব' 'উম্মুল কুরআন' 'আস-সাব'উল মাছানী'সহ এই সূরার অন্যূন ৩০টি নাম পবিত্র কুরআন ও বিভিন্ন হাদীছে ছহীহ ও মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেমন- ফাতিহাহ্, ফাতিহাতুল কিতাব, ফাতিহাতুল কুরআন, উম্মুল কিতাব, উম্মুল কুরআন, আসাসুল কুরআন, সূরাতুল হাম্‌দ, শুক্‌র, কাফিয়াহ, ওয়াফিয়াহ, আস-সাব'উল মাছানী, মিন্নাহ, দু'আ, আল-কুরআনুল 'আযীম[১২৬], সাওয়াল, মুনাজাত, তাফভীয, মাসআলাহ, শিফা, শা-ফিয়াহ[১২৭], রুক্বিয়াহ, রা-ক্বিয়াহ, ছালাত, কান্‌য, নূর, ওয়াক্বিয়াহ, আল-হাম্‌দুলিল্লাহ, ইল্‌মুল ইয়াক্বীন, সূরাতুল হাম্‌দিল ঊলা, সূরাতুল হাম্‌দিল কুছরা। উল্লেখ্য, ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত সূরা ফাতিহার নাম সমূহ হচ্ছে- (১) সূরাতুল হামদ (২) উম্মুল কুরআন (৩) উম্মুল কিতাব (৪) আস-সাব'উল মাছানী (৫) সূরাতুছ ছালাত (৬) আল-কুরআনুল আযীম (৭) সূরাতুল ফাতিহা (৮) সূরাতুর রুকইয়া।[১২৮] প্রকাশ থাকে যে, পবিত্র কুরআনের সূরা সমূহের এক বা একাধিক নামকরণ, মাক্কী ও মাদানী সূরার আগে পিছে সংযোজন ও আয়াত সমূহের বিন্যস্তকরণ সবকিছু 'তাওক্বীফী' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র 'অহি' কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট ও রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক সন্নিবেশিত, যা অপরিবর্তনীয়।[১২৯]

সূরা ফাতিহার বৈশিষ্ট্য :

সূরা আল-ফাতিহা কুরআনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূরা। প্রথমত এ সূরা দ্বারাই পবিত্র কুরআন মাজীদ আরম্ভ হয়েছে এবং এ সূরা দ্বারাই সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাত আরম্ভ হয়। অবতরণের দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এটিই প্রথম নাযিল হয়। সূরা আলাক্ব, মুযযাম্মিল ও সূরা মুদ্দাছছিরের ক'টি আয়াত অবশ্য সূরা ফাতিহার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সূরারূপে এ সূরার অবতরণই সর্বপ্রথম।

কুরআনের অবশিষ্ট সূরাগুলো প্রকারান্তরে সূরা ফাতিহারই বিস্তারিত ব্যাখ্যা। কারণ সমগ্র কুরআন প্রধানতঃ ঈমান এবং নেক আমলের আলোচনাতেই কেন্দ্রীভূত। আর এ দু'টি মূলনীতিই এ সূরায় সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এ সূরাকে ছহীহ হাদীছে উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব, কুরআনে আযীম বলেও অভিহিত করা হয়েছে'।[১৩০] এ সূরার আরো কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে পেশ করা হ'ল।-

(১) এই সূরা কুরআনের সর্বাধিক মর্যাদামণ্ডিত সূরা। তাওরাত, যবূর, ইনজীল, কুরআন কোন কিতাবে এই সূরার তুলনীয় কোন সূরা নেই।[১৩১]

(২) এই সূরা এবং সূরায়ে বাক্বারাহ্‌র শেষ তিনটি আয়াত হ'ল আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে প্রেরিত বিশেষ নূর, যা ইতিপূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি।[১৩২]

** নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১২৫. *তাফসীর কুরতুবী (বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১৪২৪ হিঃ/২০০৪ খৃঃ), ১/১৫০।*

১২৬. *আহমাদ হা/৯৭৮৭, সনদ ছহীহ।*

১২৭. *মিশকাত হা/২১৭০, সনদ যঈফ।*

১২৮. *আব্দুস সাত্তার দেহলভী, তাফসীরে সূরায়ে ফাতিহা (করাচী : মাকতাবা আইয়ূবিয়াহ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮৫/১৯৬৫), পৃঃ ৬৮-৯২। গৃহীত : 'খাযীনাতুল আসরার', 'আল-ইতক্বান' ও 'আদ-দীনুল খালিছ'।*

১২৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৯৮-৯৯; বুখারী হা/৪৫৩৬; তাফসীর কুরতুবী ১/৬০।*

১৩০. *কুরতুবী ১/১৪৮-৪৯।*

১৩১. *আহমাদ, বুখারী, তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৪২।*

১৩২. *মুসলিম হা/৮০৬ অধ্যায়-৬, 'সূরা ফাতিহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-৪৩, মিশকাত হা/২১২৪।*

(৩) যে ব্যক্তি ছালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তার ছালাত অপূর্ণাঙ্গ (خِدَاجٌ)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই কথাটি তিনবার বলেন। রাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, যখন আমরা ইমামের পিছনে থাকি? জওয়াবে তিনি বলেন, 'তুমি তখন ওটা চুপে চুপে পড়'।[১৩৩] ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'এই সূরার নাম 'ছালাত' (الصلاة) বলা হয়েছে একারণে যে, ছালাতের জন্য এটি পাঠ করা শর্ত' *(ঐ, তাফসীর)*।

(৪) আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা এক সফরে আমাদের এক সাথী জনৈক গোত্রপতিকে শুধুমাত্র সূরায়ে ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়ে সাপের বিষ ঝাড়েন ও তিনি সুস্থ হন...[১৩৪] এজন্য এ সূরাকে রাসূল (ছাঃ) 'রুক্বইয়াহ' (الرُّقْيَةُ) বলেছেন।[১৩৫]

(৫) ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-কুরতুবী (মৃঃ ৬৭১হিঃ) বলেন, সূরায়ে ফাতিহাতে যে সকল 'ছিফাত' রয়েছে, তা অন্য কোথাও নেই। এমনকি একেই 'আল-কুরআনুল আযীম' বা মহান কুরআন বলা হয়েছে (*হিজর ১৫/৮৭*)।

এই সূরার ২৫টি কালেমা কুরআনের যাবতীয় ইল্মকে শামিল করে। এই সূরার বিশেষ মর্যাদা এই যে, আল্লাহ এটিকে নিজের ও নিজের বান্দার মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন। একে বাদ দিয়ে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয়। সেজন্যই একে 'উম্মুল কুরআন' বা 'কুরআনের সারবস্তু' বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআন মূলতঃ তিনটি বিষয়ে বিভক্ত। তাওহীদ, আহকাম ও নছীহত। সূরায়ে ইখলাছে 'তাওহীদ' পূর্ণাঙ্গভাবে থাকার কারণে তা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু সূরায়ে ফাতিহাতে তিনটি বিষয় একত্রে থাকার কারণে তা 'উম্মুল কুরআন' হওয়ার মহত্তম মর্যাদা লাভে ধন্য হয়েছে।[১৩৬]

সূরা ফাতিহার ফযীলত :

এ সূরার ফযীলত অপরিসীম। এর ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে পেশ করা হ'ল-

(১) উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ উম্মুল কুরআনের মত তাওরাত ও ইঞ্জীলে কিছু নাযিল করেননি। এটিকেই বলা হয়, 'আস-সাব'উল মাছানী' (বারবার পঠিত সাতটি আয়াত), যাকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। আর আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, সে যা চাইবে'।[১৩৭]

(২) সাঈদ ইবনু মু'আল্লা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি মসজিদে ছালাত আদায় করছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডাক দিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন না। অতঃপর ছালাত শেষে এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি ছালাত আদায় করছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ কি বলেননি, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তোমাদেরকে ডাকা হয়?' *(আনফাল ২৪)*। অতঃপর আমাকে বললেন, মসজিদ থেকে তোমার বের হওয়ার পূর্বেই আমি তোমাকে অবশ্যই কুরআনের সবচেয়ে মহান সূরাটি শিক্ষা দিব। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন। যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হ'তে চাইলেন, তখন আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, আপনি কি আমাকে বলেননি যে, তোমাকে আমি কুরআনের সবচেয়ে মহান সূরাটি শিক্ষা দিব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সূরাটি হচ্ছে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এটিই সাবউল মাছানী এবং কুরআনুল আযীম যা আমাকে দেয়া হয়েছে'।[১৩৮]

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করল, আর সূরা ফাতিহা পড়ল না তার ছালাত অসম্পূর্ণ, কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। ছালাত সম্পূর্ণ নয়। বলা হ'ল, হে আবু হুরায়রা! আমরা কোন কোন সময় ইমামের পিছনে থাকি। তিনি বললেন, আপনি মনে মনে পড়ুন। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ বলেন, আমি ছালাতকে আমার মাঝে ও আমার বান্দার মাঝে ভাগ করে দিয়েছি। অর্ধেক আমার আর অর্ধেক আমার বান্দার। আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে চায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা সূরা ফাতিহা পড়। কোন বান্দা যখন বলে, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন বলে, আর-রহমা-নির রহীম, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে। বান্দা যখন বলে, মালিকি ইয়াউমিদ্দীন। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। বান্দা যখন বলে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আল্লাহ বলেন, এ হচ্ছে আমার ও আমার বান্দার মাঝের কথা। আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা

১৩৩. *মুসলিম, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮২৩।*
১৩৪. *বুখারী হা/৫৪০৫।*
১৩৫. *বুখারী হা/৫৭৩৬, মুসলিম হা/২২০১ 'সালাম' অধ্যায়; তাফসীর কুরতুবী, ইবনু কাছীর।*
১৩৬. *তাফসীর কুরতুবী ১/১৪৮-৪৯।*
১৩৭. *নাসাঈ হা/৯১৪; আহমাদ; ৮৪৬৭; তিরমিযী হা/৩১২৫; দারেমী হা/৩৩৭৩।*
১৩৮. *নাসাঈ হা/৯১৪; আবুদাঊদ হা/১৪৫৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৮৫; আহমাদ হা/১৫৩০৩; দারেমী হা/১৪৯২।*

সে চায়। বান্দা যখন বলে, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ আল্লাহ বলেন, এসব হচ্ছে আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে চায়'।[১৩৯]

(৪) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের এক দল এক পানির কূপওয়ালাদের নিকট পৌঁছলেন, যাদের একজনকে বিচ্ছু অথবা সাপে দংশন করেছিল। কূপওয়ালাদের এক ব্যক্তি এসে বলল, আপনাদের মধ্যে কোন মন্ত্র জানা লোক আছে কি? এ পানির ধারে বিচ্ছু বা সাপে দংশন করা একজন লোক আছে। ছাহাবীগণের মধ্যে একজন (আবু সাঈদ খুদরী) গেলেন এবং কতক ভেড়ার বিনিময়ে তার উপর সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিলেন। এতে সে ভাল হয়ে গেল এবং তিনি ভেড়াগুলি নিয়ে সাথীদের নিকট আসলেন। তারা এটা অপসন্দ করল এবং বলতে লাগল, আপনি কি আল্লাহ্র কিতাবের বিনিময় গ্রহণ করলেন? অবশেষে তারা মদীনায় পৌঁছে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি আল্লাহ্র কিতাবের বিনিময় গ্রহণ করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা যেসব জিনিসের বিনিময় গ্রহণ করে থাক, তার মধ্যে আল্লাহ্র কিতাব অধিকতর উপযোগী'।[১৪০] অন্য বর্ণনায় আছে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা ঠিক করেছ। ছাগলের একটি ভাগ আমার জন্য রাখ'।[১৪১]

(৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর নিকট গেলেন, এ সময় তিনি ছালাত আদায় করছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে ওবাই! তখন ওবাই (রাঃ) মুখ ফিরালেন, কিন্তু কোন সাড়া দিলেন না। অতঃপর ওবাই (রাঃ) হালকা করে ছালাত আদায় করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আস-সালামু আলাইকা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ওয়ালাইকাস সালাম। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে ওবাই! আমি যখন তোমাকে ডাকলাম, আমার ডাকে সাড়া দিতে তোমাকে বাধা দিল কে? ওবাই (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আমি ছালাতের মধ্যে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কেন আল্লাহ অহী করে তোমাদের যা বলেছেন, তা কি তুমি পড়নি? আল্লাহ বলেন, 'যখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমাদের ডাকেন, তোমরা তাঁদের ডাকে সাড়া দাও' *(আনফাল ২৪)*। ওবাই (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ হে আল্লাহ্র রাসূল (রাঃ)! আল্লাহ তো এভাবেই বলেছেন, আমি আর কখনও এ কাজ করব না। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি সূরা শিক্ষা দিব, যা (পূর্বে) কখনও নাযিল হয়নি। তাওরাতে হয়নি, যাবূরে হয়নি, ইঞ্জীলে হয়নি। অনুরূপ ফুরকান তথা কুরআন মাজীদেও নাযিল হয়নি। আমি বললাম, জি হ্যাঁ শিখিয়ে দিন হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি আশা রাখছি তুমি মসজিদ হ'তে বের হওয়ার পূর্বেই জানতে পারবে। ওবাই (রাঃ) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার হাত ধরে হাদীছ বলতে লাগলেন, আর আমি বিলম্ব করছিলাম এই ভয়ে যে, তিনি কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই দরজায় পৌঁছে যাবেন। অতঃপর আমরা যখন দরজার নিকট গেলাম, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সেই সূরাটি কি যা শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছা করেছিলেন? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি ছালাতে কি পড়? ওবাই (রাঃ) বললেন, আমি তার সামনে উম্মুল কুরআন পড়লাম। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তাঁর কসম! আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতিহার মত কোন সূরা তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল ও ফুরকান নামক কোন গ্রন্থে অবতীর্ণ করেননি। নিশ্চয়ই সূরা ফাতিহা হচ্ছে সাবউল মাছানী'।[১৮]

(৬) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট জিবরাঈল (আঃ) ছিলেন, হঠাৎ জিবরাঈল (আঃ) উপর দিকে এক শব্দ শুনতে পেলেন এবং চক্ষু আকাশের দিকে করে বললেন, এ হচ্ছে আকাশের একটি দরজা যা পূর্বে কোনদিন খোলা হয়নি। সে দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হ'লেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, 'আপনি দু'টি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। যা আপনাকে প্রদান করা হয়েছে। তা আপনার পূর্বে কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি। তা হচ্ছে সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাক্বারার শেষ দু'আয়াত। তুমি সে দু'টি হ'তে কোন অক্ষর পড়লেই তার প্রতিদান তোমাকে প্রদান করা হবে'।[১৯]

উপসংহার : সূরা ফাতিহার সর্বাধিক পরিচিত নাম 'সূরাতুল ফাতিহা'। তারপরও সূরা ফাতিহার স্থান, মর্যাদা, বিষয়বস্তু, ভাবভাষা, প্রতিপাদ্য বিষয় ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে এর বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক নামের সাথেই সূরাটির সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এই সূরাটির ফযীলত ও গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ যেন আমাদের সকলকেই সূরা ফাতিহার প্রতি আমল করে সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার তাওফীক দান করেন। আমীন!

---

১৩৯. *মুসলিম হা/৩৯৫; আবুদাঊদ হা/৮২১; তিরমিযী হা/২৯৫৩; ইবনু মাজাহ হা/৮৩৬।*
১৪০. *বুখারী হা/৫৪০৫।*
১৪১. *বুখারী হা/২২৭৬; মুসলিম হা/২২০১।*

১৮. *তিরমিযী হা/২৮৭৫।*
১৯. *মুসলিম হা/৮০৬; ইবনু হিব্বান হা/৭৭৮।*

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১। বায়তুল্লাহ ও বায়তুল মুক্বাদ্দাস।
২। চল্লিশ বছর।
৩। আদম (আঃ)-এর পুত্রগণের কারো হাতে।
৪। ইবরাহীম (আঃ)-এর পৌত্র ইয়াকূব বিন ইসহাক্ব (আঃ)।
৫। দাঊদ ও সুলাইমান (আঃ)।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। জাপান। ২। সোয়াজিল্যান্ড। ৩। লুক্সেমবার্গ।
৪। মোজাম্বিক। ৫। আফ্রিকার সাব সাহারা অঞ্চলে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১। কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় কি?
২। কুরআনের কোন সূরায় 'বিসমিল্লাহ' নেই এবং কোন সূরায় দু'বার 'বিসমিল্লাহ' এসেছে?
৩। কুরআনে কোন মহিলার নাম বর্ণিত হয়েছে?
৪। কুরআনে কোন ছাহাবীর নাম উল্লেখিত হয়েছে?
৫। কোন মহিলার পবিত্রতা বর্ণনায় কুরআনে ১০টি আয়াত নাযিল হয়েছে? ঐ সুরার নাম কি?

সংগ্রহে : *মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম*
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)

১। উল্টে যদি দাও মোরে হয়ে যাব লতা
কে আমি ভেবে-চিন্তে বলে ফেল সেটা।
২। মধ্য লোপে কার, আদি লোপে তার
শোভে এক দেশ, ফুটবলে বেশ।
৩। বনেতে জন্ম তার থাকে সে বনে
সকলে কাটে তাকে বহু প্রয়োজনে।
৪। বাপ ছেলে আর বাপ ছেলে রাস্তা দিয়ে হাঁটে
যদি কিছু পায় তারা সমান ভাবে বাটে।
৫। চার অক্ষরে নাম তার সাবই সেথায় বসে
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে খাবার থালায় বসে।

সংগ্রহে : *জামীরুল ইসলাম*
হাড়াভাঙ্গা, গাংনী, মেহেরপুর।

জাদু নয় বিজ্ঞান

ইংরেজী সালকে হিজরীতে রূপান্তর করার কৌশল :

১. প্রথমে ইংরেজী সাল হ'তে ৬২২ (মহানবীর মদীনা হিজরতের বর্ষ) বিয়োগ করে বিয়োগ ফলকে শতাব্দী ও অশতাব্দী নামক দু'টি অংশে বিভক্ত করতে হবে।

২. এরপর শতাব্দী অংশকে ৩ দিয়ে গুণ করতে হবে।

৩. অশতাব্দী অংশ ০০-৩৩ পর্যন্ত হ'লে ১; ৩৩-৬৬ পর্যন্ত হ'লে ২ এবং ৬৬-৯৯ পর্যন্ত হ'লে ৩ ধরে যোগ করতে হবে।

৪. সবশেষে ইংরেজী সাল হ'তে ৬২২ বিয়োগ করে বিয়োগফল যদি ১০০০ বা তার বেশী হয়, তবে আরও ১ যোগ করতে হবে। সর্বমোট যোগফলটিই হবে হিজরী সাল।

যেমন উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী ২০১৪ সালে হিজরী সাল কত হবে :
ক) ২০১৪-৬২২=১৩৯২ (এখানে ১৩ শতাব্দী ও ৯২ অশতাব্দী অংশ)
খ) ১৩×৩ = ৩৯
গ) অশতাব্দী অংশ ৯০ হওয়ায় যোগ = ৩
ঘ) বিয়োগফল ১৩৯২ ,, ,, = ১
সর্বমোট যোগফল = ১৪৩৫

এ ফলাফলটিই কাংখিত হিজরী সাল। এভাবে পূর্বের সালও বের করা যাবে। সোনামণি বন্ধুরা চেষ্টা করে দেখ।

সংগ্রহে : *আব্দুর রশীদ*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

বামন্দী, মেহেরপুর ৫ মার্চ সোমবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৯-টায় বামন্দী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর যেলার সভাপতি ও যেলা 'সোনামণি'র প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তারীকুযযামান, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আবুল বাশারকে পরিচালক করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট 'সোনামণি' মেহেরপুর যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

কমরগ্রাম, জয়পুরহাট ৩০ মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ কমরগ্রাম পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি ও সোনামণি যেলা উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন সোনামণি যেলা পরিচালক মুনায়েম হোসাইন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা সোনামণি'র সহ-পরিচালকবৃন্দ।

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ২৬ মার্চ সোমবার : অদ্য সকাল ৯-টায় দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসা জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান-এর সভাতিত্বে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমানকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সুধী ও সাতক্ষীরা সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুযাফফর রহমান।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

ড. গালিবের জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা কোন সূত্রই নিশ্চিত করতে পারেনি

-উইকিলিক্স

যাত্রামঞ্চ, গ্রামীণ ব্যাংক বা ব্র্যাক এনজিওতে বোমা হামলা এবং জঙ্গি তৎপরতায় পৃষ্ঠপোষকতাসহ বিভিন্ন অভিযোগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে আটক করা হলেও কেউ এসবে তার সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল না। সূত্রসমূহ এসব অভিযোগের সাথে তার সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে অপারগতা প্রকাশ করে। বিগত জোট সরকারের আমলে ২০০৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী তাকে আটকের পর এ বিষয়ে ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টে একটি গোপনপত্র পাঠান। 'আটক ড. গালিব : সন্ত্রাসী না প্রতারণার শিকার' শিরোনামে ২০০৫ সালের ৩ মার্চ পাঠানো এ পত্রের বিষয়টি সম্প্রতি ফাঁস করে দিয়েছে সাড়া জাগানো ওয়েবসাইট উইকিলিক্স।

পত্রে মার্কিন রাষ্ট্রদূত লিখেন, '২৩ ফেব্রুয়ারী প্রফেসর মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের গ্রেফতারের পর থেকে সংবাদপত্রসমূহ ক্রমাগতভাবে প্রফেসর গালিবকে জেএমজেবি ও জেএমবি'র সশস্ত্র তৎপরতার একজন জোরালো পৃষ্ঠপোষক বলে প্রচার করে যাচ্ছে। পত্রিকাসমূহের রিপোর্ট অনুযায়ী সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে বিস্ফোরণ ও বোমাবাজির ঘটনাসমূহের প্রেক্ষিতে পুলিশ ড. গালিবের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রধান হিসাবে চার্জ গঠনের পরিকল্পনা করছে। পত্রিকাসমূহ রিপোর্ট দিচ্ছে যে, তার চরমপন্থী কানেকশন এবং সেই সাথে প্রায় ৬শ' মসজিদ, মাদরাসা ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণের জন্য বিশাল বিদেশী ফান্ডের উৎসসমূহ প্রমাণের উদ্দেশ্যে পুলিশ ড. গালিবের বাসায় তল্লাশি চালিয়েছে'।

হ্যারি কে টমাসের পত্রে আরো বলা হয়, 'ঢাকায় ইন্টারোগেশন সেল জেআইসিতে কোনরূপ সশস্ত্র তৎপরতা পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ততাকে ড. গালিব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন'।

পত্রের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়, 'বিশ্বস্ত সূত্রসমূহ এ ব্যাপারে বলতে অপারগ যে, সম্প্রতি বিভিন্ন যাত্রামঞ্চে, গ্রামীণ ব্যাংকে বা ব্র্যাক এনজিওতে বোমা হামলার ব্যাপারে ড. গালিব কোনভাবেই জড়িত ছিলেন কি-না। সূত্রসমূহ এ বিষয়টিও নিশ্চিত করতে অপারগ যে, কোনরূপ বিস্ফোরকদ্রব্য অথবা গোলা-বারুদ পাওয়া গেছে কি-না কিংবা কোন বিদেশী অর্থায়ন বা বিদেশী ফান্ডের উৎস মিলেছে কি-না'। *-দৈনিক ইনকিলাব, ১লা এপ্রিল '১২, পৃঃ ১৫, ২য় কলাম।*

[হাঁ, বিগত চারদলীয় জোট সরকার তাদের নিজেদের পাপ আড়াল করার জন্য আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও তার সম্মানিত আমীরকে 'গিনিপিগ' হিসাবে ব্যবহার করেছিল। আমাদের ৪০-এর অধিক নেতা-কর্মীকে তারা জেল-যুলুম ও নির্যাতনের শিকার বানিয়েছিল। এখন তাদের মুখোশ দেরীতে হলেও বেরিয়ে পড়েছে। এজন্য আল্লাহ্র শুকরিয়া জানাই। (সম্পাদক)]

বোরকা ও রাসূল (ছাঃ)-কে নিয়ে কটূক্তি

(১) গত ২৭শে মার্চ সাতক্ষীরা যেলার কালীগঞ্জ থানার ফতেহপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে মঞ্চস্থ হয় 'হুজুর কেবলা' নামক একটি নাটক। নাটকটির রচয়িতা একই গ্রামের মীর যিয়াদ আলীর পুত্র মীর শাহীন (২৮)। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। নাটকের বিভিন্ন অংকে মহানবী (ছাঃ)-কে নারীলোভী ও বহু বিবাহের প্রবর্তক হিসাবে উপস্থাপন করা হয়। এতে স্থানীয়রা ক্ষুব্ধ হয়ে নাটকটি বন্ধ করে দেয়।

পরে জনতার দাবির মুখে পুলিশ ফতেহপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রেযওয়ান হারুন ও সহকারী শিক্ষিকা মিতা রাণী বালাকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠায়। এ ঘটনায় দক্ষিণ শ্রীপুর ইউপির ৮নং ওয়ার্ডের সদস্য আবু জাফর সাঁপুই বাদী হয়ে নাট্যকার শাহীনুর রহমানকে আসামী করে কালিগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

(২) সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে মাস্টার্সের মৌখিক পরীক্ষায় বোরকা খোলার নির্দেশ অমান্য করায় বিভাগীয় চেয়ারম্যান সহ তিনজন শিক্ষক জনৈকা ছাত্রীকে 'শূন্য' দেন ও বিভিন্ন কটূক্তি করেন।

(৩) গত ১লা এপ্রিল ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপযেলার রাধাকানাই উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল কুদ্দূস মাস্টার বোরকা পরার কারণে ৯ম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে কানে ধরে উঠবস এবং মাঠে চক্কর দিতে বাধ্য করেছেন।

(৪) রংপুর মেডিকেল কলেজের চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. এ কে এম নূরুন্নবী লাইজু বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নিয়ে কটূক্তি করেছেন। জানা গেছে, গত ৪ঠা এপ্রিল বুধবার সকাল ১০-টায় ৩৮নং ব্যাচের ওয়ার্ড সি গ্রুপের ক্লাসে ডা. নূরুন্নবী বলেন, তোমরা সিনিয়র মেয়েদের দিকে নজর দেবে না। কারণ তাদের আগেই বিয়ে হয়ে যায়। এজন্য সব সময় জুনিয়র মেয়েদের দিকে নজর দেবে। তাহলে কাজ হয়ে যাবে। এ কথার প্রেক্ষিতে ঐ ক্লাসের হাসান নামের এক ছাত্র দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে- স্যার, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার সিনিয়র হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে বিয়ে করেন। তখন ঐ শিক্ষক বলেন, 'আরে নবী তো খাদীজাকে বিয়ে করেছে অর্থের লোভে। শুধু কি তাই, তিনি তো তার পালকপুত্র যায়েদের স্ত্রীকেও বিয়ে করেছেন। এজন্য আল্লাহ্র কাছ থেকে ওহি নাযিল করে বৈধ করে নিয়েছেন'। এছাড়াও তিনি এক ছাত্রকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আল্লাহ কি আছে রে! তাহলে দুনিয়াতে এত ইসলামী দল কেন। এত হানাহানি কেন'?

[এইসব জ্ঞানপাপীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশের ভাষা আমাদের নেই। ক্ষমতাসীন সরকারের কোন প্রতিক্রিয়াও জানা যায়নি। তাহ'লে কি ধরে নেব যে, সরকার ইসলামের বিরুদ্ধে ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে? আমরা অনতিবিলম্বে এইসব শিক্ষকরূপী শয়তানদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করছি। নইলে ঈমানদার জনগণ কখনোই এগুলো মুখ বুঁজে সহ্য করবে না (স.স.)]

ব্রিটিশ শাসনের আগে এ দেশে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ছিল না

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি আয়োজিত বিশেষ বক্তৃতায় ড. নিতীশ সেনগুপ্ত বলেছেন, ঐতিহাসিকভাবে ব্রিটিশ শাসনের আগে এ দেশে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছিল না। ১৯২৬ সালে সর্বপ্রথম দাঙ্গা হয়।

[ধন্যবাদ এই স্বীকৃতির জন্য। আমরা বলি, সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সামাজিক অশান্তির জন্য প্রধান দায়ী হ'ল দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকরা। যারা ক্ষমতার সিঁড়ি হিসাবে জনগণকে ব্যবহার করে। ইসলামী নীতি অনুযায়ী দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হলে এইসব অসৎ লোকদের নেতৃত্বে আসার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কখনোই হবে না (স.স.)]

যুক্তরাষ্ট্র হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট

আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সহযোগী

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টিকে সন্ত্রাসীদের সহায়ক শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট। এর ফলে এসব দলের সমর্থক হিসাবে গত ৬/৭ বছরে যাদের রাজনৈতিক আশ্রয় মঞ্জুর হয়েছে, তারা এখনও গ্রীন কার্ড পাননি। বলা হচ্ছে যে, নিরাপত্তার প্রশ্নে আবেদন পেন্ডিং রাখা হয়েছে। শতশত বাংলাদেশীসহ বিভিন্ন দেশের ৫ সহস্রাধিক ইমিগ্র্যান্ট এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। জানা গেছে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতা-নেত্রীদের যুক্তরাষ্ট্র সফরে কোন বাধা না থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের ক্ষেত্রে এ দু'টি দলের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে এমন ব্যক্তিদের ব্যাপারে আপত্তি দেখানো হচ্ছে নিরাপত্তার অজুহাতে।

[বোরকা ও দাড়ি-টুপী ওয়ালারাই শুধু নয়, এবার সেক্যুলাররাও ধরা খেল। অতি পশ্চিমা সেজেও পশ্চিমাদের মন জয় করা গেল না। সেক্যুলারদের বলব, তোমরা পুরাপুরি ইহুদী-খৃষ্টান না হওয়া পর্যন্ত ওরা তোমাদের বিশ্বাস করবে না। অতএব একটা পথ বেছে নাও। নইলে ইহকাল-পরকাল দু'টিই হারাবে (স.স.)]

আর্সেনিক ঝুঁকিতে দেশের ৭ কোটি মানুষ

দেশে দুই কোটি মানুষ আর্সেনিক দূষিত পানি পান করছে। আর আর্সেনিক দূষণের ঝুঁকিতে আছে সাত কোটি মানুষ। ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি নিয়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সর্বশেষ জরিপ চালায় ২০০৯ সালে। ছয়টি বিভাগের ৫৫ যেলার ৩০১টি উপযেলার তিন হাযার ১৩২টি ইউনিয়নের নয় লাখ ৭২ হাযার ৮৬৫টি উৎসের (অগভীর নলকূপ, গভীর নলকূপ, পাতকুয়া, পুকুর, পন্ডস্যান্ড ফিল্টার ইত্যাদি) পানি পরীক্ষা করা হয়। তাতে দেখা যায়, ২৮ দশমিক ৯ শতাংশ উৎসের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক রয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আর্সেনিক কর্মসূচীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাফরউল্লাহ চৌধুরী বলেন, আর্সেনিকোসিসের রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। ২০১০ সাল পর্যন্ত দেশে রোগী ছিল ৫৬ হাযার ৭৫৮ জন। ২০০৮ ও ২০০৯ সালে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৪ হাযার ৩৮৯ ও ৩৮ হাযার ৩২০ জন।

[অসৎ প্রতিবেশী আমাদের সকল নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে নদীমাতৃক বাংলাদেশকে মরুভূমি বানিয়েছে। ফলে মাটির নীচে পানির স্তর নেমে গিয়ে আর্সেনিক দূষণ ঘটছে। এখন আমরা নলকূপ দিয়ে পানির নামে বিষ টেনে তুলে পান করছি। অন্যদিকে নদীতে পানি না থাকায় সাগরের লবণাক্ত পানি উপরে চলে আসছে। ফলে লবণাক্ত পানিতে ফসল নষ্ট হচ্ছে। অথচ সরকার নির্বিকার। তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস না থাকলে অন্ততঃ আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করার সাহসটুকু তো থাকা উচিত (স.স.)]

মূল্যস্ফীতির নতুন রেকর্ড

মূল্যস্ফীতিতে নতুন রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। গত মার্চ মাসে খাদ্য-বহির্ভূত খাতে মূল্যস্ফীতি হয়েছে প্রায় ১৪ শতাংশ। আগের মাস ফেব্রুয়ারীতে এটা সাড়ে ১৩ শতাংশেরও বেশী ছিল। বাংলাদেশের ইতিহাসে খাদ্য-বহির্ভূত খাতে এতো বেশী মূল্যস্ফীতি অতীতে আর কখনোই ঘটেনি। 'বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো' (বিবিএস) এ তথ্য জানিয়েছে। বিবিএস প্রকাশিত ভোক্তার মার্চ মাসের মূল্যসূচক (সিপিআই)-এ দেখা যায়, মার্চ মাসে বাংলাদেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ১০ দশমিক ১০ শতাংশ। এর মধ্যে খাদ্য খাতে মূল্যস্ফীতি ৮ দশমিক ২৮ ভাগ এবং খাদ্য-বহির্ভূত খাতে ১৩ দশমিক ৯৬ ভাগ। গ্রাম পর্যায়ে খাদ্য-বহির্ভূত খাতের মূল্যস্ফীতি ছিল ১৪ দশমিক ১৭ ভাগ। বাংলাদেশে এতোকাল যাবৎ খাদ্য খাতেই সর্বাধিক মূল্যস্ফীতি ঘটেছিল।

অভাবের তাড়নায় ছেলেমেয়েকে নিয়ে মায়ের আত্মহনন!

রাজবাড়ী যেলার পাংশা উপযেলার বনগ্রামে গত ৭ই এপ্রিল রাতে দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে এক মা আত্মহত্যা করেছেন। অভাব-অনটন সইতে না পেরে ঐ গৃহবধূ এ পথ বেছে নিয়েছেন বলে জানা গেছে। নিহত ব্যক্তিরা হ'ল গৃহবধূ আছিয়া খাতুন (২৭), ছেলে আছিফ (৭) ও মেয়ে খাদীজা (৪)।

জানা যায়, প্রায় ১০ বছর আগে উপযেলার হাবাসপুর ইউনিয়নের চর আফড়া গ্রামের ডাবলু সরদারের মেয়ে আছিয়ার সঙ্গে পাট্টা ইউনিয়নের বনগ্রামের আমিরুলের বিয়ে হয়। আমিরুল পেশায় দিনমজুর হ'লেও নিয়মিত কাজ করত না। এ কারণে স্ত্রীর সঙ্গে তার ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত। গত ২০শে মার্চ ঝগড়ার এক পর্যায়ে আমিরুল স্ত্রীকে মৌখিকভাবে তালাক দেয়। পরে এলাকাবাসীর সমঝোতায় ১লা এপ্রিল পুনরায় তাদের বিয়ে পড়ানো হয়। ঘটনার দিন রাতে তাদের ঘরে রান্না হয়নি। সকালে বাড়ির পাশে আমগাছে ঝুলন্ত অবস্থায় মা ও ছেলেমেয়ের লাশ দেখতে পাওয়া যায়। আমিরুল জানায়, বৃষ্টির জন্য কাজ করতে না পারায় বাজার করতে পারেনি সেদিন। এ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয়।

মাত্র ১শ' টাকার জন্য কিশোরের আত্মহত্যা!

রাজধানীর খিলগাঁওয়ে খালার উপর অভিমান করে ইউনুস হাওলাদার (১৫) নামে এক কিশোর গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। গত ১১ই এপ্রিল ভোর ৫-টায় খিলগাঁও থানাধীন উত্তর গোড়ান মাদানী ঝিলপাড়ের নাসিরের ভাড়া-বাড়ি থেকে পুলিশ কিশোর ইউনুসের লাশ উদ্ধার করে। বাসার আড়ার সঙ্গে গলায় ওড়না পেচিয়ে ফাঁস লাগিয়ে সে আত্মহত্যা করে। ১০ই এপ্রিল রাতে ইউনুস তার খালা লাবণীর কাছে ১শ' টাকা চায়। তিনি টাকা না দেয়ায় রাতে সে আত্মহত্যা করে। ইউনুস তার খালার বাসায় থেকে এমব্রয়ডারির কাজ করত। তার গ্রামের বাড়ি বাগেরহাট যেলার মংলা সদরের সাহেবের মাঠে।

[একদিকে চলছে ধনিক শ্রেণীর শোষণ, প্রশাসনের নির্যাতন ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসীদের লুটপাট, অন্যদিকে চলছে অভাবের তাড়নায় আত্মহননের মিছিল। আল্লাহ তুমি এদেশকে রক্ষা কর! তোমার বান্দাদের সুমতি দাও! (স.স.)]

বিদেশ

ভারতে নীরব গণহত্যার শিকার কন্যা শিশুরা

ভারতে কন্যাশিশুকে বিবেচনা করা হয় 'অবাঞ্ছিত শিশু' (আনওয়ান্টেড গার্ল) হিসাবে। যদি গর্ভাবস্থায় নিশ্চিত হওয়া যায় যে, অনাগত শিশুটি কন্যাশিশু, তবে পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ স্থান মায়ের গর্ভেই তাকে হত্যা করা হয়। বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, গত এক দশকেই ভারতে অন্তত ৮০ লাখ কন্যাশিশুর ভ্রূণ (গর্ভের শিশু) হত্যা করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর অন্তত ৫ কোটি কন্যাশিশুর ভ্রূণ হত্যা করা হয়েছে। গবেষকরা বলছেন, বর্তমান পৃথিবীতে যুদ্ধ, ক্ষুধা, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগে যত লোক মারা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশী কন্যাশিশুকে হত্যা করা হয় ভারতে। একে 'সাইলেন্ট জেনোসাইড' বা নীরব গণহত্যা বলে মন্তব্য করছেন তারা। কোন কন্যাশিশু যদি সৌভাগ্যবশত পৃথিবীর আলো দেখার সুযোগ পায়, তার জন্য অপেক্ষা করে আরও নির্মমতা। অনেক সময় এসব কন্যাশিশুকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। যদি কোন সহৃদয় পিতামাতা একান্তই তাকে হত্যা করতে না চায় তবে তার স্থান হয় রাস্তা কিংবা ডাস্টবিনের পাশে।

এনডিটিভিতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতে ১ বছর থেকে ৫ বছর বয়সী কন্যাশিশুদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ছেলেশিশুদের চেয়ে অন্তত ৭০% কম।

কন্যাশিশুর প্রতি এমন ভয়ঙ্কর আচরণের কারণে ভারতে কন্যাশিশু ও ছেলেশিশুর অনুপাতেও বড় ধরনের ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি বিবিসি প্রচারিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯৬১ সনে সাত বছর বয়সের নিচে ভারতে ১ হাযার ছেলেশিশুর বিপরীতে কন্যাশিশু ছিল ৯৭৬ জন। ২০১১ সালে কন্যাশিশুর সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৯১৪ জনে। ভারতে গর্ভাবস্থায় শিশুর সেক্স নির্ধারণের জন্য নিবন্ধিত আলট্রাসাউন্ড ক্লিনিকের সংখ্যা ৪০ হাযারেরও বেশী। অনিবন্ধিত ক্লিনিকও আছে বিপুল সংখ্যায়। ভারতে নারী গণহত্যা বন্ধে আন্দোলন করে এমন একটি প্রতিষ্ঠান 'দ্য ফিফটি মিলিয়ন মিসিং ক্যাম্পেইন'-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১১ সালের বিশ্ব জেন্ডার সমতা প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারত নারীদের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ রাষ্ট্র। ১৪৬টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ১২৯তম। এশিয়ায় ভারতের চেয়ে খারাপ অবস্থানে আছে শুধু যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতের ৫০ ভাগ কন্যাশিশু এতোটাই অনাদর ও অবহেলায় বেড়ে ওঠে যে, তাদের ইচ্ছা হয় তারা যদি ছেলেশিশু হয়ে জন্ম নিত! ভারতে পরিত্যক্ত শিশুদের ৯০ ভাগই কন্যাশিশু। শুধু মেয়ে হওয়ার কারণেই তাদের পরিত্যাগ করেছে পিতা-মাতারা। বর্তমানে ভারতে পরিত্যক্ত কন্যাশিশুর সংখ্যা ১ কোটি। ইউনিসেফের হিসাবে গত ২০ বছরে ভারতে অন্তত ২০ লাখ কন্যাশিশুকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

[দেড় হাযার বছর পূর্বে জাহেলী আরবের কিছু লোক সামাজিক কারণে তাদের কন্যা শিশুদের হত্যা করত বলে জানা যায়। ইসলাম আসার পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আধুনিক যুগে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে, যে দেশের ক্ষমতায় আছেন গত কয়েক দশক ধরে নারী, সে দেশের কন্যা শিশুদের এই করুণ অবস্থা একথার সত্যতা প্রমাণ করে যে, বস্তুবাদ মানুষকে ধ্বংস করে এবং কেবলমাত্র ধর্মই মানুষকে রক্ষা করতে পারে। অতএব হে মানুষ! ফিরে এসো ইসলামের দিকে। নইলে বস্তুবাদের হিংস্র থাবায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে (স.স.)]

বিশ্বশান্তি বিপন্ন করবে ইসরাঈল

-গুন্টার গ্রাস

১৯৯৯ সালে সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী জার্মান কবি গুন্টার গ্রাস (৮৪) সম্প্রতি তার এক কবিতায় লিখেছেন, ইরান নয় বরং 'ভঙ্গুর' বিশ্বশান্তি আরো 'বিপন্ন' করবে পারমাণবিক শক্তিধর ইসরাঈল। গত ৪ঠা এপ্রিল জার্মানির সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকসহ ইউরোপ জুড়ে বিভিন্ন দৈনিকে এটি প্রকাশিত হয়। তিনি সতর্ক করে দেন যে, ইসরাঈল প্রথম হামলা চালিয়ে ইরানের জনগণকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারে। নোবেল জয়ী এ সাহিত্যিক তার দেশের কাছে দাবী করছেন, ইসরাঈলকে যেন আর কোন পারমাণবিক ডুবোজাহাজ 'জার্মান ইউবোট' না দেয়া হয়। প্রসঙ্গত, জার্মানী বেশ কিছুকাল থেকে ইসরাঈলকে নিজেদের 'ইউবোট' নামক ডুবোজাহাজ সরবরাহ করছে। 'যে কথা বলতেই হবে' শিরোনামের ঐ কবিতায় তিনি বলেন, জার্মানী অতীতে 'ইহুদীদের সঙ্গে যে আচরণ করেছিল সেই অভিজ্ঞতার কারণে তিনি এতদিন এ বিষয়ে বলতে ভয় পাচ্ছিলেন। তিনি এও বলেন যে, তিনি জানেন এ কবিতা প্রকাশিত হবার পর তাকে অতি পরিচিত কৌশল হিসাবে 'ইহুদী বিদ্বেষী' আখ্যা দেয়া হবে। তবুও তিনি না লিখে পারেননি। কারণ তিনি মনে করেন ইসরাঈল প্রথমেই আক্রমণ করে 'ইরানী জনগণকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে'।

['ইহুদী-নাছারা কখনোই মুসলমানের বন্ধু নয়' সেকথা পবিত্র কুরআনে বহু পূর্বেই হুঁশিয়ার করা হয়েছে (মায়েদাহ ৫১)। অতএব মুসলিম দেশগুলির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এখনই সময় (স.স.)]

ইউরোজোনে বেড়েছে বেকারত্বের হার

ইউরোপের একক মুদ্রা ইউরোর দেশগুলোতে এ বছর বেকারত্বের হার বেড়েছে। ফেব্রুয়ারীতে ইউরোজোনে বেকারত্বের হার দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ৮ শতাংশে। জানুয়ারীতে যা ছিল ১০ দশমিক ৭ শতাংশ। ১৯৯৯ সালে একক মুদ্রা ইউরো চালুর পর থেকে এ বছর ফেব্রুয়ারীতেই বেকারত্বের হার সর্বচ্চে পৌঁছেছে। এর মধ্যে স্পেনে বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশী, ২৩ দশমিক ৬ শতাংশ। সেখানে মোট বেকারের পরিমাণ ৪৭ লক্ষ ৭৫ হাযার।

ইতালীতে অর্থনৈতিক সংকটে ১০ লক্ষাধিক তরুণ চাকরি হারা : ইতালীতে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ২০০৮-২০১১ সালের মধ্যে দশ লাখের বেশী তরুণ চাকরি হারিয়েছেন। ইতালির জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো ৭ এপ্রিল একথা জানিয়েছে। এই হিসাবে বলা হয়েছে, ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী কর্মীর সংখ্যা ৭১ লাখ দশ হাযার থেকে হ্রাস পেয়ে ৬০ লাখ পাঁচ হাযারে এসে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১০ সালেই দুই লাখ ৩৩ হাযার কর্মী চাকরি হারিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রিম কোর্টকে চ্যালেঞ্জ

নির্বাচিত কংগ্রেসে পাসকৃত কোন বিল গুটিকয় অনির্বাচিত ব্যক্তি বাতিল করতে পারে না

-ওবামা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তার ঐতিহাসিক স্বাস্থ্যসেবা সংস্কার পরিকল্পনার গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। যা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে খুবই বিরল।

তিনি রাজনৈতিক ইস্যুতে বিচার বিভাগকে সংযত আচরণ করার আবেদন জানান এবং সতর্ক করে দিয়ে বলেন, অনির্বাচিত প্রতিষ্ঠান সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে এই স্বাস্থ্যসেবা আইন বাতিল হ'লে কোটি কোটি মার্কিন নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনি আরো বলেন, কংগ্রেসে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে পাস হওয়া একটি বিলের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের মতো অনির্বাচিত একটি প্রতিষ্ঠানের বাতিল করা উচিত হবে না। ওবামা বলেন, সুপ্রিম কোর্টের কখনই উচিত নয় নির্বাচিত সরকারের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা।

[ধন্যবাদ মিঃ ওবামা! বিচার বিভাগের প্রতি আপনার শ্রদ্ধাবোধ দেখে বলতে ইচ্ছে হয় যে, ওখানেও জনগণের নির্বাচনে বিচারপতি নিয়োগ করুন। যেমন আপনাকে ভোট দিয়েছিল ১০৬ বছরের এক হিতাহিতজ্ঞানহীন বুড়ী। যেটাকে নিয়ে আপনি আপনার প্রথম স্টেট অব ইউনিয়ন ভাষণে গর্ব করেছিলেন। আপনার হিসাবে তাহ'লে মাথার মূল্য আছে, মগযের মূল্য নেই। আপনাদের চালু করা এই প্রতারণাপূর্ণ ভোটের রাজনীতির কল্যাণেই তো আপনাদের মত লোকেরা প্রেসিডেন্ট হতে পারে। সারা বিশ্বে দৈনিক হাযার হাযার নিরীহ মানুষকে হত্যা করেও যাদের রক্তক্ষুধা মেটে না। ধিক! শত ধিক তোমাদের মত নোবেল প্রাইজ ওয়ালা প্রেসিডেন্টদের (স.স.)]

স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি বিপজ্জনক

-পোপ

স্রষ্টা ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতনতা ছাড়া প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অর্জন সারা বিশ্বের জন্যই হুমকি বলে সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট। তিনি বলেন, 'স্রষ্টাকে ঢেকে ফেলা ও মূল্যবোধে কালো ছায়া ফেলা অন্ধকার সত্যিকার অর্থেই আমাদের অস্তিত্ব এবং পৃথিবীর জন্য হুমকি'। পোপ বলেন, সৃষ্টিকর্তা ও নৈতিক মূল্যবোধ, ভালো ও খারাপের মধ্যকার পার্থক্য অন্ধকারে থেকে গেলে আর সব ধরনের আলো কেবল উন্নতি নয় বরং তা এক ধরনের হুমকি- যা আমাদের এবং সারা বিশ্বকেই ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়'।

[এই মানবিক অনুভূতির জন্য পোপকে ধন্যবাদ। কিন্তু বিশ্ব সন্ত্রাসী ইহুদী-খৃষ্টান চক্রকে রোখার জন্য কেবল এতটুকু যথেষ্ট নয়। বরং তাদের আক্বীদায় পরিবর্তন আনা যরূরী। পোপ-পাদ্রীরা তাদের অনুসারীদের মধ্যে এই ভুল বিশ্বাস সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, যীশু খ্রীষ্ট সকল মানুষের পাপ কাঁধে নিয়ে শূলবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন'। অতএব এখন খৃষ্টান নেতারা যত পাপ করুন, তাতে তারা কোনই তোয়াক্কা করবে না। তাই পোপদের অনুরোধ করব। নিজেদের বানোয়াট ধর্ম ত্যাগ করে তওরাত-ইনজীলের আগাম সুসংবাদ অনুসরণে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর ঈমান আনুন এবং ইসলাম কবুল করে নিজেদের লোকদের তার অনুসারী বানিয়ে ইহকাল ও পরকালে সুখী হউন (স.স.)]

গুজরাটে মুসলিম হত্যা

২৩ জনকে দোষী সাব্যস্ত করল গুজরাটের বিশেষ আদালত

গুজরাটের একটি বিশেষ আদালত নারী ও শিশুসহ ২৩ নিরীহ মুসলমানকে পুড়িয়ে হত্যার দায়ে ২৩ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং পর্যাপ্ত সাক্ষী ও আলামতের অভাবে অপর ২৩ জনকে খালাস দিয়েছে। ২০০২ সালে গুজরাটের গোধরায় একটি ট্রেনে আগুন দেয়াকে কেন্দ্র করে মুসলিমবিরোধী ভয়াবহ দাঙ্গা উস্কে দেয়া হয়েছিল এবং তারই জের ধরে আনন্দ যেলার ওদে শহরে মার্চের দুই তারিখে এ মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। দাঙ্গাকারী প্রায় দুই হাযার উত্তেজিত জনতা ওদে শহরের কাছে পিরওয়ালি ভাগোলে ২০টি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। দাঙ্গার হাত থেকে প্রাণে রক্ষা পাওয়ার আশায় এসব বাড়িতে কয়েকজন অসহায় মুসলমান আশ্রয় নিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল নারী ও শিশু।

চীনে বিশ্বের দীর্ঘতম ঝুলন্ত সেতু উদ্বোধন

চীনের গুনান প্রদেশে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু এবং দীর্ঘ ঝুলন্ত সেতুর উদ্বোধন করা হয়েছে। হুনান প্রদেশের জিশোতে অবস্থিত এ সেতুটি ১ হাযার একশ দুই ফুট উঁচু এবং তিন হাযার আটশ' ৫৮ ফুট দীর্ঘ। ২০০৭ সালের অক্টোবর মাসে এ সেতুর কাজ শুরু করা হয়।

অস্ত্র আমদানীতে শীর্ষে ভারত

অস্ত্র আমদানীতে ভারত এখন সবার শীর্ষে। সুইডেনের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষাবিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (সিপ্রি) নতুন এক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। সিপ্রির হিসাব অনুযায়ী ২০০৭ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের ১০ শতাংশ অস্ত্র আমদানী করেছে। আর এ অস্ত্রের ৮০ শতাংশই এসেছে রাশিয়া থেকে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০২ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে অস্ত্র আমদানীতে চীন ছিল শীর্ষে।

চীনের গানসু এলাকায় চীনা ভাষায় কুরআন মাজীদের প্রাচীন অনুবাদের সন্ধান লাভ

উত্তর-পশ্চিম চীনের গানসু এলাকায় মুসলিম গবেষকরা চীনা ভাষায় কুরআন মাজীদের প্রাচীনতম অনুবাদের সন্ধান পেয়েছেন। হাতে লেখা এই অনুবাদ সম্পন্ন হয় ১৯১২ সালে। লীন ছাও ইউনিভার্সিটির মুসলিম সংস্কৃতি কেন্দ্রের গবেষকরা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সমূহের মধ্যে কুরআন মাজীদের এই অনুবাদ খুঁজে পান। ধারণা করা হচ্ছে যে, ঝাং ও মা ফু লো নামের দু'জন চীনা মুসলিম আলেম এই অনুবাদ করেন। ১৯০৯ সালে তারা অনুবাদ শুরু করে ১৯১২ সালে সমাপ্ত করেন। গবেষকদের মতে চীনা ভাষায় এটিই কুরআনের সবচেয়ে প্রাচীন অনুবাদ।

[মুহাদ্দিছ, বেনারস, ভারত, ফেব্রুয়ারী ২০১২, পৃঃ ৪৫]

মুসলিম জাহান

সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেও স্বীকৃতি পায়নি পাকিস্তান

-গীলানী

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গীলানী বলেছেন, তার দেশ সন্ত্রাসবাদ বিরোধী লড়াইয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হলেও আন্তর্জাতিক সমাজের কাছ থেকে এ বিষয়ে স্বীকৃতি পায়নি। তিনি আরো বলেছেন, পাকিস্তান এখনো সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং এজন্য বিপুল অর্থ ব্যয় হচ্ছে। এ পর্যন্ত পাকিস্তানের ৩০ হাযার বেসামরিক লোক এবং সামরিক বাহিনীর পাঁচ হাযার সদস্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো বহু মানুষ। দেশের অর্থনীতিও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে তিনি জানান। ইউসুফ রাজা গীলানী বলেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পাকিস্তান ফ্রন্ট লাইনে অবস্থান করছে। পঁয়ত্রিশ লক্ষ আফগান শরণার্থীকে পাকিস্তানে আশ্রয় দেয়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

[মুখে ইসলামী রাষ্ট্র বলে বাস্তবে ইসলামের বিরোধিতা করে সারা জীবন আমেরিকার তাবেদারী করার পরিণাম এটাই হওয়া স্বাভাবিক। একজন মূর্খও একথা জানে যে, আমেরিকা যার বন্ধু, তার অন্য কোন শত্রুর প্রয়োজন হয় না। অথচ গীলানীরা কখনোই তা মানেনি। অতএব এখন সমানে মার খাওয়াটাই তোমাদের মত নেতাদের প্রাপ্য (স.স.)]

কাশ্মীরে বিশেষ সেনা আইন বাতিল করা উচিত

-জাতিসংঘ

ভারতীয় কাশ্মীর ও দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিদ্যমান সামরিক বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন (এএফএসপিএ) বাতিল করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ। আইনটিকে আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী বলেও মত প্রকাশ করা হয়েছে। ভারতে ১২ দিনের এক সফর শেষে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদক ক্রিস্টোফার হেইন্স গত ৩০ মার্চ নয়াদিল্লীতে এসব কথা বলেছেন। তিনি বলেন, সামরিক বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বাড়াবাড়ি রকম ব্যবহারের প্রতীক। এটি সুস্পষ্টভাবে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। এই বিশেষ ক্ষমতা আইনের বলে ভারতীয় সেনাবাহিনী ভারত শাসিত কাশ্মীর ও দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুক্তিকামী ও বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াই করা, তল্লাশি চালানোর অপ্রতিহত ক্ষমতা, বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার বা গুলী করতে পারে।

[জাতিসংঘের গৃহীত প্রস্তাবেই তো কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বিষয়ে সেখানে গণভোটের কথা ছিল। কিন্তু মুখে গণতন্ত্রী ভারত কখনোই সে প্রস্তাব মানেনি। বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চল কাশ্মীরকে অঘোষিত সেনা শাসনের বুটের তলায় পিষ্ট করে রেখেছে বিগত ৬৪ বছর। জাতিসংঘ কি পারবে ভারতকে রুখতে? (স.স.)

এনমেক কোম্পানীর অভিনব কুরআন মোবাইল

দুবাইয়ের এনমেক (ENMAC) কোম্পানী MQ 3500 মডেলের এক অভিনব কুরআন মোবাইল উদ্ভাবন করেছে। এতে আব্দুর রহমান আস-সুদাইস, মিনশাভী, আব্দুর রহমান আল-হুযায়ফী সহ বিশ্ববরেণ্য সাত ক্বারীর কণ্ঠে পুরা কুরআন মাজীদ রেকর্ড করা আছে। উর্দু, ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা, মালয়ালাম, তামিল প্রভৃতি ২৯টি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর রয়েছে এতে। তাছাড়া এতে হজ্জ গাইড, যাকাত পরিমাপক যন্ত্র, কিবলা নির্দেশিকা ও আযান রয়েছে। মোবাইলটির মূল্য ৯৫ মার্কিন ডলার।

[মুহাদ্দিছ, জানুয়ারী ২০১২, পৃঃ ৪৩]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বুধ গ্রহে বরফের সন্ধান

পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ বুধে বিজ্ঞানীরা বরফের সন্ধান পেয়েছেন। সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে অবস্থিত বুধ গ্রহের তাপমাত্রা ৪২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ৮০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। যদিও বুধ পৃথিবীর নিকটতম গ্রহের অন্যতম তথাপি অন্যান্য গ্রহের চেয়ে বুধ সম্পর্কে আমরা খুব কম জানি। ১৯৭৪-৭৫ সালে মেরিনার স্পেস ক্র্যাফট বুধ গ্রহের ভূ-পৃষ্ঠের ৪৫ শতাংশ ছবি ধারণ করেছিল। বুধের বাকি অংশ সম্পর্কে এতদিন পরিষ্কার ধারণা ছিল না। ১৯৯১ সালে মহাকাশ বিজ্ঞানী দুয়ানে মুহলেম্যান এবং ব্রায়ান বাটলার জেট প্রোপালসন ল্যাবরেটরীতে উদ্ভাবিত ডিশ এন্টেনা গোল্ড স্টোনের মাধ্যমে বুধের যে চিত্র পেয়েছেন, তাতে বুধের মেরু অঞ্চলের বরফ ও পানির সন্ধান পেয়েছেন বলে দাবী করেছেন। রাডার চিত্রে দেখা গেছে, বুধের উত্তর মেরুতে বরফ আছে যা দেখতে অনেকটা মঙ্গল ও বৃহস্পতির বরফের মত। বিজ্ঞানীরা এখন বিশ্বাস করেন যে, বুধের উত্তর মেরুতে সূর্যের আলোকে ঢেকে দিচ্ছে বরফের স্তর। সেখানকার তাপমাত্রা-২৩৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ১২৫ ডিগ্রি কেলভিন।

আসছে ভূমিকম্প ওয়ালপেপার

ভূমিকম্পের কারণে প্রতি বছর বহু মানুষের প্রাণ যায়। ভেঙে পড়ে ঘরবাড়ি। তবে জার্মান বিজ্ঞানীরা এবার এমন এক ওয়ালপেপার আবিষ্কার করেছেন, যেটা বাড়ির দেয়াল ভেঙ্গে পড়া প্রতিহত করতে পারে। এর বৈজ্ঞানিক নাম 'ইন্টেলিজেন্ট কম্পোজিট সিসমিক ওয়ালপেপার'। গ্লাস ফাইবার দিয়ে তৈরি এই পেপার কোন বাড়ির দেয়ালে লাগালে সেটা ভূমিকম্পের সময় সহজে ভেঙ্গে পড়বে না। আর পড়লেও ওয়ালপেপারের ভেতরে থাকা বিশেষ প্লাষ্টিকের কারণে ইটের টুকরোগুলো সহসাই মানুষের মাথার ওপর পড়বে না। কেননা ঐ প্লাষ্টিক সেগুলোকে কিছু সময়ের জন্য আটকে রাখতে পারবে। আর ততক্ষণে ঘরের ভেতরে থাকা মানুষগুলো বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে। জার্মানির কার্লসরুয়ে ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অধীনে থাকা ইনস্টিটিউট অব সলিড কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়াল টেকনোলজির বিজ্ঞানীরা এই ওয়ালপেপার আবিষ্কার করেছেন।

ক্যান্সার চিকিৎসায় কার্যকর উপাদান আবিষ্কার

ক্যান্সার চিকিৎসায় গবেষকরা এমন একটি উপাদানের সন্ধান পেয়েছেন যা দিয়ে সুস্থ দেহকোষের ক্ষতির আশংকা না করেও আরো কার্যকরভাবে ক্যান্সারের চিকিৎসা করা যাবে। তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয় ও সেবা মেডিকেল সেন্টারের বিজ্ঞানীরা যৌথভাবে এ গবেষণা পরিচালনা করেছেন। গবেষকরা তাদের গবেষণায় যে উপাদান চিহ্নিত করেছেন তা এক দশক আগে স্নায়ুকোষকে স্ট্রোকের পর রক্ষায় বের করা একটি ওষুধ থেকে নেয়া। গবেষণায় দেখা গেছে, উপাদানটি সুস্থ ও ক্যান্সার আক্রান্ত কোষের নতুন কোষ তৈরির প্রক্রিয়া প্রাথমিকভাবে বাধাগ্রস্ত করে। উপাদানটির কারণে ক্যান্সার কোষগুলো দ্রুত মারা গেলেও সুস্থ কোষগুলো এক ঘণ্টার মধ্যেই উপাদানটির প্রভাব কাটিয়ে উঠে আবার নতুন করে কোষ উৎপাদন শুরু করে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন

দেশ পরিচালনায় সার্বিক সংস্কার আবশ্যক

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

বগুড়া ২১ মার্চ বুধবার : অদ্য বিকালে শহরের ঐতিহ্যবাহী আলতাফুন নেসা খেলার মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪১ বছর পরেও দেশের সাধারণ মানুষের অবস্থা বরং পূর্বের তুলনায় আরো শোচনীয় হয়েছে। তিনি বলেন, জাতির এই করুণ পরিণতির মৌলিক কারণ হ'ল অহি-র বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশ পরিচালিত হ'লেই তবে দেশে শান্তি ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, বর্তমান সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম ও সাধারণ সম্পাদক আবুবকর ছিদ্দীক প্রমুখ।

মুসলিম জীবনের কোন একটি অংশ ইসলামী বিধান থেকে মুক্ত নয়

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

বিরামপুর, দিনাজপুর ২৮ মার্চ বুধবার : অদ্য বিকালে স্থানীয় শিমুলতলী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ মুসলমানকে তার বৈষয়িক জীবনের বিস্তীর্ণ অংশে আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে বের করে এনে শয়তানের দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করে। তিনি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে যাবতীয় বিদেশী মতবাদ পরিহার করার জন্য সরকার ও দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব শাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, বর্তমান সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট), বিজুল দারুল হুদা কামিল মাদরাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা আমীনুল ইসলাম প্রমুখ।

আহলেহাদীছ আন্দোলন মধ্যপন্থী ইসলামী আন্দোলনের নাম

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

ঝিনাইদহ ৩০ মার্চ শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর শহরের ঐতিহাসিক উযীর আলী হাইস্কুল মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, চরমপন্থী খারেজী ও শৈথিল্যবাদী মুর্জিয়া মতবাদের মধ্যবর্তী পথ হ'ল আহলেহাদীছ-এর পথ। আহলেহাদীছ কোন কবীরা গোনাহগার মুসলিমকে কাফির বলে না বা তার রক্ত হালাল বলে না। অনুরূপভাবে কোন গোনাহগার মুমিনকে পাকা ঈমানদার বলে না। তিনি সকলকে সাধ্যমত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ।

আহলেহাদীছ আন্দোলন আদর্শিক ঐক্য কামনা করে

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

খুলনা ১ এপ্রিল রবিবার : অদ্য বাদ আছর শহরের জাতিসংঘ পার্কে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা যেলার উদ্যোগে আয়োজিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, মানবজাতি শুরুতে ঐক্যবদ্ধ জাতি ছিল। আল্লাহ তাদের নিকট যুগে যুগে নবীগণকে পাঠিয়েছেন কিতাব দিয়ে। একদল মানুষ তা মেনে নিয়ে ধন্য হয়েছে। আরেকদল লোক তা অমান্য করে হতভাগ্য হয়েছে। স্রেফ হিংসা, যিদ ও হঠকারিতা বশে তারা ঈমানদারগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আজও সে নিয়ম অব্যাহত রয়েছে। মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে পারস্পরিক বিভক্তির কারণও সেটাই। এভাবে হক থেকে বাতিল পৃথক হবে এবং হকপন্থীরা নির্যাতিত হলেও তারা আল্লাহ্র রহমত লাভে ধন্য হবে ইনশাআল্লাহ। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কোন দুনিয়াবী স্বার্থে আন্দোলন করে না। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া আমানত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজের আমূল সংস্কারের আন্দোলন করে। তিনি বলেন, আমরা

বাতিলের সাথে আপোষ করে জগাখিচুড়ী ঐক্য চাই না। বরং সকলের সাথে আদর্শিক ঐক্য কামনা করি।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট) প্রমুখ।

একজন মুসলমান তার জীবন দিতে পারে, কিন্তু ঈমান বিসর্জন দিতে পারে না

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

নওগাঁ ৪ এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ আছর শহরের নওজোয়ান মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালিয়ে ও দুনিয়াবী স্বার্থের টোপ দিয়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে আদর্শচ্যুত করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সাবধান থেকে প্রত্যেক মুসলমানকে যেকোন ত্যাগের বিনিময়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে দৃঢ় থাকার আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন ও মাষ্টার নিযামুল হক প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক এমপি কফীলুদ্দীন সোনার, সাপাহার সরকারী কলেজের সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল অধ্যাপক আব্দুল কাইয়ূম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম।

হে মানুষ এগিয়ে চলো তোমাদের প্রভুর ক্ষমা ও জান্নাতের পানে

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

লালমণিরহাট ৯ এপ্রিল সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার আদিতমারী উপযেলাধীন মহিষখোচা হাইস্কুল ও কলেজ মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমণিরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আজকের মুসলমানদের অধিকাংশ ইহুদী-নাছারাদের অনুসারী হয়ে গেছে। এদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সর্বত্র এখন বিদেশী গোলামীর নিদর্শন স্পষ্ট। স্বাধীনভাবে আমরা আমাদের দেশ ও সমাজকে গড়ে তুলব, এ অনুভূতি যেন আজ লোপ পেতে বসেছে। তিনি বলেন, জাহেলিয়াতের সর্বগ্রাসী অন্ধকারের মধ্যেও একটি দলকে অহি-র বিধানের আলোর মশাল নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার শপথ নিয়ে এগিয়ে চলা কাফেলার সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, চৌরাহা আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুল হামীদ প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহিষখোচা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মুছাদ্দেক হোসাইন চৌধুরী, সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মুহাম্মাদ হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর কর্মী মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম।

মাসিক তাবলীগী ইজতেমা

হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ৩১ মার্চ শনিবার : অদ্য বাদ আছর হাটগাঙ্গোপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' হাটগাঙ্গোপাড়া এলাকার উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহসিন আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দালন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাস্টার সিরাজুল ইসলাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক আলহাজ্জ আইয়ূব আলী প্রমুখ।

এলাকা তাবলীগী ইজতেমা

ইসলাম সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী ১৫ এপ্রিল রবিবার : অদ্য বাদ আছর মোহনপুর থানাধীন কেশরহাট হাইস্কুল ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কেশরহাট এলাকার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এলাকা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছিল ইসলামকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার জন্য। অথচ আমরাই আজ ইসলাম ছেড়ে অনৈসলামী দ্বীনের অনুসারী হয়েছি। এক্ষণে আমাদেরকে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে ফিরে আসতে হবে। জাতির মুক্তি কেবল এপথেই নিহিত রয়েছে।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'আন্দালন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইদরীস আলী সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যেলা ও এলাকা নেতৃবৃন্দ।

জোর করে দেশের উপরে বিদেশী সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবেন না

-সরকারের প্রতি আমীরে জামা'আত

১লা বৈশাখ উদযাপনে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার ব্যাপক মাতামাতি দেখে মনে হচ্ছে যেন এদেশে বিদেশী সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ চেপে বসেছে। ১লা বৈশাখ বর্ষবরণকে এদেশের আবহমান কালের সর্বজনীন সংস্কৃতি বলে অহরহ মিথ্যাচার করা হচ্ছে। অথচ ৭দিন পরেই বৈশাখের তারিখ জানতে চাইলে এদের মাথা চুলকাতে হয়। মনে হচ্ছে যেন বিদেশীদের শিখানো বুলি বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় মুখস্থ আওড়ানো হচ্ছে। যাতে উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা সেটা বিশ্বাস করে নেয়। অথচ এদেশের সাধারণ মানুষের সাথে এ সবের কোন সম্পর্ক নেই। ইলিশ-পান্তা খাওয়ার নামে চলছে গরীবের সাথে নির্মম রসিকতা। এমনকি স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকা মেট্রো পুলিশের ইলিশ-পান্তা উৎসবের উদ্বোধন করছেন। বিভিন্ন মূর্তি ও পশু-পাখির মুখোশ সামনে নিয়ে হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী বিশাখা নক্ষত্রকে অর্ঘ্য দানের জন্য ধূতি-পাঞ্জাবী ও গেরুয়া পোষাকধারী পুরুষ এবং শাখা-সিঁদুর ও লাল টিপ দেওয়া ও তার আদলে সাদা যমীন ও লাল পেড়ে শাড়ী পরে নারীদের মঙ্গল শোভাযাত্রা পুরাপুরি পৌত্তলিক সংস্কৃতি মাত্র। তাছাড়া পরস্পরে ঢলাঢলি ও বেলেল্লাপনা আদৌ কোন সংস্কৃতি নয়। এইসব নোংরামির দৃশ্য বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী টিভি চ্যানেলে দেখিয়ে গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র অনৈতিকতার বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে লোকজ সংস্কৃতির নামে। অথচ সরকার ভালভাবেই জানেন যে, এদেশের ৯০ শতাংশ নাগরিক মুসলমান। তাদের আক্বীদা-বিশ্বাসে ছবি ও মূর্তিপূজা শিরক। নারী-পুরুষের পর্দা ফরয ও অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ। প্রাণীর ছবি ও মূর্তি হারাম। বর্ষবরণ, বর্ষাবরণ, পৌষ সংক্রান্তি, চৈত্র সংক্রান্তি ইত্যাদি অনুষ্ঠান পালন পুরোপুরি হিন্দুয়ানী পার্বন। ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী মঙ্গল-অমঙ্গলের মালিক আল্লাহ। তিনিই বার মাসের ও ঋতু বৈচিত্র্যের সৃষ্টিকর্তা। দেশে শান্তি ও মঙ্গলের জন্য কেবল তাঁর কাছেই প্রার্থনা করতে হবে। মানুষকে আল্লাহমুখী করার মধ্যেই দেশের সত্যিকারের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। সকলেই জানেন যে, মানুষের আক্বীদা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। তাই হিন্দু বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও মুসলিম বাঙ্গালীর সংস্কৃতির মধ্যে আসমান ও যমীনের পার্থক্য রয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি চায় তাদের শিরকী সংস্কৃতি এদেশে চাপিয়ে দিতে ও আমাদের নিজস্ব তাওহীদী সংস্কৃতি ভুলিয়ে দিতে। আর এর মাধ্যমে তারা আগামী দিনে এদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে তাদের অঙ্গ রাজ্য বানাতে চায়। তাই সরকারকে চোখ-কান খোলা রাখতে অনুরোধ রইল।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৮১) : জনৈক লেখক বলেন যে, বাঁশির শব্দে ইবনু ওমর (রাঃ) কানে আঙ্গুল দেয়াতে গান হারাম হয়েছে তা বলা যায় না (সৌভাগ্যের পরশমণি)। আবার রাসূল (ছাঃ) নিজে কানে আঙ্গুল দিয়েছিলেন কিন্তু ইবনু ওমর (রাঃ)-কে তা করতে বলেননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খলীফাদের যুগে বাদ্যযন্ত্র ও গান নিষেধ ছিল না; বরং তা উপভোগ করা হত (তাবারী)। তিনি আরো বলেন, কুরআনে এমন কোন আয়াত নেই যা গানকে হারাম করে। তাই ইবনে হাজার, ইবনু খাল্লিকান, জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, গাযালী প্রমুখ বিদ্বানদের মতে বাদ্যযন্ত্রসহ গান শোনা বৈধ। যদি তা সৎ উদ্দেশ্যে এবং কল্যাণকর কথা হয়। উক্ত দাবীগুলো কি সত্য? সৌভাগ্যের পরশমণি' এবং 'এহইয়াউ উলূমিদ্দীন' বইগুলো কি গ্রহণযোগ্য?

-মুহাম্মাদ তাওয়াব
ছোট বনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : সম্মানিত লেখক হয়তবা ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণিত উক্ত হাদীছটি সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হননি। কেননা হাদীছের শেষে বলা হয়েছে, ইবনু ওমর (রাঃ) বলছেন যে, আমি তখন ছোট ছিলাম' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৮১১ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'বক্তৃতা ও কবিতা' অনুচ্ছেদ-৯)*। অর্থাৎ তখন তাঁর উপর শরী'আত বর্তিত হয়নি। এছাড়া ইমাম ত্বাবারী (রহঃ)-এর নামে যে উদ্ধৃতি পেশ করে করা হয়েছে, সেটা ঠিক নয়। কেননা তিনি গানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত মন্তব্য করে গেছেন এই বলে যে, قد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه 'সমস্ত দেশের আলেমগণ গান অপসন্দনীয় হওয়া ও নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতি ঐক্যমত পোষণ করেছেন' *(তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর সূরা লোকমান ৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

মূলকথা ইসলামে গান ও সবধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাদ্যযন্ত্রকে مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ 'শয়তানের বাদ্য' বলেছেন *(আবুদাঊদ হা/২৫৫৬)*। নষ্ট গায়কদের সম্পর্কে তিনি বলেন, خذوا الشيطان او أمسكوا الشيطان 'শয়তানকে ধরো বা শয়তানকে রুখো' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮০৯)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা অজ্ঞতাবশে لَهْوَ الْحَدِيْثِ অর্থাৎ গান ক্রয় করে মানুষকে আল্লাহ্র পথ হ'তে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, ইবনু আব্বাস, জাবের, ইকরিমা, সাঈদ ইবনু জুবায়ের, মুজাহিদ, মাকহূল এবং আমর বিন শু'আইব সকলে উক্ত আয়াতের অর্থ 'গান' নিয়েছেন *(ফাতাওয়া ইবনু বায, ৩/৩৯৩ পৃঃ)*। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্যের দিকে এবং কল্যাণের দিকে আহ্বান করা ও শত্রুদের হাত থেকে স্বদেশ রক্ষা করার জন্য যে সমস্ত বাজনা বিহীন গান রয়েছে, সেগুলো বৈধ *(ফাতাওয়া ইবনু বায, ৩/৪৩৭ পৃঃ)*। তাছাড়া ছোট ছোট মেয়েরা দফ বাজিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠান ও ঈদের দিন সহ বিশেষ দিনে আনন্দ করাও জায়েয *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১৫৩)*। অতএব কুরআন ও ছহীহ হাদীছের স্পষ্ট বক্তব্য মওজুদ থাকতে অন্য কারু কথার প্রতি দৃকপাত করা কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয়। 'সৌভাগ্যের পরশমণি' এবং 'এহইয়াউ উলূমিদ্দীন' বইগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। এগুলো পড়া থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (২/২৮২) : আক্বীক্বা করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন?

-রাযিয়া সুলতানা
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সন্তানের সাথে আক্বীক্বা জড়িত। অতএব তোমরা তার পক্ষ হতে রক্ত প্রবাহিত কর এবং তার থেকে কষ্ট দূর করে দাও (অর্থাৎ তার জন্য একটি পশু যবহ কর এবং তার মাথার চুল ফেলে দাও)' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪১৪৯ 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ)*। তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে। অতএব জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ হতে পশু যবেহ করতে হয়, নাম রাখতে হয় ও তার মাথা মুণ্ডন করতে হয় *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইরওয়া হা/১১৬৫; মিশকাত হা/৪১৫৩; বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই)*।

প্রশ্ন (৩/২৮৩) : নযর লাগা কি সত্য? এর প্রতিকার কিভাবে সম্ভব? জনৈক লেখক 'ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ' নামক বইয়ে লিখেছেন, নযর লাগার আশঙ্কা হলে মুখ-হাত ধুয়ে ফেলবে অর্থাৎ গোসল করবে। রেফারেন্স হিসাবে তিনি ছহীহ বুখারী ও মুসলিম উল্লেখ করেছেন। বিষয়টা কি ঠিক?

-মুখতার যামান
উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : নযর লাগা সত্য। এর প্রতিকার সম্পর্কে প্রশ্নোল্লেখিত

আলোচনা সঠিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নযর লাগা সত্য। অতঃপর যদি কোন বস্তু তাক্বদীর পরিবর্তনে সক্ষম হ'ত, তাহ'লে বদ-নযরই তা করতে পারত। আর যদি তোমাদের গোসল করাতে চাওয়া হয়, তাহ'লে তোমরা গোসল করো' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৩১)*। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নযর লাগা সত্য। কিন্তু তা তাক্বদীর পরিবর্তন করতে পারে না।

প্রশ্ন (৪/২৮৪) : যারা গান-বাজনা, ঢোল-তবলাকে ইবাদতের মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছে, তাদের পরিণাম কী হবে?

-ত্বালহা খালেদ
সঊদী আরব, দাম্মাম।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা বলেন, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্র পথ হতে (মানুষকে) বিচ্যুত করার জন্য গান ক্রয় করে এবং আল্লাহ্র পথকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে; তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি *(লোকমান ৬)*। আবু মালেক আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি হবে, যারা যেনা-ব্যভিচার, রেশমী কাপড় ব্যবহার, মদ্যপান ও গান-বাজনাকে হালাল মনে করবে। ... রাতের অন্ধকারেই আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিবেন এবং তাদের উপর পর্বতকে ধ্বসিয়ে দিবেন ও তাদের কারু কারু আকৃতি বানর-শূকরে পরিবর্তিত করে দিবেন, যা ক্বিয়ামতের দিন পর্যন্ত থাকবে' *(বুখারী হা/৫৫৯০; মিশকাত হা/৫৩৪৩)*।

শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ কোন কোন পাপীকে দুনিয়াতে বাস্তব শাস্তি দিবেন এবং তাদের আকৃতি পরিবর্তন করে দিবেন। সাথে সাথে ঐ পশুর মত তাদের জ্ঞানের পরিবর্তন ঘটাবেন। ইবনুল আরাবী বলেন, হতে পারে তাদের আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যাবে, যেমন পূর্ববর্তী উম্মতের হয়েছিল। অথবা হতে পারে তাদের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটবে (পশুর ন্যায়)। আলবানী বলেন, আমি বলি যে, দু'টিই হতে পারে, হাদীছের বক্তব্যে যা দ্রুত বুঝা যায়' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। স্ত্রী যয়নব বিনতে জাহশের প্রশ্নের জওয়াবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إذا كَثُرَ الْخَبَثُ 'যখন পাপাচার ব্যাপক হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩৪২)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ যখন কোন কওমের উপর আযাব নাযিল করেন, তখন সেখানে অবস্থানকারী সকলকে তা পাকড়াও করে। অতঃপর তারা স্ব স্ব আমল অনুযায়ী ক্বিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩৪৪)*।

প্রশ্ন (৫/২৮৫) : কোন পরহেযগার ব্যক্তি তার পরহেযগার আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক না রাখলে তার ইবাদতের উপর গোনাহের প্রভাব পড়বে কি?

-আব্দুর রহমান
খামিছ মুসাইত, সঊদী আরব।

উত্তর : গর্হিত কোন অন্যায়ের কারণে যদি স্রেফ আল্লাহ্র জন্য সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে থাকে, তাহলে তার ইবাদতের উপর গোনাহের কোন প্রভাব পড়বে না *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩০; বায়হাক্বী শু'আব, মিশকাত হা/৫০১৪)*। আর যদি অন্য কারণে বা বিদ্বেষমূলক হয়ে থাকে, তাহলে পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯২২)*।

প্রশ্ন (৬/২৮৬) : ক্বাযা ছালাত নিষিদ্ধ সময়ে আদায় করা যাবে কি?

-কাওছার
বায়া, রাজশাহী।

উত্তর : যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কেউ যদি ছালাত আদায় করতে ভুলে যায় তাহলে স্মরণ হওয়া মাত্রই যেন তা আদায় করে নেয়। কারণ ছালাত আদায় করাই তার কাফফারা *(বুখারী হা/৫৯৭)*। নিষিদ্ধ সময়ে ছালাত আদায় করা যাবে না এই নির্দেশের মধ্যে ক্বাযা ছালাত অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন (৭/২৮৭) : মাযহাবী ভাইদের মতে কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও ক্বিয়াস শরী'আতের উৎস। এ সম্পর্কে আহলেহাদীছদের বক্তব্য কি? উম্মতের সর্বসম্মত মত হল, কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তাহ'লে তার উপর স্ত্রীর মা হারাম হয়ে যায়। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর উপর ক্বিয়াস করে বলেছেন, কেউ কোন নারীর সাথে যেনা করলে ঐ নারীর মা ঐ পুরুষের জন্য হারাম হয়ে যাবে। উক্ত ক্বিয়াস কি শরী'আত সম্মত?

-আমীনুল ইসলাম
ইসলামপুর, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত দাবী সঠিক নয়। কারণ শরী'আতের উৎস হল, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ *(মুস্তাদরাক হাকেম হা/৩১৮, সনদ ছহীহ)*। এছাড়া উদ্ভূত কোন সমস্যার সমাধান কুরআন-সুন্নাহ্র মাঝে না পেলে আহলেহাদীছগণ ইজমায়ে ছাহাবা অতঃপর ইজতিহাদের শরণাপন্ন হন।

শাশুড়ী স্বামীর জন্য হারাম এটি কারু মত হিসাবে নয়, বরং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি কোন নারীর সাথে যেনা করে। আর উক্ত বিধানের উপর ক্বিয়াস করে বলে যে তার মাও তার জন্য হারাম, তবে সেটি আদৌ কোন ক্বিয়াস নয়, বরং শরী'আত বিরোধী কথা। কেননা যেনা দ্বারা যেমন কেউ কারু স্ত্রী সাব্যস্ত হয় না, তেমনি তার মাও শাশুড়ী সাব্যস্ত হয় না। আহলেহাদীছগণ এই ধরনের ফাৎওয়াকে গ্রহণ করেন না। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেনা (হালালকে) হারাম করতে পারে না *(ইরওয়াউল গালীল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৮৭)*। কাজেই যেনাকারিণীর মা হারাম হবে না।

উল্লেখ্য যে, ক্বিয়াস শারঈ কোন ভাষা নয়। বরং তার স্থলে ইজতিহাদ কথাটি হাদীছ সম্মত। অনুরূপ তাক্বলীদ কথাটি শারঈ

পরিভাষা নয়। বরং ইত্তেবা কথাটি কুরআন-সুন্নাহ সম্মত।

প্রশ্ন (৮/২৮৮) : ওহোদের যুদ্ধে হিন্দা হামযা (রাঃ)-এর কলিজা চিবিয়ে খেয়েছিল মর্মে যে কথা প্রচলিত আছে তা কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর
সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার
এশিয়া ইন্সুরেন্স লিঃ ঢাকা।

উত্তর : সঠিক *(মুসনাদে আহমাদ হা/৪৪১৪, আহমাদ শাকির 'ছহীহ' বলেছেন এবং আরনাউত্ব 'ছহীহ লিগায়রিহী' বলেছেন। ইবনু কাছীর বলেন, সনদে 'দুর্বলতা' আছে। আলবানী একই মত পোষণ করেন। সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃঃ ১/৯১; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৪/৪২)*।

প্রশ্নঃ (৯/২৮৯): মসজিদে প্রতিদিন বাদ ফজর কুরআন মাজীদ থেকে কমপক্ষে তিন আয়াত এবং বাদ এশা সুন্নাতের পূর্বে ছহীহ হাদীছ অথবা আত-তাহরীক থেকে কিছু অংশ পাঠ করে শোনানো হয়। কিন্তু যরূরী কাজ থাকার কারণে অনেকে ফরয ছালাতের পরেই সুন্নাত পড়তে শুরু করে। ফলে তার ছালাতে বিঘ্ন ঘটে। এমতাবস্থায় করণীয় কী? নিয়মিত করার কারণে এটি বিদ'আতের অন্তর্ভূক্ত হবে কি?

-মুহাম্মাদ রূমানুল হক
গাংণী, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : দ্বীন শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে মুছল্লীদের পরামর্শক্রমে উক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। সুতরাং কারো ব্যস্ততা থাকলে তিনি মসজিদের বারান্দায় সুন্নাত পড়তে পারেন অথবা বাড়ীতে গিয়ে পড়তে পারেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬০; মুসলিম, মিশকাত হা/১২৯৭)*। তবে যারা 'মাসবূক' অর্থাৎ পুরো জামা'আত পাননি, তাদের ব্যাপারে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। এ ধরনের আলোচনা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। বরং নিয়মিত করাটাই আবশ্যিক। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিখায়' *(বুখারী, মিশকাত হা/২১০৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ আলেমকে উত্তম বলেছেন, যিনি ফরয ছালাতের পর বসে মুছল্লীদের দ্বীন শিক্ষা দেন *(দারেমী, মিশকাত হা/২৫০)*। এছাড়া সপ্তাহে জুম'আর দিন অথবা ১, ২, বা ৩ দিন নিয়মিত তা'লীমী বৈঠক করার ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (রাঃ) নির্দেশ দিতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২৫২)*। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) প্রতি বৃহস্পতিবার তা'লীমী বৈঠক করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৭)*।

প্রশ্নঃ (১০/২৯০) : আমি যে অফিসে চাকুরী করি সেখানে কোন ছালাতের ব্যবস্থা নেই। মসজিদও নেই। উক্ত স্থানে বসবাস করা যাবে কি?

-জুবাইর রহমান, ইংল্যান্ড।

উত্তর : কবর ও গোসলখানা ব্যতীত পৃথিবীর সর্বত্রই ছালাতের স্থান *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৭৩৭)*। সুতরাং উক্ত অফিসের যে কোন স্থানে ছালাত আদায় করে নিতে হবে। এতেও যদি বাধা সৃষ্টি হয়, তাহলে উক্ত চাকুরী ছেড়ে দিবে এবং প্রয়োজনে অন্যত্র হালাল রূযী তালাশ করতে হবে।

প্রশ্ন (১১/২৯১) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, হাদীছে রয়েছে, কোন খাবারের পাত্রে কুকুর মুখ দিয়ে খেলে সেখান থেকে খাবার ফেলে দিয়ে পাত্রের বাকি খাবার খাওয়া যাবে। কিন্তু ঐ পাত্রে যদি কোন বেনামাযী হাত দেয়, তাহ'লে ঐ পাত্রের খাবার খাওয়া যাবে না। উক্ত হাদীছ উদ্ধৃতিসহ সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রায়হানুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : বিষয়টি সঠিক নয়।

প্রশ্ন (১২/২৯২) : ছালাতের মধ্যে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত ও বিভিন্ন দো'আর উচ্চারণ সঠিক না হলে ছালাত হবে কি? মাদ-মাখরাজের গুরুত্ব সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-কে.এম. রেযওয়ানুল ইসলাম
রাজশাহী।

উত্তর : আল্লাহ বলেন, তোমরা ধীরে ও শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত কর *(মুযযাম্মিল ৪)*। কুরআন তেলাওয়াত শুদ্ধ না হলে শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে গুনাহের সম্ভাবনা থাকে, তবে ছালাত হয়ে যাবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৮)*।

বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন- اَلْحَمْدُ للهِ ও اَلْهَمْدُ للهِ প্রথমটিতে 'হায়ে হুত্ত্বি' (ح), যার অর্থ 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য'। দ্বিতীয়টিতে 'হায়ে হাউয়ায' (هـ) যার অর্থ সকল ধ্বংস আল্লাহ্‌র জন্য' *(না'ঊযুবিল্লাহ)*। অমনিভাবে (قُلْ) অর্থ তুমি বল এবং (كُلْ) অর্থ তুমি খাও। অনুরূপ لاالہ الااللہ অর্থ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং لإلـــه إلااللہ যার অর্থ আল্লাহ ছাড়া অবশ্যই ইলাহ আছে। অতএব মাদ ও মাখরাজ সহ তেলাওয়াত করা মুসলিম উম্মাহ্‌র উপর ফরয দায়িত্ব।

প্রশ্ন (১৩/২৯৩) : ছালাতে টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলালে ওযু ভেঙ্গে যায় মর্মে একটি হাদীছ রয়েছে। কোন কোন আলেম এটাকে যঈফ বলেন। তাহলে কি ছালাতের মধ্যে টাখনুর নীচে কাপড় পরা যাবে?

-আবু ফাতীন
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/৬৩৮)*। তবে আবুদাঊদে বর্ণিত তার পূর্বের হাদীছটি ছহীহ। যেখানে রাসূল

(ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে ছালাত আদায় করবে সে হালালের মধ্যে আছে না হারামের মধ্যে আছে তা আল্লাহ্র যায় আসে না *(আবুদাঊদ হা/৬৩৭)*। তাছাড়া কোন অবস্থাতেই টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা যাবে না। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'টাখনুর নীচে কাপড়ের যতটুকু যাবে, ততটুকু জাহান্নামে পুড়বে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৪)*।

প্রশ্ন (১৪/২৯৪) : আমি সরকারী চাকুরী করি। হারাম উপার্জন করি। অনেক পাপ করেছি। আমি এখন সংকল্প করেছি, সকল পাপ থেকে তওবা করব, চাকুরী ছেড়ে দিব, হালাল চাকরী পেলে তা করব। যা উপার্জন করব তার অধিকাংশই দান করে দিব। এতে কি আমার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ হবে?

-বদরুদ্দোজা
রাণীপুর, ঝাড়খন্ড, ভারত।

উত্তর : কোন ব্যক্তি তার কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নিকট খালেছ অন্তরে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন *(মুসলিম ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৫)*। তবে হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক নষ্ট করে থাকলে তাকে অবশ্যই তা ফেরত দিতে হবে। কারণ এই পাপ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬)*।

প্রশ্ন (১৫/২৯৫) : বিদায়কালে মুছাফাহা করা যাবে কি?

-অধ্যাপক আব্দুল লতীফ
নতুন বিলশিমলা, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সালামের পরে মুছাফাহা করা সালামের পূর্ণতা *(আদাবুল মুফরাদ হা/৯৬৮, সনদ ছহীহ)*। অতএব বিদায়ের সময়েও মুছাফাহা করা সালামের পূর্ণতা হিসাবে গণ্য হবে। রাসূল (ছাঃ) যখন কাউকে বিদায় দিতেন তখন ঐ ব্যক্তি হাত না ছাড়া পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তার হাত ছাড়তেন না' *(তিরমিযী হা/৩৪৪২; মিশকাত হা/২৪৩৫)*।

প্রশ্ন (১৬/২৯৬) : কোন পাখীকে তীর, ধনুক বা অন্য কিছু দ্বারা আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিয়ে যবহ করা হলে খাওয়া যাবে কি?

-জেসমিন
কালিগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তর : আঘাত করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বললে বা যবহ করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বললে খাওয়া যাবে। নিয়ম হল, বিসমিল্লাহ বলে তীর নিক্ষেপ করা এবং এমন অস্ত্র দ্বারা আঘাত করা যদ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয় *(মায়েদাহ ২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে অস্ত্র রক্ত প্রবাহিত করে এবং যবহ করার সময় বিসমিল্লাহ বলা হয়, তা খাও *(বুখারী, হা/২৪৮৮)*।

প্রশ্ন (১৭/২৯৭) : নাপাক অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করে তেলাওয়াত করলে পাপ হবে কি? কুরআন যখন গ্রন্থাকারে ছিল না, তখন এর হুকুম কি ছিল। বর্তমানে কম্পিউটার, মোবাইল, ভিডিও চিত্রের মাধ্যমেও কুরআন পড়া যায়। তা হলে স্পর্শ করা আর না করার গুরুত্ব থাকলো কোথায়?

-রুছাফী, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : নাপাক অবস্থা দু'প্রকারের (ক) পেশাব-পায়খানা করার কারণে নাপাক হওয়া (খ) স্ত্রী সহবাসে বা অন্য কোন উপায়ে বীর্যপাত হওয়ার কারণে নাপাক হওয়া। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় অবস্থায় কুরআন মাজীদ স্পর্শ ছাড়া পড়া যায় *(তিরমিযী ১/১৪৬; আহমাদ হা/৬৩৯, ৮৭২; বুখারী, মিশকাত হা/৪৫১)*। দ্বিতীয় অবস্থায় কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা হারাম *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, দারাকুৎনী, মিশকাত হা/৪৬৫, সনদ ছহীহ)*। কম্পিউটার, মোবাইল, ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে কুরআন পড়াতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা এগুলি সরাসরি কিতাবুল্লাহ নয়, যা স্পর্শযোগ্য।

প্রশ্ন (১৮/২৯৮) : বালাগাল 'উলা বিকামা-লিহী, কাশাফাদ্দুজা বি জামা-লিহী' মর্মে প্রচলিত দরূদ কেন পড়া যাবে না?

-শাকিল
ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা।

উত্তর : প্রথম কারণ হল, উক্ত বাক্যগুলি দরূদ নয়। ২য় কারণ হ'ল এটি শিরক মিশ্রিত। এখানে বলা হয়েছে, 'উচ্চতা তার পূর্ণতায় পৌঁছে গেছে'। অথচ এটি কেবল আল্লাহ্র জন্য খাছ। ৩য় কারণ, এখানে রাসূল (ছাঃ)-কে নূরের তৈরী কল্পনা করা হয়েছে, যাঁর দেহের আলোকচ্ছটায় অন্ধকার বিদূরিত হয়েছে। এটি কুরআন বিরোধী আক্বীদা। সুতরাং একে দরূদ মনে করে পড়লে পাপ হবে।

প্রশ্ন (১৯/২৯৯) : হস্তমৈথুন করা কতটুকু অপরাধ? এর বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাজিদুল ইসলাম
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তর : হস্তমৈথুন বা যেকোন উপায়ে বীর্য স্খলন করা নিষিদ্ধ। এটি কবীরা গোনাহ। আল্লাহ বলেন, যারা নিজ স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত অন্যকে কামনা করে, তারা সীমালংঘনকারী *(মুমিনূন ২৩/৬-৭; মা'আরিজ ৭০/৩০-৩১)*। এটি হ'ল আত্মঘাতি পাপ। যা মানুষের জীবন-যৌবন ধ্বংস করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং অন্যের ক্ষতি করো না' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০)*। ক্বিয়ামতের দিন মানুষের মুখ বন্ধ হবে এবং হাত-পা সাক্ষ্য দিবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৬৫)*। অতএব এই পাপীদের এখুনি তওবা করতে হবে। নইলে জাহান্নামে যেতে হবে। এদের বাঁচার পথ হ'ল বিয়ে করা অথবা নিয়মিত নফল ছিয়াম রাখা *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮০)*। সেই সাথে সর্বদা সৎ চিন্তা করা ও সৎ সঙ্গ গ্রহণ করা।

প্রশ্ন (২০/৩০০) : ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের উপকারের

জন্য সচেষ্ট হবে এবং তার উপকার সাধন করবে, সে দশ বছর ধরে ইতিকাফকারীর চেয়েও মর্যাদাবান হবে। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-হোসনেআরা আফরোয
শেরপুর, বগুড়া।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৩৪৫; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৫৭৩)।*

প্রশ্ন (২১/৩০১) : কিছু লোক যুক্তি দেখিয়ে বলে থাকে, মসজিদে যাওয়ার জন্য যেমন অনেকগুলো পথ থাকে, তেমনি বিভিন্ন ইসলামী দলের মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়া যাবে। উক্ত যুক্তি কি সঠিক?

-কাওছার
বায়া, রাজশাহী।

উত্তর : মসজিদে যাতায়াতের জন্য মসজিদ কমিটি বিভিন্ন পথ করে রেখেছে বলেই বিভিন্ন পথ দিয়ে মসজিদে যাতায়াত করা যায়। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য জান্নাতের মালিক আল্লাহ তা'আলা মাত্র একটি পথ খোলা রেখেছেন। উক্ত পথ ছাড়া অন্য কোন পথ দিয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা ছাহাবীদের সামনে একটি সরল রেখা টানলেন এবং বললেন এটা আল্লাহ্র পথ। অতঃপর তার ডানে ও বামে অনেকগুলো রেখা টেনে বললেন এগুলোও বিভিন্ন পথ। তবে এ সকল পথে শয়তান রয়েছে, সে তার দিকে আহ্বান করছে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন, 'নিশ্চয় এটাই আমার সরল পথ। তোমরা এ পথের অনুসরণ করো। অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না। তাহ'লে ঐ পথগুলো তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে সরিয়ে নিবে *(আন'আম ১৫৩; মুস্তাদরাক হা/৩২৪১; আহমাদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/১৬৬, সনদ হাসান)।*

উক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যেকোন ইসলামী দলে থাকলেই জান্নাতে যাওয়া যাবে, উক্ত দাবী সঠিক নয়। বরং প্রকৃত ইসলামী দল সেটাই, যারা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের তরীকার উপরে চলে এবং সর্বদা রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই দল থাকবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬২৭৬)*। তাদের সংখ্যা কম হবে। কিন্তু তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৯)*। ঈমানদারগণের কর্তব্য হ'ল এই দলকে খুঁজে নেওয়া ও তাদের সাথে জামা'আতবদ্ধ থাকা।

প্রশ্ন (২২/৩০২) : বাড়ীর মালিক তার ভাড়াটিয়াকে এক দিনের নোটিশে বাসা থেকে বের করে দিতে পারে কি? এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ নাফিছ মুসাইত
সঊদী আরব।

উত্তর : মুসলিমদের যেকোন চুক্তি বৈধ শর্তের উপর লিখিত হওয়া আবশ্যক এবং সে চুক্তি উভয়েই ভঙ্গ করবে না মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৮৭৭)*। বাড়ীর মালিক ও ভাড়াটিয়াকে অবশ্যই তাদের চুক্তিতে আরোপিত বৈধ শর্ত মেনে চলতে হবে। এ ক্ষেত্রে যে পক্ষই শর্ত ভঙ্গ করবে সে অপরাধী বলে গণ্য হবে। ভাড়াটিয়াকে এক দিনের নোটিশে বের করে দিয়ে যদি মালিক শর্ত ভঙ্গ করে, তাহ'লে সে শরী'আতের দৃষ্টিতে অপরাধী হবে। তবে যদি ভাড়াটিয়ার তরফ থেকে এমন কোন অন্যায় আচরণ দেখা যায় যা শর্ত ভঙ্গ প্রমাণিত হয়, তাহ'লে সেটা ভিন্ন কথা। মানুষ পরস্পরের প্রতি দয়াশীল আচরণ করবে এটাই রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ *(আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯৬৯ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় ১৫ অনুচ্ছেদ)*। ভাড়াটিয়াকে একদিনের নোটিশে বের করে দেওয়াটা নিঃসন্দেহে অমানবিক। স্বাভাবিক অবস্থায় এটা আদৌ বৈধ নয়।

প্রশ্ন (২৩/৩০৩) : স্থির চিত্র ও ভিডিও চিত্রের ব্যাপারে শরী'আতের হুকুম কি? বিভিন্ন ইসলামী অনুষ্ঠানেও ভিডিও প্রদর্শন করা হচ্ছে। রাসূল (ছাঃ) কোন ধরনের ছবি নিষেধ করেছিলেন এবং তার উদ্দেশ্য কী ছিলো? বিভিন্ন প্রয়োজনে কোন ছবি ধারণ করলে পাপ হবে কি?

-রুমানা
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন প্রাণীর ছবি তোলা এবং তা টাঙানো বা স্থাপন করা হারাম। কারণ এগুলি মূর্তিপূজার শামিল। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক ছবি নির্মাতা জাহান্নামী *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৯৮, 'ছবিসমূহ' অনুচ্ছেদ)*। তবে বাধ্যগত কারণে, জনগুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে ও রেকর্ড রাখার স্বার্থে ছবি তোলা বৈধ। যেমন চাকুরী, চিকিৎসা, হজ্জ ইত্যাদি, যা না হলে বৈধ কাজ সমাধা হয় না। একই উদ্দেশ্যে ইসলামী অনুষ্ঠান ভিডিও প্রদর্শন করা যায়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬; বিস্তারিত দ্রঃ 'ছবি ও মূর্তি' বই)*।

প্রশ্ন (২৪/৩০৪) : বিদ'আতী ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করলে কবুল হবে কি? বিদ'আতীকে সালাম দেয়া ও সম্মান করা যাবে কি?

-নাছির
ফতেপুর, ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তর : ফাসিক ও বিদ'আতীর পিছনে ছালাত আদায় করা মাকরূহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইমামগণ ছালাতে ভুল করলে তোমাদের রয়েছে নেকী ও তাদের জন্য রয়েছে গোনাহ' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)*। এমতাবস্থায় মুক্তাদীর ছালাত কবুল হবে। যুহরী বলেন, বাধ্যগত অবস্থায় ব্যতীত আমরা এমন ইমামের পিছনে ছালাত আদায় জায়েয মনে করতাম না *(বুখারী*

হা/৬৯৫-৯৬)। অতএব বিদ'আতী ও সুন্নাতকে অমান্যকারী ব্যক্তিকে ইমাম বানানো যাবে না। কেননা এতে তাকে সম্মান দেখানো হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতামণ্ডলী ও সকল মানুষের লা'নত পতিত হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭২৮)*। তিনি আরও বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ 'মুনকার' কিছু দেখলে তা যেন হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। নইলে যবান দিয়ে। নইলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। আর এটা হ'ল দুর্বলতম ঈমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)*। ফাসেক ও বিদ'আতীকে সালাম না দেওয়াই ছিল সালাফে ছালেহীনের রীতি *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ১৪২, ২৭৪)*।

প্রশ্ন (২৫/৩০৫) : হেজাব কাকে বলে? শরীরের কতটুকু ঢেকে রাখলে হেজাবের হুকুম পালন হবে? বর্তমান মুসলিম বিশ্ব হেজাবের জন্য যে আন্দোলন করছে তারা মুখ খোলা রাখে; কিন্তু মাথায় কাপড় দিয়ে থাকে, এটা কি হেজাবের অন্তর্ভুক্ত?

-আব্দুর রহমান
খামিছ, জুবাইল, সৌদী আরব।

উত্তর : 'হিজাব' (حجاب) অর্থ পর্দা। যা পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে নারীকে নিরাপদ রাখে। ইসলামী বিধান অনুযায়ী নারীর সর্বাঙ্গ সতরের অন্তর্ভুক্ত। কেবল তার চেহারা ও দুই হস্ততালু ব্যতীত *(আবুদাঊদ হা/৪১০৫, মিশকাত হা/৪৩৭২)*। তবে এটি হ'ল বাড়ীতে স্বাভাবিক অবস্থায়। বাইরে গেলে তাকে এসব ঢেকে রাখতে হবে কেবল চক্ষু ব্যতীত। যেমন আজকাল মুখে নেকাব দেওয়া হয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা বিদায় হজ্জে ইহরাম পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এমতাবস্থায় যখন আরোহীগণ আমাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করত, তখন আমরা মাথার কাপড় মুখের উপর ঝুলিয়ে দিতাম। অতঃপর তারা চলে গেলে মুখ আলগা করতাম' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৬৯০)*।

প্রশ্ন (২৬/৩০৬) : পায়ে বা পায়ের পাতায় মেহদী ব্যবহারে শরী'আতের কোন বিধি-নিষেধ আছে কি?

-শামসুল আলম, দুবাই।

উত্তর : মহিলাদের জন্য হাতে-পায়ে মেহেদী ব্যবহার করা জায়েয *(আবুদাঊদ হা/৪১৬৫)*। মেহেদীর রং ওযূর কোন ক্ষতি করে না। পুরুষের জন্য হাতে-পায়ে মেহেদী ব্যবহার করা নিষিদ্ধ *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৫/২১৮)*।

প্রশ্ন (২৭/৩০৭) : মিসওয়াকের নির্ধারিত কোন আকৃতি আছে কি? খেজুর গাছের ডাল দিয়ে মিসওয়াক করা কি সুন্নাত?

-তামান্না
কোরপাই, কুমিল্লা।

উত্তর : মিসওয়াকের অর্থ হলো এমন নরম ডাল, যা দ্বারা মিসওয়াক করা হয়। খেজুর গাছের কাঁচা ডাল দিয়ে মেসওয়াক করা সুন্নাত মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে আরাক গাছের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করা ভাল *(আহমাদ হা/৩৯৯১, সনদ হাসান; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৫০)*।

প্রশ্ন (২৮/৩০৮) : প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের 'আক্বীদা ইসলামিয়াহ' এবং মক্কার আল-কাসিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আহমাদ রচিত 'সহজ আক্বীদা বা ইসলামের মূল বিশ্বাস' বই পড়ে জানলাম আল্লাহ্র কথার বর্ণ ও শব্দ আছে, যা কানে শোনা যায়। অথচ 'ফিক্বহুল আকবারে' লেখা আছে, 'উপকরণ ও বর্ণ ছাড়াই আল্লাহ পাক কথা বলেন'। কোনটি সঠিক? এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা কী?

-জাওয়াদ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : আহলে সুন্নাত ওয়াল জাম'আতের আক্বীদা হ'ল- আল্লাহ্র কথার শব্দ এবং বর্ণ আছে। শব্দ না থাকলে মূসা (আঃ) কিভাবে শুনলেন? *(ত্বোয়াহা ১৩-১৪)*। আর শব্দের জন্য বর্ণ অপরিহার্য, যা আমাদের সামনে বিদ্যমান রয়েছে। বর্ণ না থাকলে কুরআন আসত কিভাবে? ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, এই ধরনের বিদ'আতী প্রশ্ন তৃতীয় শতাব্দী হিজরীর পরে উদ্ভূত। এরা বলে, কুরআনের হরফসমূহ সৃষ্ট। আল্লাহ এগুলি সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু নিজে বলেননি। এগুলি তাঁর কালাম নয়। কেননা তাঁর কালামে কোন হরফ ও শব্দ নেই। জাহমিয়া, আশ'আরিয়া, মাতুরিদিয়াহ প্রভৃতি ভ্রান্ত ফের্কাগুলি এইসব আক্বীদা পোষণ করে। অথচ এ বিষয়ে সালাফে ছালেহীনের বিশুদ্ধ আক্বীদা হ'ল এই যে, শব্দ ও বর্ণ সহ কুরআনের পুরাটাই আল্লাহ্র কালাম। যা স্বীয় রাসূলের উপর তিনি নাযিল করেছেন *(ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়াহ ১২/২৪৩)*। (সম্ভবত মূল ফিক্বহুল আকবরের মধ্যে প্রশ্নে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে নেই)।

প্রশ্ন (২৯/৩০৯) : জান্নাত ও জাহান্নাম কয়টি। সূরা হিজরের ৪৪নং আয়াতে বর্ণিত জাহান্নামের দরজা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে। ছহীহ প্রমাণের ভিত্তিতে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু ছালেহ আহমাদ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তর : জান্নাত একটি আর জাহান্নামও একটি। তবে জান্নাত এবং জাহান্নামের অনেকগুলি স্তর রয়েছে। জান্নাত শব্দটি কুরআনে এবং হাদীছে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে ঐসব স্তরগুলির দৃষ্টিকোণ থেকে। যেমন বলা হয়েছে, জান্নাতের ১০০টি স্তর রয়েছে। প্রতি স্তরের মধ্যবর্তী দূরত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের ন্যায়। সর্বোচ্চ হ'ল ফেরদৌস। তার উপরে হ'ল আল্লাহ্র আরশ। যেখান থেকে জান্নাতের নদীসমূহের উৎপত্তি হয়েছে। অতএব যখন তোমরা চাইবে, তখন ফেরদৌস চাইবে' *(বুখারী, ইবনু মাজাহ, হাকেম, ছহীহুল জামে' হা/৩১২১)*। সূরা হিজরের উক্ত আয়াতে জাহান্নামের সাত

দরজা দ্বারা দরজাই বুঝানো হয়েছে। ছহীহ হাদীছে জান্নাতের আটটি দরজা আর জাহান্নামের সাতটি দরজার কথা বর্ণিত হয়েছে *(ছহীহুল জামে' হা/৩১১৯; ছহীহাহ হা/১৮১২)*।

প্রশ্ন (৩০/৩১০) : শয়তানের কোন ছেলে মেয়ে আছে কি? তাদের কি বিয়ে হয় ও বংশ বৃদ্ধি হয় কি?

-মুহাম্মাদ সুরুযযামান
বড়িয়া, ধুনট, বগুড়া।

উত্তর : শয়তান (ইবলীস) জিনদের অন্তর্ভুক্ত। পুরুষ-নারী উভয় প্রকার জিন আছে *(নিসা ১১৭; আহমাদ হা/২১২৬৯)*। আর তাদের সন্তানও রয়েছে *(কাহফ ৫০)*। সন্তান থাকলে অবশ্যই তার স্ত্রীও আছে। অতএব তারাও বিয়ে করে থাকে, সন্তান হয়, বংশও বৃদ্ধি হয়। তবে সঠিক বিষয় আল্লাহ জানেন।

প্রশ্ন (৩১/৩১১) : যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দিয়ে কম যোগ্য প্রার্থীকে সুফারিশ করে চাকুরী দিলে এবং সে ঘুষ গ্রহণ করলে সুফারিশকারীর উপর দায়ভার বর্তাবে কি?

-মুহাম্মাদ ইদরীস
সিঃ ইনষ্ট্রাকটর, টি.টি.সি, রাজশাহী।

উত্তর : আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি মন্দ কাজে সুফারিশ করবে, সে ব্যক্তি তার অংশ পাবে *(নিসা ৪/৮৫)*। অতএব এখানে হকদারকে বঞ্চিত করার জন্য সুফারিশকারী এবং ঘুষ গ্রহণকারী উভয়েই পাপ করেছে। অতএব তারা উভয়েই গুনাহ্গার এবং যুলুমকারী হিসাবে গণ্য হবে। যে স্থানের জন্য যে যোগ্য নয় তাকে সে স্থান প্রদান করাই হচ্ছে যুলুম। অন্যায় কাজে সুফারিশকারীর উপর দায়ভার অবশ্যই বর্তাবে। তবে ঘুষ গ্রহণকারী বেশী অপরাধী হবে *(আবুদাউদ হা/৩৫৮০)*।

প্রশ্ন (৩২/৩১২) : গ্রামাঞ্চলে অনেক মানুষ টাকা নিয়ে বন্ধকী জমি রাখে। আবার টাকা ফেরত দিয়ে জমি ফিরিয়ে নেয়। এরূপ বন্ধকী জমি নেওয়া কি শরী'আত সম্মত?

-নূরুল ইসলাম
বিরামপুর, দিনাজপুর
ও
ছালাহুদ্দীন, তুলাগাঁও, কুমিল্লা।

উত্তর : উক্ত পদ্ধতি শারী'আত সম্মত নয়। এতে জমি দিয়ে ঋণ গ্রহণকারী অত্যাচারিত হয়। আর ঋণ প্রদানকারী লাভবান হয় এবং সে বাতিল পন্থায় অন্যের সম্পদ ভোগ করে। যা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন *(বাক্বারাহ ১৮৮; নিসা ২৯)*। তবে চুক্তিতে জমি লীজ নেওয়া জায়েয *(বুখারী হা/২৩৪৬-৪৭; মুসলিম হা/৪০৩৩; মিশকাত হা/২৯৭৪)*। যেখানে টাকা ফেরত দেওয়ার নিয়ম নেই।

প্রশ্ন (৩৩/৩১৩) : কোন্ কোন্ পাপ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না? জুব্বুল হুযুন কী? তাতে কারা প্রবেশ করবে?

-মুহাম্মাদ যাকিরুল ইসলাম
খিয়ার সামুদপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : শিরকের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না *(নিসা ৪৮)*। তবে মৃত্যুর পূর্বে শর্ত মাফিক তওবা করে মরার সুযোগ পেলে আল্লাহ্ শিরকের গুনাহ্ও ক্ষমা করে দিবেন *(তওবা ৫; যুমার ৫৩)*।

জাহান্নামের একটি উপত্যকাকে জুব্বুল হুযন (جب الحزن) বলা হয়েছে। যা থেকে বাঁচার জন্য জাহান্নাম দৈনিক চারশ' বার করে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চায়। সেখানে লোক দেখানো ক্বারীরা প্রবেশ করবে'। তবে উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৫৬; যঈফ তিরমিযী হা/২৩৮৩; মিশকাত হা/২৭৫)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩১৪) : কোন মুক্তিযোদ্ধা বা সরকারী কর্মকর্তা মারা গেলে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার নামে দাফনের পূর্বে রাইফেলের গুলি ফুটানো, বাঁশি বাজানো ইত্যাদি কর্মসূচী পালন করা হয়। এগুলো কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ যাকিরুল ইসলাম
খিয়ার সামুদপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : এগুলো বিজাতীয় রীতি। মুসলিম সমাজে যার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আর বিজাতীয় রীতির অনুসরণ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ *(আবুদাউদ হা/৪০৩১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৯৪)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩১৫) : প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনের হাফেযদেরকে ক্বিয়ামতের দিন যখন কুরআন পড়তে বলা হবে, তখন পড়তে পড়তে ভুলে গেলে কোন করণীয় থাকবে কি? না ফেরেশতাগণ বলে দিবেন?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী, কুমিল্লা।

উত্তর : যাকে কুরআন পড়তে বলা হবে তিনি পড়তে সক্ষম হবেন। ভুলে যাবেন না ।

প্রশ্ন (৩৬/৩১৬) : জনৈক ব্যক্তি লিখেছেন, 'ঈমানকে মাখলূক বললে কাফির হবে'। এ ব্যাপারে আমাদের আক্বীদা কেমন হবে? অন্তরের বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তাবায়ন এগুলো কী মাখলূক?

-সাইফুল্লাহ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : এ বিষয়ে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ বলেন, যদি কেউ বলে ঈমান মাখলূক না গায়ের মাখলূক? তাহ'লে তাকে বলা হবে, ঈমান দ্বারা তুমি কি বুঝ? তুমি কি এর দ্বারা আল্লাহ্র গুণাবলী ও তাঁর কালাম বুঝ? যেমন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, যাকে মুমিন বলা হয়, তাহ'লে ঈমান গায়ের মাখলূক। আর যদি তুমি এর দ্বারা বান্দার কর্ম ও গুণাবলী বুঝ, তাহ'লে বান্দা মাখলূক এবং তার সকল কর্ম ও গুণাবলী মাখলূক *(ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়াহ ৭/৬৬৪)*। অর্থাৎ বিশ্বাসের অংশটুকু গায়ের মাখলূক এবং কর্মের অংশটুকু মাখলূক। অতএব ঈমান

দ্বারা যদি আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলী বুঝানো হয়, তখন ঈমানকে মাখলূক বললে সে কাফের হবে। নইলে নয়।

প্রশ্ন (৩৭/৩১৭) : 'আল্লাহুম্মা আনতা খালাক্বতানী ওয়া আনতা তাহদীনী ওয়া আনতা তুত্ব'ইমুনী ওয়া আনতা তাসক্বীনী ওয়া আনতা তুহইনী ওয়া আনতা তুমীতুনী' মর্মে দো'আ কোন্ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে?

-জালালুদ্দীন
লাখাই, হবিগঞ্জ।

উত্তর : বর্ণনাটি ইমাম ত্বাবারাণী (রহঃ) স্বীয় 'আল-মু'জামুল আওসাত্ব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন *(হা/১০২৮)*। তবে বর্ণনাটি যঈফ। এর উপর আমল করা যাবে না *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৩৪৯)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩১৮) : সৃষ্টির সেরা হল মানুষ। কিন্তু কুরআনে প্রথম সূরা বাক্বারাহ বা গাভী এবং শেষ সূরা নাস বা মানুষ উল্লেখ করলেন কেন?

-যামান
চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : প্রশ্নটি ভুল হয়েছে। কুরআনের প্রথম সূরা ফাতেহা। আর কুরআনের সূরা আগে-পরে হওয়া কোন কিছুর উত্তম আর অনুত্তম হওয়ার দলীল নয়। মনে রাখা আবশ্যক যে, কুরআনের সূরা ও আয়াত সমূহের বিন্যাস সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন বিষয়, যা তাওক্বীফী অর্থাৎ অপরিবর্তনীয়। এটা নিয়ে বিতর্ক তোলা গোনাহের কাজ।

প্রশ্ন (৩৯/৩১৯) : মাদরাসা বোর্ডের বইয়ে লেখা হয়েছে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ইমাম আওযাঈর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে রাফউল ইয়াদায়েন করেননি। উক্ত হাদীছকে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ছহীহ মনে করতেন। এর সত্যতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আহমাদ
চট্টগ্রাম।

উত্তর : বিষয়টি একটি প্রসিদ্ধ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে। কথিত আছে যে, মক্কায় ইমাম আওযাঈর সাথে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর সাক্ষাত হয়। তখন আওযাঈ (রহঃ) তাঁকে বলেন, আপনারা রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকূ থেকে ওঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করেন না কেন? জবাবে আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, এ কারণে যে এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়নি'। ঘটনাটি একেবারেই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। ইমাম মুহাম্মাদ সহ তাঁর কোন ছাত্রই এ ঘটনা কখনো উল্লেখ করেননি *(বিস্তারিত দেখুন: মির'আতুল মাফাতীহ্ ৩/৩৪-৩৫)*। দ্বিতীয়তঃ ইমাম আবূ হানীফা নিজেই হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল ছিলেন *(দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৫৮ ও ৩৯৭-এর আলোচনা)*।

প্রশ্ন (৪০/৩২০) : আমি একজন সার ব্যবসায়ী। অনেকে ভারত থেকে সার পার করে এনে বাংলাদেশের দোকানে বিক্রয় করে। আমার নিকটেও বিক্রয় করে। জনৈক আলেম বলেন, তোমার উপার্জন হারাম। তোমার কোন ইবাদত কবুল হবে না। কারণ এই সার সীমান্ত রক্ষীকে ঘুষ দিয়ে আনা হয়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-আমীর
তলুইগাছা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উক্ত আলেম ঠিকই বলেছেন। এতে চোরকে এবং তার অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা হচ্ছে যা নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ২)*। আর হালাল উপার্জন ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*। অতএব এ কাজ পরিহার করে তওবা করতে হবে।